সহজ শারীর বি ।

শ্রীরাধিকাবন্ধু গুপ্ত কবিরাজ দ্বারা প্রণীত।

কলিতা।

১০০ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ইণ্ডিয়া প্রেসে
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৪

ভূমিকা।

পুরাতীত কালে অস্মদ্দেশে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ভিন্ন অন্য কোন চিকিৎসা প্রচলিত ছিল না, এই আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা যখন আদর ছিল তখন দেশে এত জরা মৃত্যু ছিল না, প্রত্যুত সকলেই দীর্ঘায়ু, বলিষ্ঠ ও অল্প জরাগ্রস্থ হইত, বর্ত্তমান কালে নানাবিধ চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত হইলেও লোকে সর্ব্বদা জরাগ্রস্থ ও অপ্রাপ্তকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ জরা মৃত্যুর কারণ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান চিকিৎসা প্রণালীর দোষই ইহার প্রধান কারণ, চিকিৎসকগণ তৎকালে অষ্টাঙ্গ হৃদয় আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রীতিমত গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে কবিরাজ পদের বাচ্য হইতেন, এমন কি তৎকালে সাধারণ লোকেও দেশ কাল দ্রব্য ও শরীরের অবস্থার বিষয় সুন্দররূপ অবগত ছিলেন। (কিন্তু বর্ত্তমানকালের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছে যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক যাঁহারা সর্ব্বদা চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না এবং দেশ কাল পাত্রের অবস্থা দ্রব্য গুণ ও শারীর-বিজ্ঞান না জানিয়াই তাঁহারা চিকিৎসা কার্য্য করিয়া থাকেন। যাহাতে দেশ মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বহুল প্রচার হয় এই উদ্দেশ্যে অনেকানেক মহাত্মা আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অর্থাৎ চরকাদি মূলগ্রন্থ সকল বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত করিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এই কারণে সাধারণের উপকারের নিমিত্ত প্রায় দুই বৎসর বহুশ্রমে চরক, সুশ্রুত, বাভট, তন্ত্র, এবং অন্যান্য বৈদ্যক গ্রন্থের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক সহজ বঙ্গ ভাষায় শারীর বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় এই পুস্তক খানি মুদ্রিত হইল। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মহাসমুদ্র বিশেষ, এই মহাসমুদ্র মন্থন করিলে যে কতই অমূল্যরত্ন লাভ করা যায় তাহা বলিয়া শেষ হয় না।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আমাদিগের গৃহ অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার হইলেও আমরা ভিখারীর ন্যায় সর্ব্বদাই পরের দারস্থ। এই অগণ্য রত্নের খনি হইতে কতিপয় রত্ন সংগৃহীত করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বিশুদ্ধ শুক্র শোণিতের লক্ষণ, জীবাত্মার গর্ভাশয়ে প্রবেশ, গর্ভলক্ষণ, প্রসব বিবরণ, এবং আকৃতি প্রকৃতিসহ শারীর পদার্থ সমুহের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ, পরিমাণ ও চিকিৎসার নিয়ম অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানিকে সময়োপযোগী করিতে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই একণে এই পুস্তক খানি পড়িয়া সাধারণের মনে যদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অনুরাগের সঞ্চার হয় তাহা হইলে আমার সমুদয় শ্রম সার্থক হইবে, যদি কোন মহাত্মা এই গ্রন্থের কোন স্থানে অসংলগ্ন বা ভ্রমাত্মক দেখিতে পান অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন, দ্বিতীয় সংস্করণে সে সমস্ত দোষ সংশোধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মেহেরপুরের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ স্মৃতিভূষণ ও শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন ভাগবতভূষণ মহোদয়গণ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদবিহিত ঔষধালয়
মেহেরপুর নদীয়া সন ১২৯৪। } শ্রীরাধিকাবন্ধু গুপ্ত কবিরাজ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	যত্তো	যত্তো
ঐ	১১	ষষ্ঠাঙ্গ	সড়ঙ্গ
ঐ	১২	বিচী	বিশটি
৩	৮	দুইটি	ছয়টি
৫	৮	দুইশত	ছয়শত
ঐ	১১	মনিবন্ধে	মনিবন্ধে
৬	১৭	হইলে হইয়া	হইয়া হইলে
ঐ	১৮	হইতে পারে	হইয়া থাকে
৭	২৫	হইলে হইয়া	হইয়া হইলে
ঐ	২৫ । ২৬	জন্মিতে পারে	জন্মিয়া থাকে
৮	৫	অঙ্কে	অধো
১৫	১০	উনবাইটটি	উনষাইটটি
১৬	৬	তন	তিন
১৯	২২	দিবস অপান উভয় শব্দের মধ্যে	পূর্ব্বে
২০	৩	শগুণের	শব্দ গুণের
২৭	১০	স্বচ্ছদ	স্বচ্ছন্দ
৩৫	৯	উঠরাগ্নি	জঠরাগ্নি
৩৬	২৪	সর্ব্ব	পর্ব্ব
৪৩	১৭	ভূতাস্তক	ভূতাত্মক
৪৬	১৬	স্বভাবত	স্বভাববশত

অশুদ্ধ সংশোধন।

৪৮	৯	নানাবিধ	প্রাণিবধ
৬০	১৯	দেহগাত ভূমি সম্ব-ন্ধীয় অগ্নি, দেহগত বায়ু সম্বন্ধায় অগ্নি এই উভয় শব্দের মধ্যে	দেহগাত জল সম্বন্ধীয় অগ্নি, দেহগত অগ্নি সম্বন্ধীয় অগ্নি
৬৮	১৪	ওঅ	ওজ
৭৬	৫	উত্তাপি	উত্তাপাদি

সহজ শারীর বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

যান্তি জীবন্তি জায়ন্তে জগতীহ পরাত্মনে।
যত্র যেন যতো সর্ব্বে সদা তস্মৈ নমোনমঃ।

১। সৃষ্টিপালন এবং লয়কর্ত্তা ভূতভাবন পরমেশ্বরকে সদা নমস্কার করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত শারীর বিজ্ঞান বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

২। জীবগণ অশুভকর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য এই সংসার মধ্যে পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; অতএব যখন জীবাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে, তখন ভূত সকলের সহায়তায় বিশুদ্ধ শুক্র শোণিতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গর্ভাশয় প্রবেশ করতঃ কালক্রমে মস্তক, দুইবাহু পদদ্বয় এবং মধ্য শরীরের দ্বারা সুন্দররূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভূমিষ্ট হইলে মনুষ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই ষষ্ঠাঙ্গযুক্ত মনুষ্য শরীরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি ছয়টি মস্তকের প্রত্যঙ্গ। এবং দশটী করিয়া বিংশতী অঙ্গুলি বাহু ও পদদ্বয়ের প্রত্যঙ্গ। তদ্ভিন্ন হৃদয় ও হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে কুক্কুরের জিহ্বার ন্যায় পদার্থটী ক্লোম এবং তাহার উপরিভাগে ফুস্‌ফুস্‌, ও উক্ত হৃদয়ের অধোভাগে (উদরে) দক্ষিণ পার্শ্বে খণ্ডাকার-বিশেষ পদার্থটী যকৃত, আমাশয়ের সংলগ্ন উদরের বামপার্শ্বে মাংসাকার সদৃশ পদার্থটী প্লীহা, এবং পিত্তাশয়ের অধোভাগে মলাদির বিভাগীকৃত

স্থানে উণ্ডুক ; এবং বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বস্থ মাংস লাড্ডু বিশেষ পদার্থ দুইটি বৃক্ক, শিরা সকলের বন্ধন স্থানে গোলাকার পদার্থটী বিম্ব, এবং ধমনির মূলদেশে নাভি, উক্ত নাভির ঊর্দ্ধভাগে আঁৎড়ি ও অধোভাগে বস্তি, সাকল্যে এই এগারটি মধ্য শরীরের প্রত্যঙ্গ অবস্থান করে।

আশয় কথন।

৩। আশয় সপ্ত প্রকার। তন্মধ্যে হৃদয়ের প্রথমাংশে রক্তাশয়, উক্ত রক্তাশয়ে কফাশয়-চ্যুত অবিশুদ্ধ ক্ষরিত রক্ত পাক হইয়া রক্ত ও মল অর্থাৎ বিশুদ্ধ রক্ত ও পিত্ত উভয় বিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহার অনতিদূরে হৃদয়ে দ্বিতীয় কফাশয়টি অবস্থান করে। ইহাতে রসধাতু পাক হইয়া রক্ত ও মল অর্থাৎ অবিশুদ্ধ রক্ত ও কফ্ উভয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহার নিম্নে উদরের প্রথমাংশে তৃতীয় আমাশয়টি অবস্থান করে। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য পাক হইয়া সার ও মল অর্থাৎ রস ও মুত্র পুরীষ্ উভয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। এবং তাহার নিম্নে পর্শ্বাস্থির সংলগ্ন চতুর্থ পিত্তাশয়টি অবস্থান করে। ইহাতে রক্তাশয় চ্যুত পিত্ত থাকিয়া পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। প্রাগুক্ত পিত্তাশয়ের নিম্নভাগে উদরে পঞ্চম পক্কাশয়টি অবস্থান করে। ইহাতে আমাশয়চ্যুত ঘন মল থাকিয়া শরীরস্থ যাবদীয় পদার্থের শক্তি সম্পাদন করে। তাহার নিম্নে উদরের মধ্যমাংশে ষষ্ঠ বাতাশয়টি অবস্থান করে। ইহাতে প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু বাস করতঃ স্বীয় শক্তি দানে জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। এবং উদরের শেষাংশে নাভির নিম্নদেশে পঞ্চম, মুত্রাশয়টি অবস্থান করে। ইহাতে আমাশয়চ্যুত দ্রব-মল মুত্ররূপে বাস করিয়া থাকে। তদতিরিক্ত পিত্তাশয় এবং পক্কাশয়ের মধ্যদেশে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় অবস্থান করে, ইহাতে সন্তান উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্নায়ু কথন।

৪। এই মনুষ্য শরীরে স্নায়ু নয়শত। তন্মধ্যে দেড়শত করিয়া উভয় বাহুতে, তিন শত; সেইরূপ পদদ্বয়েও তিনশত, তদব্যতীত মধ্য শরীরে দুইশত ত্রিশ এবং গ্রীবার উপরে সপ্ততিটি থাকিয়া রস ও বিশুদ্ধ রক্ত বহন করতঃ ক্রমে শরীরে বলদান করিয়া থাকে। মৎস্যধরা জাল সদৃশ উক্ত স্নায়ু মধ্যে জাল চারিটি আছে। তাহা একটি করিয়া উভয় মণিবন্ধে দুইটি এবং এক একটি করিয়া গুল্‌ফদ্বয়ে দুইটি অবস্থান করে। ইহা অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ না করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তদ্ভিন্ন এই নয়শত স্নায়ু মধ্যে কুঁচির ন্যায় পদার্থ দুইটা অবস্থান করে। ইহা এক একটি করিয়া হস্তে দুইটি; সেইরূপ একটি করিয়া পদদ্বয়ে দুইটি। এবং গ্রীবা-দেশে একটি ও মেঢ্রে একটি সাকল্যে এই কুর্চ্চ ছয়টি আছে। ইহার গুণকর্ম্ম মর্ম্ম বিভাগে বিশেষ রূপ বর্ণিত হইবে। সংপ্রতি স্নায়ু সক-লের মর্ম্মগুলি বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

স্নায়ু-মর্ম্ম কথন।

৫। স্নায়ু মর্ম্ম মধ্যে উভয় স্কন্ধে গ্রীবার দুই পার্শ্বে গ্রীবা, বাহু এবং শীরের অন্ত ভাগে এবং গ্রীবা-বাহু উভয়ের মধ্যস্থলে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণ দুইটি স্নায়ু অবস্থিতি করিয়া স্কন্ধ ও বাহু মূল বন্ধন করিয়া রাখে, মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে অংসমর্ম্ম কহেন। উক্ত মর্ম্ম দুইটির বিঘ্ন জন্মিলে বাহুর কার্য্যকারিতা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অপর কর্ণদ্বয়ের নিম্ন ভাগে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণ দুইটি স্নায়ু অবস্থান করে, ইহা দ্বারা শব্দ বোধ হইয়া থাকে। মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে বিধুরা মর্ম্ম কহেন। উক্ত বিধুরা-মর্ম্মের কোনও প্রকার বিঘ্ন ঘটিলে কর্ণের ক্রিয়া লোপ হইয়া থাকে। সেইরূপ পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ও তন্নিকটস্থ অঙ্গু-

লির মধ্য স্থলে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্নায়ু দুইটি অবস্থান করে। মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে ক্ষিপ্রমর্ম্ম কহেন উক্ত ক্ষিপ্র মর্ম্ম অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে পদদ্বয়ের আকর্ষণ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। অতঃপর প্রাগুক্ত ক্ষিপ্র মর্ম্মের দুই অঙ্গুলি অন্তরে পদদ্বয়ের উপরে একটি করিয়া উভয় পদে উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণ স্নায়ু দুইটি অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে কূর্চ্চ মর্ম্ম কহেন। উক্ত কূর্চ্চমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে পদযুগল ঘূর্ণিত বা কম্পিত হইয়া পড়ে। অনন্তর গুল্‌ফের সন্ধি স্থানের অধোভাগে প্রত্যেক পদে একটি করিয়া বার অঙ্গুলি পরিমাণ স্নায়ু দুইটি অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে কূর্চ্চশির মর্ম্ম কহেন। উক্ত কূর্চ্চশির মর্ম্ম অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইলে পদদ্বয়ে শোথ অথবা বেদনা উৎপন্ন করিয়া থাকে। এবং জানুর তিন অঙ্গুলি উপরে দুই দুই অঙ্গুলির পরিমাণে একটি করিয়া স্নায়ু দুইটি উভয় উরুতে অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে আনিমর্ম্ম কহেন। ইহাতে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে উরুস্তম্ভ রোগ জন্মে অথবা শোথ উৎপন্ন হয়। অতঃপর কটীদেশের মধ্যস্থলে উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণে অল্প রক্ত ও অল্প মাংস সংযুক্ত ধনুর বক্র সদৃশ অধোমুখ বিশিষ্ট বস্তি নামক স্নায়ু একটি অবস্থিতি করে, মুনিগণ এই স্নায়ুটিকে বস্তি মর্ম্ম কহেন। এই বস্তি মর্ম্মের অশ্মরী (পাথরী রোগ বিশেষ) ব্রণ মুখ বিদ্ধ ভিন্ন পার্শ্বাদি স্থানে বিদ্ধ হইলে সদাই প্রাণ নষ্ট করে। যে হেতু সেই বিদ্ধক্ষতের মুখদিয়া অজস্র মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অনন্তর চক্ষুদ্বয়ের বহির্ভাগে স্নায়ু দুইটি উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণে ভ্রূপুচ্ছের প্রান্ত ভাগের নিম্ন দেশে অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে অপাঙ্গমর্ম্ম কহেন। এই অপাঙ্গ-মর্ম্ম অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইলে দর্শন শক্তির লোপ হইয়া থাকে। তদ্রূপ ললাটের উর্দ্ধদেশে উভয় পার্শ্বস্থ কেশের প্রান্ত ভাগে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে স্নায়ু দুইটি অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই স্নায়ু দুইটিকে উৎক্ষেপ মর্ম্ম কহেন; উক্ত ভ্রূর মধ্যভাগে এই উৎক্ষেপ মর্ম্মে

স্থপনী নামক স্থানে শল্য উদ্ধার করিতে হইলে সদ্যই মৃত্যু হইয়া থাকে।

শিরা-কথন।

৬। বাভটে উক্ত হইয়াছে যে দশটি মূলশিরা হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধ অধো এবং তীর্য্যক গতিতে সমস্ত শরীরে রসময় ওজকে অর্থাৎ বিশুদ্ধ রক্তকে বহন করিয়া থাকে অতএব স্পন্দনাদি যাহা কিছু করা তাহা সমস্তই ওজ মূলক্ এই শিরা দশটির মূলদেশে স্থূল এবং অগ্রভাগে সরু এবং পরে সাত শতভাগে বিভক্ত হইয়া রক্ত হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতুগণে একশত করিয়া দুই শত এবং ত্বকে একশত সাকল্যে এই সাত শত শিরা শরীরে অবস্থিতি করে ; ইহা বেধনের অযোগ্য। এবং উক্ত শিরা সমূহের মধ্যে চারিটি শিরা মৎস্যধরা জালের ন্যায় বুনানি আছে তাহা এক একটি করিয়া উভয় মনিবন্ধে দুইটি এবং এক একটি করিয়া উভয় গুল্ফে দুইটি, এই জাল চারিটি, অন্যান্য জালের সহিত মিলিত ও নিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। ইহা অস্ত্র দ্বারা স্পর্শ করিবে না। উক্ত সাত শত শিরার মধ্যে চতুর্থাংশের একাংশ শিরা পৃথক রূপে রক্ত বহন করে। এবং বায়ু, পিত্ত, কফ্ দ্বারা উপাসিত শুদ্ধরক্ত এবং প্রকৃতিস্থ বাতাদি দোষ সমূহ দেহকে পালন করিয়া থাকে। তাহার অন্যথা হইলে পুনর্ব্বার দেহকে পীড়িত করে। তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ চারিশত পঁচিশ শিরার মধ্যে যেগুলি শ্যাববর্ণা বা অরুণবর্ণা এবং কখন কখন রক্ততে পূর্ণা ও কখন কখন রিক্তা এবং স্পন্দন হয় ; সেগুলি বায়ু রক্ত উভয়কে বহন করে এবং স্পর্শোষ্ণা-চঞ্চলা, নীলবর্ণা, বা পীতবর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্টা শিরাগুলি পিত্তরক্ত উভয়কে বহন করে। এবং গৌরবর্ণা স্নিগ্ধা চঞ্চল গতি বিহীনা এবং স্পর্শ শীতলা সেগুলি কফকে বহন করে এতদ্ভিন্ন মিশ্রিত লক্ষণ

যুক্তা যে শিরা তাহারা বায়ু পিত্ত কফ তিনকেই বহন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কণ্ডরা নামে উক্ত হইয়াছে যে স্থূল শিরা তাহা (সুশ্রুতে) ধন্বন্তরী বলেন প্রত্যেক পদে দুইটি করিয়া চারিটি প্রত্যেক হস্তে দুইটি করিয়া চারিটি ও গ্রীবার দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি; এবং মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি সাকল্যে এই ষোলটি শিরা শরীরে অবস্থিতি করে। তাহাতে অস্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এইরূপে পৃথক করিয়া প্রত্যেক শিরার কথা বলিতে হইলে বহু বাহুল্য হইয়া পড়ে তজ্জন্য তাহা না কহিয়া কেবল ইহার গুণ কর্ম্ম সমুদায় বলা হইল। অতপর এই শিরা সমূহের মর্ম্মগুলি বিশেষ রূপে বলা যাইতেছে। যে হেতু এই মর্ম্ম সকল জীবনের আবাস স্থান বলিয়া কথিত আছে।

শিরা-মর্ম্ম-কথন।

৭। জংঘা ও কটী দেশের পার্শ্বদেশের মধ্যস্থলে নিবদ্ধ দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে শিরা দুইটি তীর্য্যকভাবে এবং ঊর্দ্ধ গতিতে অবস্থিতি করে। ঐ শিরা দুইটিকে মুনিগণ পার্শ্ব সন্ধি নামক মর্ম্ম কহেন। ইহাতে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ মধ্যে রক্ত পূর্ণ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। সেইরূপ স্তন মূল মর্ম্মে সংলগ্ন দুই অঙ্গুলি পরিমাণ শিরা একটি সরল ভাবে পৃষ্ঠদণ্ডে অবস্থিতি করে। এই শিরাটিকে মুনিগণ বৃহতী মর্ম্ম কহেন, ইহা অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইলে রক্ত ক্ষয় হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। অনন্তর উভয় চুয়ালে আশ্রিত ও কণ্ঠদেশে সংলগ্ন শিরা চারিটি, এক একটি উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণে গলার নলীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই শিরা চারিটিকে নীলা ও মন্যা মর্ম্ম কহেন। উভয় পার্শ্বস্থ উক্ত নীলা মন্যা অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইলে, বাক্যের অবরোধ বা স্বরের বিকৃতি অথবা রসনায় রসজ্ঞানের হানি হয়। তদনন্তর কণ্ঠে নিবদ্ধ জিহ্বা ও নাসারন্ধ্রে আশ্রিত

শিরা চারিটি প্রত্যেকে উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণ কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিতি করে মুনিগণ এই শিরা চারিটিকে মাতৃকা মর্ম্ম কহেন। উক্ত মাতৃকা মর্ম্মের বিঘ্ন হইলে সদ্যই প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে।

সেইরূপ নাসিকা দ্বয়ের উভয় পার্শ্বে আশ্রিত শ্রোত্র পথের অভিমুখে গত শিরা দুইটি দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে গলমধ্যে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই শিরা দুইটিকে ফনমর্ম্ম কহেন। উক্ত ফনমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে গন্ধজ্ঞানতার হানি হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আমাশয় এবং পক্বাশয়ের মধ্যদেশে শিরা সমূহের আশ্রয় রূপ শিরা, একটি উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণে অবস্থিতি করে মুনিগণ এই শিরাটিকে নাভিমর্ম্ম কহেন। উক্ত নাভি মর্ম্মে অস্ত্রবিদ্ধ হইলে সদ্যই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। অতঃপর তৃতীয় আধারটির দ্বার স্বরূপ মনঃ প্রভৃতি সত্বাদিগণ তাহার আবাসস্থান বক্ষঃস্থানে শিরা একটি উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণে স্তনদ্বয়ের এবং কোষ্ঠের মধ্যদেশে অবস্থিতি করে মুনিগণ এই শিরাকে হৃদয়-মর্ম্ম কহেন। উক্ত হৃদয় মর্ম্মের বিঘ্ন হইলে সদ্যই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। তদ্‌পর পৃষ্ঠদণ্ড ও বক্ষঃ উভয় মধ্যভাগে ও উভয় স্থানের পার্শ্বদেশে অংশ দেশের অধোভাগে শিরা দুইটি দুই অঙ্গুলি পারিমাণে অবস্থিতি করে; মুনিগণ ঐ শিরা দুইটিকে অপলাপ মর্ম্ম কহেন। এই অপলাপ মর্ম্মে অস্ত্রাঘাত দ্বারা কোষ্ঠ মধ্যে রক্ত পুরিত হইয়া দূষিত হইলে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। তদ্রূপ ঊরুদেশের মধ্যস্থলে একটি করিয়া উভয় ঊরুতে শিরা দুইটি বার অঙ্গুলি পরিমাণে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই শিরা দুইটিকে উর্ব্বী মর্ম্ম কহিয়া থাকেন। অস্ত্রদ্বারা উক্ত উর্ব্বী ছেদহইয়া রক্ত ক্ষয় হইলে পদদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়। সেইরূপ ঊরুর মূলদেশে একটি করিয়া শিরা দুইটি দুই অঙ্গুলি পরিমাণে উভয় ঊরুতে অবস্থিতি করে, এই শিরা দুইটিকে মুনিগণ লোহিত মর্ম্ম কহেন। ইহাতে অস্ত্রবিদ্ধ হইলে রক্ত ক্ষয় হইয়া পক্ষাঘাত জন্মিতে পারে। অনন্তর অণ্ডকোশ ও কুঁচকি উভয়ের মধ্যস্থলে উভয় দিকে একটি

করিয়া শিরা দুইটি বার অঙ্গুলি পরিমাণে অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই শিরা দুইটিকে বিটপ মর্ম্ম" কহেন। ইহাতে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে; তদপরে বাহুমূলের পার্শ্বিদ্বয়ের মধ্যদেশে উভয় বগলে বার অঙ্গুলি পরিমাণে এক একটি করিয়া শিরা দুইটি অবস্থিতি করে মুনিগণ এই শিরা দুইটিকে কক্ষাধ্রক মর্ম্ম কহেন। ইহার বিঘ্ন ঘটিলে নুলা হইয়া থাকে। অনন্তর উভয় ভ্রূর মধ্যস্থলে, নাসিকার ঊর্দ্ধদেশে দুই অঙ্গুলি পরিমাণে শিরা একটি অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই শিরাটিকে স্থপনী মর্ম্ম কহিয়া থাকেন। উক্ত স্থপনী মর্ম্মে শল্য উদ্ধৃত করিতে হইলে প্রাণীগণ সদ্যই জীবন পরিত্যাগ করে।

ধমনী কথন।

৮। মাংস মধ্যে থাকিয়াও মাংসাদির সহিত যাহার অধিক সম্বন্ধ নাই অথচ যাহা টিপিলে উচ্চ হইয়া উঠে এবং স্নিগ্ধ ও সমান ভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেই ধমনী বলে (ক) উক্ত ধমনীর সংখ্যা চব্বিশটি। যেরূপে গাড়ির চাকা চারিদিকের কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা আবৃত থাকে সেইরূপ ধমনী চব্বিশটির দ্বারা নাভি আবৃত থাকে এবং ঊর্দ্ধ, অঙ্গে ও তীর্য্যক ভাবে রক্ত বহন হইয়া এই শরীর পালন হইয়া থাকে। অতএব শরীর পালিত ধমনীগণের মধ্যে যে সকল স্থানে জীবন অধিষ্ঠান করে, সেই সকল স্থানগুলি মর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত মর্ম্মগুলির স্থান পরিমাণ ও যে ভাবে অবস্থান করে তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

(ক) ধমনী। গ্রন্থান্তরে বলেন এই ধমনী চব্বিশটি মুখপুচ্ছ এবং হস্তপদ বিশিষ্ট একটি কচ্ছপের ন্যায় আকার ইহা নাভিমূলে স্ত্রীগণের ঊর্দ্ধমুখে এবং পুরুষদিগের অধোমুখে অবস্থিতি করে; উক্ত কচ্ছপ ভেদ হেতুতেই নাড়ীর গতি যাহা পুরুষের দক্ষিণ করে তাহাই স্ত্রীলোকের বাম করে পরীক্ষণীয় হইয়া থাকে।

মর্ম্ম কথন।

৯। দুই অঙ্গুলি পরিমাণে ধমনী দুইটি হৃদয়ের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করতঃ বায়ু বহন করিয়া থাকে মুনিগণ এই ধমনী দুইটিকে অপস্তম্ভ নামক মর্ম্ম কহেন উক্ত অপস্তম্ভ বিদ্ধ হইলে বায়ুর দ্বারা কোষ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া শ্বাসকাশ উপস্থিত হওয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ স্থূল অন্ত্রে অর্থাৎ মোটা নাড়ীতে সংলগ্ন দুই অঙ্গুলি পরিমাণে ধমনী একটি গুহ্য-দেশে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই ধমনীটিকে গুহ্য মর্ম্ম কহেন। উক্ত গুহ্য মর্ম্মটি বিদ্ধ হইলে সদ্যই প্রাণবিয়োগ অথবা মুখদ্বারা বিষ্ঠা ও বায়ু নির্গত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত জিহ্বা, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ইহাদের প্রত্যেক উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণে ধমনী চারিটি একত্রে মিলিত হইয়া তালুতে অবস্থিতি করে মুনিগণ এই ধমনী চারিটিকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহেন উক্ত শৃঙ্গাটকে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে সদ্যই জীবন নাশ হইয়া থাকে।

স্রোত কথন।

১০। নাসারন্ধ্র, কর্ণ ও চক্ষু এই ছয়টি এবং গুহ্য, মুখ ও মুত্রপথ এই তিনটি সাকল্যে এই নয়টি স্রোতপথ শরীরে অবস্থান করে। তদ্ব্যতীত রমনীগণের স্তন দুইটি এবং রক্ত পথ একটি এই তিনটি স্রোত অধিক আছে। তদ্ভিন্ন ধন্বন্তরি বলেন প্রাণ, (বায়ু) রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি মজ্জা, শুক্র, বিষ্ঠা মুত্র ঘর্ম্ম ত্বক, এবং পিত্ত বাহী এই অভ্যন্তর স্রোত তেরটির সমষ্টিতে প্রাণাধিষ্ঠান রূপ স্রোত একটি উক্ত বাহ্য স্রোত দ্বাদশটি লইয়া সাকল্যে এই ত্রয়োদশটি স্রোত হিত ও অহিত উভয় বিধ সেবনের দ্বারা সুখ দুঃখের অর্থাৎ আরোগ্য ও অনারোগ্যের কারণ হইয়া থাকে। এবং উক্ত অভ্যন্তর স্রোত সকলের মধ্যে যে বাহ্য

বহন করে সে সেইরূপ বর্ণের সমতুল্য বর্ণ ধারণ করে। এবং তাহ বর্ত্তলের ন্যায় গোলাকার ও লতার সদৃশ দীর্ঘাকার মৃণাল দ্বার সদৃশ বিস্তীর্ণ, উক্ত দ্বার দিয়া অন্ন, রস, বাহিত হইয়া দেহ পুষ্টি হইয়া থাকে।

রোম কথন।

১১। ষষ্ঠ মাসে মনুষ্য শরীরে রোম সমূহ উৎপন্ন হয়। উক্ত রোম সংখ্যায় সাড়ে তিন কোটি। (খ) তাহার প্রত্যেক মূল ছিদ্রে বায়ুর অনুগমন ও স্বেদাদি নির্গমনের দ্বারা শরীরের হিত সাধন হইয়া থাকে।

বল কথন।

১২। এই প্রাণীদেহে যাহা কিছু বল উৎপন্ন হয়, তাহা বিভাগানুসারে মুনিগণ তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম বল, যে সকল দ্রব্য মাতায় আহার করিয়া থাকেন তাহা পরিপাকান্তে উক্ত আহারীয় দ্রব্যের রস হইতে মানসিক ও শারীরিক ভেদে দুই প্রকারে এক-স্বাভাবিক বল গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত যৌবনাদি প্রাপ্ত হইলে কিম্বা শীতাদি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহাকে কালজ বল কহেন। তদ্ভিন্ন দুগ্ধ, মাংস রস প্রভৃতি বলকারক রসায়নাদি প্রয়োগ জন্য যে বল উৎপন্ন হয় তাহাকে যুক্তিকৃত বল কহিয়া থাকেন। অতএব এইরূপে সহজ কালজ এবং যুক্তিকৃত ভেদে বল তিন প্রকার জানিবে।

(খ) রোম। তিস্র কোট্যার্দ্ধ কোটিচ যানি লোমানি মানবে যাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে, ভর্ত্তারং যানু গচ্ছতি।

বর্ণ কথন।

১৩। বর্ণও মাতার আহারীয় দ্রব্য জাত রসানুসারে পিঙ্গল, ধবল, কৃষ্ণ, গৌর এবং পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি বর্ণ সমুদয়ও এই মানব শরীরে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অস্থি কথন।

১৪। নখাদি অস্থি সম্বন্ধে অত্রি নন্দন চরকে তিনশত ষাটি খানি মাত্র অস্থি বলিযাছেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক পংক্তিতে ষোলটি করিয়া উভয় পংক্তিতে দন্ত বত্রিশটি এবং দন্ত বসান উলুখলও ষোলটি করিয়া বত্রিশটি এইরূপে সাকল্যে দন্তাস্থি চৌষট্টিটি এবং হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের অঙ্গুলির অস্থি যাটিটি হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয়ে নখাস্থি কুড়িটি; তদ্ভিন্ন হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের শলাকা কুড়িটি এবং শলাকার অধিষ্ঠান চারিখানি, ও উভয় পদে গুড় মুড়ার অস্থি একখানি করিয়া দুইখানি সেইরূপ পদদ্বয়ের পার্শ্বে দুইখানি করিয়া অস্থি চারি খানি এবং করদ্বয়ের পৌঁছার উপরি-ভাগে টিপীর আকারের ন্যায় অস্থি একখানি করিয়া দুই খানি তদ্রূপ কুনুয়ে এক খানি করিয়া দুইখানি সেইরূপ পার্শ্বদ্বয়ে দুইখানি করিয়া চারি-খানি; তদনুরূপ দুইখানি করিয়া উভয় জঙ্ঘায় চারিখানি; জানুতে এক খানি করিয়া উভয় জানুতে দুইখানি। এবং জানুদ্বয়ের খুলি দুইখানি ও উরুতে একখানি করিয়া উভয় উরুতে নলা দুইখানি, এবং বাহুমূলে একখানি করিয়া উভয় বাহুমূলে অস্থি দুইখানি তদ্রূপ স্কন্ধের উভয়দিকে একখানি করিয়া গুঢ় অস্থি দুইখানি ও উভয় স্কন্ধে তক্তার ন্যায় অস্থি এক-খানি করিয়া দুইখানি এবং স্কন্ধদ্বয়ে খিলের ন্যায় অস্থি একখানি করিয়া দুইখানি; স্কন্ধ সন্ধিতে একখানি এবং তালুতে দুইখানি পাছার দুই পার্শ্বে একখানি করিয়া তক্তার ন্যায় অস্থি দুইখানি। ভগাস্থি একখানি এবং

পৃষ্ঠে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে আশ্রিত বক্রভাবে হৃদয়ে ও উদরের দিকে গত পঁয়তাল্লিশ খানি মাত্র। তদ্ব্যতীত গ্রীবাতে পোনের খানি, হৃদয়ে চৌদ্দখানি, পার্শ্বদ্বয়ে চব্বিশ খানি, এবং পার্শ্বে স্থালক (গোল) চব্বিশ খানি ও প্রত্যেক স্থালকে এক একটি করিয়া আবের আকারের ন্যায় অস্থি চব্বিশ খানি চোয়ালের অস্থি একখানি ও চোয়ালের মূলদেশ বন্ধনের অস্থি দুইখানি, নাসিকা গালগর্ত্ত উপরে এবং ললাটে অস্থি একখানি কপালে এক একখানি করিয়া উভয় দিকে দুইখানি, এবং মস্তকের উপরি চারিখানি মাত্র হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত এই অস্থিজাল প্রত্যেক মনিবন্ধে একটি করিয়া উভয় মনিবন্ধে দুইটি গুল্ফে একটি করিয়া দুইটি; সাকল্যে এই জাল চরিটি পরস্পরে মিলিত ও গ্রথিত হইয়া অবস্থান করে।

অস্থির জমাট কথন।

১৫। অস্থির জমাট বিষয়েও এইরূপ নিজমতে ধন্বন্তরি বলেন, গুল্ফে এক একটি করিয়া উভয় পদের গুল্ফে দুইটি, সেইরূপ হাঁটুতে একটি করিয়া উভয় পদের হাঁটুতে দুইটি, এবং উরু সন্ধিস্থানে অর্থাৎ কুঁচকিতে একটি করিয়া উভয় কুচকিতে দুইটি, বাহুদ্বয়ের মনিবন্ধে একটি করিয়া উভয় মনিবন্ধে দুইটি, কুনুয়ে একটি করিয়া উভয় কুনুয়ে দুইটি এবং কক্ষে একটি করিয়া উভয় কক্ষে দুইটি; তদ্ব্যতীত ঘাড়ে একটি ও শিরোপরি একটি, সাকল্যে এই চতুর্দ্দশটি অস্থিসংঘাত অবস্থিতি করে।

শিখি কথন।

১৬। যে প্রকার কেশ সমূহের মধ্যভাগে লোকে শিখি কাটিয়া থাকে সেইরূপ কিয়দংশ অস্থির সংযোগ স্থানে শিখি কাটার ন্যায় আঠারটি পদার্থ

অবস্থিতি করে, তাহা প্রাগুক্ত অস্থি সংঘাতের প্রত্যেক স্থানে অর্থাৎ গুল্‌ফে একটি করিয়া দুইটি, হাঁটুদ্বয়ে দুইটি, এবং উভয় কুঁচ্‌কিতে দুইটি, সেইরূপ মনিবন্ধে একটি করিয়া দুইটি, কনুইয়ে দুইটি, এবং কক্ষে একটি করিয়া দুইটি, তদ্ভিন্ন নিতম্ব দণ্ডের উপরি ভাগে একটি, হৃদয়োপরি একটি ও উদরের সংযোগ স্থানে একটি এবং অংশকুটের (ঘাড়ে) উপরি ভাগে একটি ইহাতে অস্ত্রপ্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। ইহাব্যতীত অস্থি সকলের মধ্যে জীবনের আবাস স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। মুনিগণ তাহাকে মর্ম্ম কহেন। তজ্জন্য তাহা বিশেষ রূপে প্রকাশ করিতেছি।

অস্থি মর্ম্ম কথন।

১৭। পৃষ্ঠ দণ্ডের উভয় পার্শ্বে আশ্রিত ও বাহুমূলে মিলিত দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে তক্তার আকারের ন্যায় অস্থি একখানি করিয়া দুইখানি পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থিতি করে, মুনিগণ এই অস্থি দুইখানিকে অংশফলক মর্ম্ম কহেন। উক্ত অংশ ফলকে অস্ত্রবিদ্ধ হইলে অবসন্ন প্রাপ্ত হইয়া বাহু মূল শুষ্ক হইয়া যায়। অনন্তর পৃষ্ঠ দণ্ডের উভয় পার্শ্বে কঙ্কালের উপরিভাগে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে অস্থি দুইখানি নিতম্বাস্থির কাঁধার দিকে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই অস্থি দুইখানিকে কোটিক তরুণ নামক মর্ম্ম কহেন। ইহাবিদ্ধ হইয়া রক্ত ক্ষয় হইলে হীন রূপে বিনাস প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আমাশয়ের আবরণ স্বরূপ তরুনাস্থিতে মিলিত হইয়া দুই অঙ্গুলী পরিমাণে অস্থি একখানি নিতম্বাস্থির উপরিভাগে পার্শ্বদ্বয়ের মধ্য-স্থলে অবস্থিতি করে, মুনিগণ এই অস্থিখানিকে নিতম্ব মর্ম্ম কহেন। উক্ত নিতম্ব মর্ম্মে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে অধোভাগে শোথ উৎপন্ন হইয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মৃত্যু উপস্থিত হয়। সেইরূপ কর্ণদ্বয়ের সমীপস্থ পার্শ্বদেশে

ললাটের প্রান্তভাগে দুই অঙ্গুলী পরিমাণে অস্থি দুইখানি অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই অস্থি দুইখানিকে শঙ্খ মর্ম্ম কহেন, ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যই জীবন নাশ হইয়া থাকে।

ত্বক কথন।

১৭। দুগ্ধ পাক হইয়া উক্ত পচ্যমাণ দুগ্ধ হইতে ক্রমে যে প্রকার সর উৎপন্ন হয়, রক্তপাক হইয়া ক্রমে সেই প্রকার সপ্তত্বক উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথম ত্বক্ অতি সূক্ষ্ম, উক্ত ত্বকের পরিমাণ হইতে পর পর ত্বক ক্রমে স্থূল হইয়া থাকে, যেরূপ একটি আউশ ধান্য অষ্টাদশ অংশ করিলে, যে পরিমাণ হয় প্রথম ত্বকও সেই পরিমাণ হইয়া থাকে। সেই-রূপ দ্বিতীয় ত্বক্ উক্ত ধান্যের ষোড়শাংশের একাংশ। তৃতীয়ত্বক দ্বাদ-শাংশের একাংশ। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ত্বক্ ক্রমে অষ্টমাংশ পঞ্চমাংশ, পূর্ণ; ও সপ্তম ত্বক ধান্যদ্বয় পরিমাণ হইয়া থাকে। ইহাতে সেবনী সাতটি অবস্থিতি করে। তাহা মস্তকোপরি পাঁচটি জিহ্বাশ্রিত একটি এবং মেঢ্রের নিম্ন হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত একটি থাকিয়া স্বীয় স্বীয় স্থানের ত্বক সমুদয় বন্ধন করিয়া রাখে তদ্রূপ রজ্জু সদৃশাকার পদার্থ চারিটিও মানব শরীরে অবস্থান করিয়া পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে দুইটি করিয়া চারিটি, মাংস রজ্জু পেশী সমুদয় বন্ধন করিয়া রাখে। তদ্ব্যতীত ধন্বন্তরি বলেন, মৎস্য ধরা জাল সদৃশ মাংস জাল চারিটি অবস্থান করে, তাহা একটি করিয়া উভয় মনিবন্ধে দুইটি ও একটি করিয়া উভয় গুল্‌ফে দুইটি, এই জাল চারিটি অন্যান্য জালের সহিত মিলিত ও নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে অস্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন পুরুষ দিগের মাংসপেশী পাঁচশত; তন্মধ্যে হস্তে একশত করিয়া উভয় হস্তে দুই শত এবং এক শত করিয়া উভয় পদে দুই শত ও মধ্য শরীরে ছয়ষট্টি।

এবং গ্রীবার উপরি ভাগে চৌত্রিশটি থাকিয়া শরীরস্থ মাংস সমুদয় বন্ধন করিয়া রাখে। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের বিংশতিটি, পেশী অধিক আছে তাহা স্তনে পাঁচটি করিয়া উভয় স্তনে দশটি, এবং অপত্য পথের অভ্যন্তরে ও মুখাশ্রিত বাহ্যে দুই দুইটি করিয়া চারিটি এবং গর্ভাশয়ের ছিদ্র আশ্রিত তিনটি ও রজঃ রক্ত প্রবেশ কারিনী দুইটি এবং শুক্র প্রবেশ কারিনী একটি, ইহারা ক্রমে শ্রোক্ত পথের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

সন্ধি কথন।

১৮। এই প্রাণীদেহে দুইশত দশটি সন্ধি অবস্থিতি করে তন্মধ্যে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এবং ত্বক এই সাতটি শাখাতে ছয়ষট্টিটি ও কোষ্ঠে ঊনষাইটটি, এবং গ্রীবার চতুষ্পার্শ্বে তিরাশিটি সাকল্যে দুইশত দশটি সন্ধি নির্দ্দিষ্ট আছে উক্ত সন্ধি সকলের মধ্যে যে সকল স্থানে জীবন অধিষ্ঠান করে ও যাহা ধ্বংশ হইলে জীবন নাশ হইয়া যায় চিকিৎসোত্তম মাহাত্মা ধন্বন্তরি তাহাকে মর্ম্ম বলিয়া কহেন সেই মর্ম্ম স্থান গুলিন আমি বিশেষ করিয়া কহিতেছি।

সন্ধিমর্ম্ম।

১৯। উক্ত সন্ধি মর্ম্ম মধ্যে শির ও গ্রীবা উভয়ের মধ্যস্থলে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে সন্ধি দুইটী অবস্থিতি করে, মুনিগণ এই সন্ধি দুইটিকে কৃকাটিকা মর্ম্ম কহেন। উক্ত কৃকাটীকা অস্ত্রের দ্বারায় বিদ্ধ হইলে শিরঃ কম্পন হইয়া থাকে। তদপর পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ কোটির বহির্ভাগের প্রান্তদেশে দুই দুই অঙ্গুলী পরিমাণে সন্ধি দুইটি অবস্থিতি করে, মুনিগণ ইহাকে কুকুন্দর মর্ম্ম কহেন। ইহা বিদ্ধ হইলে অধোকায়ার কার্য্যকারিত্ব শক্তির নাশ এবং স্পর্শ জ্ঞানতার হানি হইয়া থাকে। অনন্তর জঙ্ঘা ও পদ উভয়ের সন্ধি স্থানে দুই দুই অঙ্গুলী পরিমাণে সন্ধি

দুইটি উভয় পদে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই সন্ধি দুইটীকে গুলফ মর্ম্ম কহেন। এই গুলফ মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে উভয় পদে বেদনা হইয়া থাকে সেইরূপ জঙ্ঘা এবং উরু উভয়ের সহযোগস্থানে তিন অঙ্গুলী পরিমাণে সন্ধি দুইটী উভয় পদে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই সন্ধি দুইটিকে জানুমর্ম্ম কহেন। উক্ত জানুমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে জীবিত থাকিলেও খঞ্জতা হইয়া থাকে। তদ্রূপ বাহু এবং কর পল্লবের মধ্যে সন্ধিস্থলে তিন অঙ্গুলী পরিমাণে উভয় করে সন্ধি দুইটী অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই সন্ধি দুইটিকে কুর্পর মর্ম্ম কহেন। ইহাতে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে কুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনন্তর অপাঙ্গ মর্ম্মের উর্দ্ধদেশে ভ্রুদ্বয়ের নিম্নভাগে দুই অঙ্গুলী পরিমাণে একটী করিয়া সন্ধি দুইটী উভয় স্থানে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই সন্ধি দুইটিকে আবর্ত্ত মর্ম্ম কহেন। ইহা বিদ্ধ হইলে অন্ধ হইয়া থাকে অনন্তর মস্তক ও কপাল উভয় স্থানে মিলিত উনত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণে সন্ধি পাঁচটি খুলীর চতুষ্পার্শ্বে উর্দ্ধ ও তীর্য্যক ভাবে অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই সন্ধি পাঁচটিকে সীমন্ত মর্ম্ম কহেন। ইহা বিদ্ধ হইলে ভ্রম উন্মাদ এবং চিত্ত ধ্বংশ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। তদনন্তর মস্তকের মধ্যস্থানে দুই অঙ্গুলী পরিমাণে শিরা সমুহের সন্ধি সমাগম স্থানে রোমাবর্ত্তে সন্ধি একটি অবস্থিতি করে। মুনিগণ এই সন্ধিটিকে অধীপ মর্ম্ম কহেন ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যই প্রাণ ত্যাগ হইয়া থাকে। অতঃপর বাহু ও করপল্লবের সন্ধিস্থানে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে সন্ধি দুইটি উভয় হস্তে অবস্থিতি করে মুনিগণ এই সন্ধি দুইটিকে মনিবন্ধ মর্ম্ম কহিয়া থাকেন ইহা বিদ্ধ হইলে হস্তের ক্রিয়া লোপ হইয়া থাকে। এইরূপে জরায়ু মধ্যে যাবদীয় পদার্থ কর্ত্তৃক আকৃতি গঠিত হইয়া মাতার আহারীয় জাত রসের দ্বারা পুষ্টি লাভ করতঃ ভূমিষ্ট কাল প্রতিক্ষা করিয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীবাত্মার গর্ভ সঞ্চার বিষয়ক কথা যুক্তি অনুসারে মুনিগণ যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি তাহাই বলিতেছি। অরণ্য মধ্যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইয়া হটাৎ যে প্রকার দাবাগ্নি উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বজন্মের স্বকর্ম্মকৃত ক্লেশোদয়ের সময় উপস্থিত হইলে বিশুদ্ধ শুক্র-শোণিত আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিলে সেইরূপ গর্ভ উৎপন্ন হয়। সূর্য্য-কান্ত মণিতে অর্ক তেজ পতিত হইলে অগ্নিসংলগ্ন হওয়া দৃষ্ট না হইলেও মণিনিম্নস্থ তৃণকাষ্ঠাদি যেরূপ দগ্ধ হওয়া দৃষ্ট হয়, জীবাত্মার গর্ভাশয়ে সঞ্চার দৃষ্ট না হইলেও শুক্র শোণিতের স্রাব বন্ধ হইলে গর্ভোৎপন্ন হওয়া বলিয়া সেই রূপ অনুভব করা যায়।

সদ্য গর্ভিনীর লক্ষণ।

২১। এইরূপে গর্ভসঞ্চার হইলে, উৎপন্ন গর্ভা বুদ্ধিমতী স্ত্রীগণ গর্ভাশয়ে জীবাত্মার সঞ্চার উপলব্ধি ব্যতিরেকেও চিহ্নদ্বারা আত্ম শরীর বিবেচনা পূর্ব্বক গর্ভধারণ হইয়াছে বলিয়া সদ্যই জানিতে পারে। যে হেতু তাহাদিগের অপত্য পথে বীজরূপ শুক্র সংগৃহীত হইলে আহার ব্যতীতও পরিতোষ আহারের ন্যায় তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, উরু প্রভৃতি অঙ্গ সকলের গুরুতা হইয়া থাকে, এবং অপত্য পথ অল্পমাত্র স্ফীত ও শুক্র শোণিত স্রাবের প্রতিবন্ধকতা হয়। এবং হৃদয়ের স্পন্দন ও সর্ব্বদা তন্দ্রা অর্থাৎ ঝিমনি হইয়া থাকে, বিশেষতঃ তৃষ্ণা ও শরীরে গ্লানি এবং রোম হর্ষ প্রভৃতি লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ হইয়া থাকে কিন্তু শুক্রশোণিত বিশুদ্ধ না হইলে এরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয় না অর্থাৎ গর্ভোৎপত্তি হয় না।

বিশুদ্ধ শুক্রশোণিতের লক্ষণ।

২২। উক্ত বিশুদ্ধ শুক্রশোণিত মধ্যে গর্ভোৎপত্তির কারণ রূপ যে শোণিত লাক্ষা রসের ন্যায় বা শশরক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং জলে প্রক্ষালন মাত্রে দাগ উঠিয়া যায় তাহাই বিশুদ্ধ। এবং শুক্রও (গ) শুক্ল-বর্ণ, জলে নিক্ষিপ্ত মাত্রে নিমগ্ন হয়, শীতল ও মধুর রস বিশিষ্ট বহু পরিমিত গাঢ় এবং ঘৃত কিম্বা মধু অথবা তৈলের ন্যায় আভাযুক্ত হয়, তাহাকে বিশুদ্ধ কহে। উক্ত বিশুদ্ধ শুক্রশোণিত সংযুক্ত পুরুষ স্ত্রীর আরোগ শরীরে পরস্পরের সংযোগের পূর্ব্বে অর্থাৎ নিয়মিত দিবসে তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যদ্বারা মল মুত্রাদির আধার সকলের সংশুদ্ধ (বমন বিরেচন) এবং স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধানানুসারে গর্ভ সংস্কার করনান্তর পুনর্ব্বার মধুরাদি দ্রব্যদ্বারা পাক্ করা ঘৃত দুগ্ধ (পরমান্ন প্রভৃতি) পুরুষকে ভোজন এবং স্ত্রীকে তৈল মাস্কলাই দধি মৎস্যাদি পিত্তকর দ্রব্য সকল ভোজন করাইবে এই রূপ করিলে বিঘ্ন সম্ভব থাকিলেও তাহা নষ্ট হইয়া গর্ভোৎ-পত্তি হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জানা কর্ত্তব্য যে ঋতুকালে আরোগ শরীরে এরূপ বিশুদ্ধ শুক্রার্ত্তব ও সংশুদ্ধ শরীর ভিন্ন অন্যকালে সহবাস করিলে সেই সহবাসই গর্ভোৎপত্তির প্রতিকারণ হয় না অর্থাৎ বীজরূপ শুক্র গর্ভাশয়ে ধারণা হয় না। যে প্রকার দিবাবসানে পদ্মিনী সংকুচিতা হয়। সেইরূপ ঋতুকাল অতীত হইলে যোনিও সংকুচিতা হয়। তজ্জন্য সে যোনি বীজরূপ শুক্র আর গ্রহণ করে না।

ঋতুর লক্ষণ।

২৩। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে শরীর দৌর্ব্বল্য, বদন কমল প্রফুল্ল নিতম্ব ও স্তন যুগল ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া থাকে, এবং নয়নদ্বয় অলস ভাবা-

(গ) শুক্র ইহা আপন আপন হস্তের অর্দ্ধাঞ্জলী পরিমাণ উভয় দিকের কোণের নিম্নভাগে অবস্থিতি করে।

পন্ন ও গর্ভাশয়ের (ঘ) শিথিলতা হইয়া থাকে। এবং কাম বিহ্বলা হইয়া পুরুষের সহিত সতত সহবাস ইচ্ছা করিয়া থাকে উক্ত ঋতুকালে রমণীগণের স্বভাবের নিয়মানুসারে জরায়ু মধ্যে একমাসে যে রক্ত সঞ্চিত হয় (ঙ) তাহা পুনর্ব্বার ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও বিগন্ধি হইয়া অপান বায়ু কর্ত্তৃক দুইটি ধমনী দ্বারা যোনিমুখে আনীত হইয়া স্রাব হইলে মুনিগণ তাহাকে ঋতু বলিয়া থাকেন স্ত্রীগণের উক্ত ঋতুরক্ত দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম হইতে আরম্ভ হইয়া রসের আধিক্যাদি হেতু মাসে মাসে তিন দিবস করিয়া স্রাব হয়। ও শরীরে জীর্ণতাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চাশৎ বৎসরের পর ক্ষয় (চ) হইয়া যায়। রজদর্শনের কাল হইতে দ্বাদশ দিবস মধ্যে পূর্ব্ব তিন দিবস ও একাদশ দিবস অব্যবহার্য্য থাকে। (ছ) তদ্ভিন্ন নিয়মিত দিবসে সহবাস করিলে যুগ্ম দিবসে পুত্র অন্য দিবসে কন্যা উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(ঘ) গর্ভাশয়। পিত্তাশয় এবং পক্কাশয়ের অন্তরে সন্তান উৎপত্তি হইবার যে স্থান থাকে তাহাকে জরায়ু কহে। এটি গর্ভস্থ কন্যার পঞ্চমাসে সূত্র হইয়া ষষ্ঠমাসে সম্পূর্ণরূপে অবয়ব ধারণ করে।

(ঙ) সঞ্চিত রক্ত। রজ রক্ত যাহা জরায়ুতে সঞ্চিত থাকে তাহা আপনাপন হস্তের চারি ৪ অঙ্গুলি পরিমিত।

(চ) ক্ষয়। পঞ্চাশত্ বৎসরের পর ঋতু রক্ত স্বভাবের নিয়মানুসারে এক কালীন নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন রমণীর শরীরস্থ রসের ক্ষীনতাদি জন্য ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসরে আরম্ভ এবং পঁয়তাল্লিশ বা ছয়চল্লিশ বৎসরে ক্ষয় হইয়া থাকে।

(ছ) অব্যবহার্য্য। চতুর্থ দিবস অপান বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভাশয়ের কার্য্য করে তজ্জন্য বীজ ধারণা হয় না, বা হইলেও সে বীজে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান বিকৃতাকার প্রভৃতি হয়, তাহা পরে বলিব।

উৎপত্তির কারণ।

২৪। সংযোগ কালীন স্ত্রীলোকদিগের পদ্মাধারের (জ) বীজরস সংযুক্তে বিশুদ্ধ শোণিতে, বিশুদ্ধ শুক্রসংযোগ হইয়া উক্ত শুক্রশোণিত এই উভয় বীজের অনুবন্ধ সূক্ষ্ম যাহা ভূত সকলের পঞ্চতন্মাত্রের গুণ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ প্রভৃতির গুণ সকল গর্ভোৎপত্তির প্রতিকারণ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অত্রিনন্দন নিজ মতে চরকে বলেন যে আকাশের একমাত্র শগুণের সম্বন্ধ। অতএব আকাশ, গর্ভোৎপত্তির প্রতিকারণ হয় (ঝ) না: তদ্ভিন্ন অপর চারিটি অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি. জল পৃথিবী, তন্মধ্যে বায়ুতে শব্দ স্পর্শ, উভয়ে সম্বন্ধ। অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ রূপের সম্বন্ধ, জলেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রসের সম্বন্ধ, পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ, রস এবং গন্ধের সম্বন্ধ থাকা হেতু ইহারাই গর্ভোৎপত্তির প্রতিকারণ হইয়া থাকে।

বৃদ্ধির লক্ষণ।

২৫। চরকমণি বলেন বীজরূপ শুক্রশোণিতে যে সূক্ষ্ম মহাভূত থাকে জীবাত্মার সহিত পূর্ব্ব জন্মের অনুবন্ধরূপে, যে সূক্ষ্ম মহাভূত থাকে এবং মাতার আহার জাত রসে, যে সূক্ষ্ম মহাভূত অবস্থান করে

(জ) পদ্মাধার। গ্রন্থান্তরে বলে গর্ভাশয়ের বহির্ভাগে দুই পার্শ্বে পদ্মের ন্যায় আকার বিশিষ্ট যে দুইটি আধার থাকে উক্ত আধারের মধ্য স্থলস্থিত বীজের ন্যায় পদার্থ গুলি স্ফুটান হইয়া রস নির্গত হইলে উক্ত রসানুবন্ধ বিশুদ্ধ শোনিতে শুক্র মুক্ত হইয়া সন্তান উৎপত্তি হয় এবং উক্ত রস হইতেই ঋতুর কারণ হইয়া থাকে।

(ঝ) কারণ হয় না। চরকমতেতু পৃথিব্যাপ্তেজো বায়ুনাং চতুর্ণামেব গ্রহণং নতুসাকাশানাং পঞ্চানাং।

সেই সূক্ষ্ম মহাভূত সকলের দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (এ)

প্রথম মাসের লক্ষণ।

২৬। প্রথম মাসে জরায়ু মধ্যে উক্ত বীজরূপ শুক্রশোণিত মিশ্রিত হইয়া সাতদিবস পর একটি নাসিকার আকার ধারণ করে সে আকারটিকে মুনিগণ "কলল" বলিয়া থাকেন, কললের পূর্ব্ব সাতদিবস গর্ভ অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে।

আকৃতি ধারণ।

২৭। শুক্রশোণিতের ন্যূনাধিক্য হেতু উক্ত কলল হইতে দ্বিতীয় মাসে কাহার ঘন কাহার বা মাংস খণ্ড হয়, এবং কোন কোন গর্ভিনীর আবের ন্যায় আকার হইয়া থাকে। এই আকার ত্রয় হইতে অর্থাৎ ঘনাকার হইতে পুরুষ বীজরূপ শুক্রের আধিক্য হেতু পুরুষ, খণ্ডাকার হইতে স্ত্রী বীজরূপ শোণিতের আধিক্য হেতু স্ত্রী, এবং আবের আকার হইতে পুরুষ-স্ত্রী উভয় বীজরূপ শুক্রশোণিতের সমতা হেতু ক্লীব সন্তান জন্মিয়া থাকে। সেই ক্লীব আবার স্ত্রীপুরুষ উভয় চিহ্নে দুই প্রকার হইয়া থাকে, এই উভয় চিহ্ন যুক্তিকৃত। স্ত্রীপুরুষের কেবল ন্যূনাধিক্য অনুরক্ত সংঘটনা মাত্র। উক্ত শুক্রশোণিত গর্ভস্থ বিকৃত বায়ুর দ্বারা যত ভাগ হয় ভাগানুসারে তত বহু সন্তান জন্মিয়া থাকে। আরও গর্ভস্থ বাতাদি দোষ বিকৃত হইলে মনুষ্য গর্ভে সর্প প্রভৃতি বিকৃতাকার এবং ভগ্ন হস্ত পঙ্গু, নত নাসা, অন্ধাদি নানা রূপবিশিষ্ট সন্তান জন্মিয়া থাকে এইরূপ পশু প্রভৃতি জাতিতেও জানিবে। কেননা যেরূপ কারণ কার্য্যও

(এ) বীজ। শুক্রশোণিতকে। সূক্ষ্ম মহাভূত কারণ স্বরূপ ভূতগণকে মহাভূত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশকে বুঝাইবে।

সেই রূপ (ট) উৎপন্ন হইয়া থাকে যে হেতু তাহার প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে গলান লৌহ ছাঁচে ঢালিলে ছাঁচানুসারে উক্ত লৌহ যে রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে. সেইরূপ আত্মাও যখন যে রূপ প্রাণীর গর্ভাশয় আশ্রয় করেন তখন সেইরূপ প্রাণীর প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মাসের লক্ষণ।

২৮। দ্বিতীয় মাসে গর্ভিণীর শরীরের দৌর্ব্বল্য. উদরের ভারত্ব এবং মূর্চ্ছা হইয়া থাকে. ও বমনের উদ্বেগ এবং অরুচি হইয়া থাকে. তদ্ব্যতীত হাঁই উঠে, মুখে জল উঠে, শরীরের অবসাদ জন্মে, এবং রোম সকল হর্ষযুক্ত হইয়া থাকে, অম্ল দ্রব্য ভোজন করিতে সতত ইচ্ছা জন্মে, স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ হইয়া উঠে এবং দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া থাকে, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও পদদ্বয়ে রসের সঞ্চার. ভুক্ত দ্রব্য অম্ল হইয়া পরিপাক এবং নানা প্রকার দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা জন্মে তাহাতে গর্ভের ব্যক্ত ভাব সম্পূর্ণ রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় মাসের লক্ষণ।

২৯। তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক পদদ্বয় এবং বাহুদ্বয় এই পঞ্চাঙ্গ-ব্যক্ত হইয়া অব্যক্ত মধ্য শরীরের সহ সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি মস্তকের প্রত্যঙ্গ সকল মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে এবং মধ্য শরীরের প্রত্যঙ্গ সকল রক্তাশয় প্রভৃতি আশয় আশ্রয় করত অবস্থান করিয়া থাকে। পয় নালা জলদ্বারা আলিবদ্ধ ভূমিকে যে প্রকার পোষণ করে, গর্ভস্থ সন্তানের নাভি হইতে এবং মাতার হৃদয়ে যে একটি নাড়ি নিবদ্ধ আছে উক্ত নাড়িদ্বারা

(ট) কারণা কারণানু বিধায়িত্বাৎ কার্য্যানাং তৎ স্বভাবতা, নানা জন্য কৃতিঃসত্ত্বো ধত্তেতো দ্রুত লৌহবৎ।

মাতার আহার জাত রস গর্ভস্থ সন্তানকে সেইরূপ পোষণ করিয়া থাকে। এবং মস্তক, দুইবাহু ও পদদ্বয় এই পঞ্চাঙ্গ উৎপত্তি কালিন সুখ দুঃখ জ্ঞানেরও উদ্ভব হইয়া থাকে।

চতুর্থ মাসের লক্ষণ।

৩০। চতুর্থ মাসে প্রাগুক্ত পঞ্চাঙ্গ (মস্তক, বাহুদ্বয় ও পদদ্বয়) সহ মধ্য শরীর ব্যক্ত হইয়া ছয় প্রকার অঙ্গদ্বারা গর্ব্ভস্থ সন্তানের সম্পূর্ণ অবয়ব গঠিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম মাসের লক্ষণ।

৩১। পঞ্চম মাসে আত্মাব চেতনার কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন হইয়া থাকে, যে হেতু সময় সময় গর্ব্ভস্থ সন্তানের মস্তক ও হস্তপদ স্পন্দন হইয়া থাকে। উক্ত স্পন্দনানুসারে বৈদ্য ও বুদ্ধিমতী গর্ভিনী মস্তক, বা হস্তপদ নড়িতেছে বলিয়া অনুভব করেন। উক্ত পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর রূপ সম্পূর্ণ গঠিত হওয়ার পর পুনর্ব্বার অপত্য পথে গর্ব্ভাশয় স্থিত সঞ্চিত রক্ত, স্রাব হইতে আরম্ভ হইলে উক্ত স্রাব জনিত স্পন্দন বিশিষ্ট গর্ভ বৃদ্ধি না হইয়া উদর মধ্যে অবস্থিতি করিলে, তাহাকে উপবিষ্টক বলে। এবং শোকের কারণ উপস্থিত হইলে, উপবাস করিলে, রূক্ষ দ্রব্যাদি সেবন করিলে এবং যোনিদ্বারে রক্ত স্রবাদি পীড়া উপস্থিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া যে গর্ব্ভ শুষ্ক হয় তাহাকে নাগোদর বলে। এই নাগোদরে বৃদ্ধি উদর হইয়াও পুনর্ব্বার ক্রমে ক্ষীণ হইয়া থাকে। এবং উক্ত গর্ভ দীর্ঘকালে স্ফূর্ত্তি (স্পন্দন) হইয়া থাকে। এবং লীনগর্ভে কিছুমাত্র স্পন্দন থাকে না অর্থাৎ একেবারেই স্পন্দন রহিত হইয়া যায় তাহাকে লীন কহে অতএব চিকিৎসক (ঠ) এই তিন প্রকার উপবিষ্টক

(ঠ) চিকিৎসক। যিনি চিকিৎসা বিষয়ে দক্ষ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন শীল দৃষ্ট কর্ম্মা এবং বিশুদ্ধ চরিত্র তিনি সম্পূর্ণ গুণ যুক্ত।

নাগোদর এবং লীণ) গর্ভে বিধি পূর্ব্বক পথ্যদ্বারা গর্ভিনীর চিকিৎসা করিবেন নতুবা গর্ভিনীর উর্দ্ধ বাত রোগ উপস্থিত হইয়া গর্ভকে বিনাশ করে এবং বিনষ্ট গর্ভও আবার গর্ভিণীকে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত কুপিত বায়ুদ্বারা রমণীগণের শোনিত অবরোধ হইয়া গর্ভ সদৃশ চিহ্ন উপস্থিত হইলে. উক্ত চিহ্নকে অনভিজ্ঞ লোকেরা গর্ভ বলিয়া থাকে, এই গর্ভ কটু উষ্ণাদি সেবন জন্য রক্ত স্রাব আরম্ভ হইলে সন্তান দেখিতে না পাইয়া ভূতে গর্ভ হরণ করিয়াছে বলিয়া মূঢ় লোকেরা কহিয়া থাকে। চরক মুণি বলেন ওজ ভোজী ভূত সকল (ড) মাতার শারীর পদার্থ বিশেষ ওজ নামক ধাতু আহার করিতে না পাইয়া গর্ভ হরণ করিয়া থাকে, ইহাতে গর্ভিনী জীবিত থাকিলেও এরূপ লক্ষণকে সাধারণ লোকেরা মূঢ়গর্ভ বলে, এই সমস্ত লক্ষণ চেতনার (পঞ্চম মাসের) পূর্ব্বে চিকিৎসক ভিন্ন সকলে বুঝিতে পারে না

ষষ্ঠ মাসের লক্ষণ।

৩২। জাল কূর্চ্চ এবং মর্ম্ম সহ স্নায়ু সমুদয় ও জাল, মর্ম্ম সহশিরা সমুহ এবং ধমনীও ধমনীমর্ম্ম স্রোতপথ, এবং রোম ও কেশ বলও বর্ণ তদ্ভিন্ন জাল জরাট, সিমন্ত এবং মর্ম্মসহ নখাদি অস্থি. এবং ত্বক ও সেবনি, এতদ্ব্যতীত জাল, পেসী সহ মাংস রজ্জু ও এই সকলের সন্ধি এবং সন্ধিমর্ম্ম প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া এই পদার্থ সমুহের দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের পূর্ণাবয়ব গঠিত হইয়া থাকে।

সপ্তম মাসের লক্ষণ।

৩৩। সপ্তম মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শারীর বস্তু প্রভৃতি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান সম্পূর্ণরূপে পুষ্টী হইয়া থাকে। উক্ত পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট গর্ভস্থ

(ড) ওজ ভোজী ভূত। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন জরা প্রভৃতি রাক্ষসিগণ অলক্ষিত ভাবে মাতার শরীর মধ্যে প্রবেশকরতঃ গর্ভ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

সন্তান কর্ত্তৃক দোষ ত্রয় (বায়ু, পিত্ত, কফ) উত্তেজিত হইয়া মাতার হৃদয় আশ্রয় করতঃ গর্ভিণীর গাত্র কুণ্ড এবং ভুক্ত বস্তুর অম্বলত্ব ও গুহ্যদেশে কতকগুলি ব্রণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অষ্টম মাসের লক্ষণ।

৩৪। অষ্টম মাসে মাতা পুত্রের জীবন অধিষ্ঠান রূপ শারীর বস্তুজাত ধাতু বিশেষ ওজ নামক বিশুদ্ধ রক্ত, মাতাপুত্র পরস্পরে ক্রমান্বয়ে বারংবার সঞ্চালিত হইয়া থাকে, যৎকালে মাতার ওজঃ পুত্রে এবং পুত্রের ওজ মাতায় গমন করে তৎকালে মাতা পুত্র উভয়েই বিষন্নাহৃষ্ট, এবং হৃষ্টা বিষন্ন হইয়া থাকে। এই কালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ওজর চাঞ্চল্য বসতঃ উক্ত সন্তানের মৃত্যু এবং প্রসূতি রমনীরও প্রাণশংসয় হইয়া থাকে। এই অষ্টম মাস প্রসবের অপ্রসস্থ কাল। নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসস্থ কাল, অষ্টম মাস গত হইলে বায়ুর বিকৃতাকার কাল, অতএব ঐ সময়ে পিচুকারি প্রয়োগ স্নেহ দ্রব্যের যোগ এবং বিধিপূর্ব্বক পথ্যের দ্বারা গর্ব্বিনীকে সুস্থ রাখিবে।

গর্ভ পরীক্ষা।

৩৫। যে গর্ভিনীর অগ্রে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার, উদরের দক্ষিণ কুক্ষি উন্নত ও গোলাকার হয় এবং যে গর্ভিনী দক্ষিণাঙ্গের দ্বারা অগ্রে কর্ম্ম সমুদয় আরব্ধ করে ও পুংলিঙ্গ বাচ্য(মটর প্রভৃতি)দ্রব্য সমুদয় ভোজনে অভিলাষ করে এবং পুংলিঙ্গ বাচ্য দ্রব্যের আলাপে সর্ব্বদা অনুরক্তা হয় ও পুংলিঙ্গ বাচক স্বপ্ন সকল দর্শন করে সে গর্ভিনী পুত্র প্রসব করে;

এবং যে গর্ব্বিনী ইহার বিপরীত লক্ষণ যুক্তা হয় ও পুরুষ সহবাসে ইচ্ছা করে সে কন্যা প্রসব করে; এবং যে গর্ভিনী উক্ত উভয়বিধ লক্ষণ যুক্তা হয় ও যাহার উদরের মধ্যস্থান উন্নত হয় এবং যে গর্ভিনী নৃত্য, মৃদঙ্গাদি বাদ্য ও তাল, লয় সংযুক্ত সুললিত স্বর বিশিষ্ট গীত শ্রবণে রতা, সে নপুংসক প্রসব করে। এবং যে গর্ভিনীর পার্শ্ব দ্বয় দ্রুনির (ছেউনির ন্যায় তুল্য রূপ উন্নত, তাহার যমজ সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

প্রসব লক্ষণ

৩৬। দুই এক দিবস মধ্যে যে প্রসব হইবে তাহার শরীরের গ্লানি, কুক্ষি ও অক্ষিদ্বয়ের শিথিলতা এবং নাভির অধোদেশ ভার হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অরুচি, ঘন ঘন মুত্রত্যাগ, উরু, কটি, পৃষ্ঠ, হৃদয়, বস্তি, এবং কুচকিতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার অপত্য পথে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বৃশ্চিকাদি দংশনবৎ এবং সূচ্যাদি হননবৎ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। বেগ ও প্রসব বেদনা সহ জলস্রাব, তদপরে অধিকতর রূপে গর্ভোদক স্রাব হইয়া থাকে।

ভূমিষ্ঠ বিবরণ।

৩৭। যে প্রকার ফল (আম্র প্রভৃতি) সুপক্ক হইলে, বোঁটা হইতে বিচ্ছেদ হইয়া আপনি পতিত হয় গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় উক্ত সন্তানের নাভি হইতে মাতার হৃদয়ে সংলগ্না নাড়ি মধ্যস্থ ফুল হইতে বিচ্ছেদ হইয়া ঘুরিয়া অধোমুখে উদর মধ্যে বস্তির উপর আসিয়া অবস্থান করিলে অপান বায়ুর সহযোগে সেইরূপ আপনিই ভূমিষ্ঠ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:—

পুত্রোৎপত্তির নিয়ম।

৩৮। গর্ভাশয়াদির বিশুদ্ধাবস্থায় পূর্ণ ষোলবৎসর বয়ক্রমা স্ত্রীর, সম্পূর্ণ ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম পুরুষের সহিত সহবাস হইলে, বীর্য্যবন্ত রোগাদি বিবর্জ্জিত অনল্প পরমায়ু যুক্ত সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা অর্থাৎ অবিশুদ্ধাবস্থায় অসম্পূর্ণ বয়ক্রমা স্ত্রীর, ত্রিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষের সহিত সহযোগ হইলে, রোগাদি যুক্ত, অত্যল্প পরমায়ু বিশিষ্ট; সৌভাগ্য রহিত কুপুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। অথবা সহযোগ মাত্র স্রাব অর্থাৎ পুত্রোৎপন্ন হয় না। এতদ্ব্যতীত কালক্রমে স্ত্রী পুরুষের সহযোগে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যাহাদের অঙ্গ সকলের সমান গঠন, বর্ণ ও রোম স্বাভাবিক, ও যাহারা স্বীয় স্বীয় হস্তের সার্দ্ধ ত্রিহস্ত শরীর হয়; তাহারাই স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। অস্বাভাবিক হইলে অর্থাৎ অতিহ্রস্ব বা দীর্ঘ কিম্বা অতিস্থূল বা কৃশ, অথবা অতি কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ এবং অলোমশ বা অতি লোমশ এই অষ্ট প্রকার নিন্দিত বিষয় যুক্ত পুত্র সকল আরোগ্যতাদির আধার স্বরূপ হইতে পারে না, অথচ অল্প পরমায়ু বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

———

গর্ভ নষ্টের বিবরণ।

৩৯। শাভট মুনি বলেন, যে স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় পুরুষের সহিত অতিশয় আশক্ত হয় বা শ্রমজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কিম্বা সর্ব্বদা অতিরিক্ত ভার বহন করে, সে পুত্র আশা পরিত্যাগ করে। সেইরূপ যে স্ত্রীলোক মোটা বস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বদা গাত্র আবরণ করিয়া থাকে, বা আমোদ

প্রিয় হইয়া রাত্রি জাগরণ করে, কিম্বা দিবা নিদ্রায় কালাতিপাত করে, সে পুত্র আশা বিসর্জ্জন করে। এবং যে স্ত্রীলোক সতত কঠিন আশনে উপবেসন করে বা নিয়ত কৌটিল্যভাবে অবস্থান করে, কিম্বা শোকেতে অত্যন্ত অভিভূত হয়, সে গর্ভাশা পরিত্যাগ করে। ও যে স্ত্রীলোক ক্রোধ হইলে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অসমর্থ, বা ভয়েতে সর্ব্বদা ভীত কিম্বা চিন্তায় আকুলিত থাকে; সে সন্তানআশা পরিত্যাগ করে। যে স্ত্রীলোক মল মুত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে ধারণ করে, বা অভিলষিত দ্রব্য ভোজনে বঞ্চিতা হয় কিম্বা অতিশয় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, গুরু এবং বিষ্টম্ভি দ্রব্য ভোজন ও উপবাস করে সে পুত্রঘাতি হয়। যে হেতু প্রথম হইতে অষ্টম মাস পর্য্যন্ত এই সকল আচার এবং ব্যবহার করিলে গর্ভ অপক্ক অবস্থায় স্রাব, শুষ্ক, অথবা গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত রক্ত বস্ত্র পরিধান, শুন্য কুপ দর্শন, মদ্যমাংস ভোজন ও চিৎ হইয়া শয়ন, ইহা ভিন্নও নারীগণ যাহা কিছু নিষেধ করিয়া থাকে, তাহা এবং রক্ত নির্গত, পিচুকারি প্রয়োগ ও বমন বিরেচন করিলেও গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমতী গর্ভিণী এরূপ আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে।

অন্ধাদির বিবরণ।

৪০। মাতা গর্ভাবস্থায় কটু, তিক্ত, কষায় এই বায়ুজনক দ্রব্য আহার ও হস্তী, অশ্ব যানাদিতে আরোহণ, এবং বেগাদি নিগ্রহ এই বায়ু-জনক বিষয় গুলি ব্যবহার করিলে গর্ভস্থ সন্তান বক্র, চক্ষুহীন, জড় বা খর্ব্বাবয়ব বিশিষ্ট হইয়া থাকে,। লবণ, অম্ল, কটু, এই পিত্ত জনক দ্রব্য আহার ও তদনুরূপ গুণ বিশিষ্ট ধুম, কুয়াসাদি সেবন, এবং রৌদ্রাদির তাপ গ্রহণ এই পিত্ত জনক বিষয় গুলি ব্যবহার করিলে গর্ভস্থ সন্তান ইন্দ্র লুপ্ত (টাকপড়) ব্যধিযুক্ত কিম্বা শরীরস্থ বর্ণ সকল কটা হইয়া থাকে।

সেইরূপ মধুর, অম্ল' লবণ, 'এই কফজনক দ্রব্য আহার ও তদনুরূপ গুণ-যুক্ত কুয়াসা ও পূর্ব্বদিগাগত বায়ু আদি সেবন এবং বৃষ্টি ধারাদি ধারণ, এই কফজনক বিষয়গুলি ব্যবহার করিলে গর্ভস্থ সন্তান শিত্র রোগযুক্ত অথবা পাণ্ডুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি।

৪১। এই দেহস্থিত মুখ বিবর, নাসারন্ধ্র, রোমকূপ, কর্ণকুহর ও শব্দ এবং ছিদ্র সকলের পরিমাণ, আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। সেইরূপ স্পর্শ, ত্বক এবং উচ্ছ্বাস (শ্বাস প্রশ্বাস) এই তিনটি বায়ু হইতে উৎপন্ন হয় তদ্রূপ অগ্নি হইতে চক্ষু, রূপ এবং অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেইরূপ জল হইতে রস, ক্লেদ এবং জিহ্বা উৎপন্ন হয়। তদনুরূপ পৃথিবী হইতে নাসিকা, গন্ধ এবং অস্থি উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত মেদ, বসা, হৃদয়, নাভি, যকৃত, প্লীহা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রক্ত, মাংস, মজ্জা, গুহ্য প্রভৃতি ও অন্যান্য মৃদু পদার্থ যাহা কিছু আছে তাহা সমুদয় মাতার শোণিতগত ভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং শুক্র, ধমনী, অস্থি, কেশ, নখ, দন্ত, রোম, প্রভৃতি ও অন্যান্য দৃঢ় পদার্থ যাহা কিছু আছে তাহা সমুদয় পিতার শুক্রগত ভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জীবাত্মা হইতে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকল এবং নানাবিধ জাতীতে জন্ম হইয়া থাকে। এবং গর্ভস্থ সন্তানের স্বভাব হইতে আয়ু, আরোগ্য, আলস্য, ও শক্তি উৎ-পন্ন হইয়া থাকে। ও মাতার ভুক্ত বস্তুজাত রস হইতে উদর মধ্যে দেহ জীবিকোপায়, বুদ্ধি ও স্থিরতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং মন হইতে সত্ব রজ, তম, এই তিন প্রকার গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থকে। ইহা পরে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে।

প্রকৃতি উৎপত্তির কারণ।

৪২। শুক্রে, রজ রক্তে, শরীরে, ভুক্ত দ্রব্যে, ব্যায়ামে ও গর্ভাশয়ে এবং ঋতুকালে বায়ু পিত্ত কফ এই দোষত্রয় অবস্থান করে। উক্ত দোষত্রয়ের আধিক্যানুসারে বায়ু জন্য, পিত্তজন্য, এবং কফ জন্য এই পৃথক প্রকৃতি তিন প্রকার ও মিশ্রিত অর্থাৎ বাত পিত্ত জন্য, বাতশ্লেষ্মা জন্য এবং পিত্ত-শ্লেষ্মা জন্য এই দ্বন্দ্ব প্রকৃতি তিন প্রকার ও বায়ু পিত্ত কফ এই দোষত্রয়ের সংযোগ হইয়া সন্নিপাত প্রকৃতি একপ্রকার, সাকল্যে এই সপ্ত প্রকার প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আশু কারিত্ব, সর্ব্বাপেক্ষা বলবান এবং শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করে ও পিত্ত-শ্লেষ্মা এই উভয়বিধ দোষকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া প্রকোপীত করায় এবং স্বাধীন রূপে আপন কার্য্য আপনই করে এবং বহুবিধ রোগাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে, তজ্জন্য বায়ু দূষিত মনুষ্যগণ প্রায়ই দোষ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বাত প্রকৃতির লক্ষণ।

৪৩। উক্ত হেতু বাত প্রকৃতি ব্যক্তির গাত্র ও কেশ ধূসরবর্ণ, হস্ত ও পদদ্বয় ফাটা হইয়া থাকে। এবং সে শীত ভীত, ও তাহার মন, স্মরণ-শক্তি, বুদ্ধি এবং কার্য্য সমুদয় চঞ্চল, এবং অল্পবিত্ত অল্প কফ, অল্প আয়ু, অল্প নিদ্রা স্বরের ক্ষীণতা ও ছিন্নতা হইয়া থাকে, ও সে নাস্তিক হইয়া থাকে। ও ক্রীড়াদি বিষয়ে সতত রত, এবং সঙ্গীত, হাস্য, মৃগয়া ও পাপকর্ম্মে অতিশয় অনুরক্ত এবং ক্ষীণ ও দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। এবং কফজনক এই মধুর, অম্ল, লবণ রসপানে এবং উষ্ণদ্রব্য ভোজনে অভি-লাষ করিয়া থাকে ও চলিয়া যাইবার সময় তাহার পায়ের গ্রন্থি সকলের শব্দ হইয়া থাকে, এবং সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বা জিতেন্দ্রিয় হয় না ও ভৃত্যাদির প্রতি সদ্ব্যবহার করে না, উক্ত হেতু সেবা জন্য সুখলাভে সমর্থ হইতে

পারে না। রমণীগণের প্রিয় হয় না এবং বহু পুত্র বিশিষ্ট হয় না এবং তাহার নয়নদ্বয় কঠিণ, ধূসরবর্ণ, বর্ত্তুলাকার ও জীবনশূন্য ব্যক্তির চক্ষু সদৃশ এবং প্রশুপ্তি অবস্থায় চক্ষু উন্মিলিত হইয়া থাকে। ও সে নিদ্রাবস্থায় (স্বপ্নে) পর্ব্বোতোপরি, বৃক্ষোপরি এবং শূন্যপথে গমন করিয়া থাকে। এই বাত প্রকৃতিব্যক্তি যশস্বী হইতে পারে না ও পরের শুভ দেখিয়া কাতর হইয়া থাকে এবং ক্রোধের বিষয় না হইলেও ক্রোধ করিয়া উঠে ও সে চোর হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন তাহার পায়ের গুলফদ্বয়, উদ্ধর্দিকে টানিয়া থাকে। এবং শৃগাল, উষ্ট্র, গৃধিনী, ইন্দুর, কাক ও উল্লুক প্রভৃতির ন্যায় স্বভাব হইয়া থাকে যে হেতু ইহারাও বাত প্রকৃতি।

বায়ুর বিবরণ।

৪৪। পক্কাশয়ে, কটিদেশে, উরুদেশে কর্ণেতে, চক্ষুতে এবং ত্বকেতে বায়ু সমুদয় অবস্থান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে পক্কাশয়েই বায়ু বিশেষ রূপে অবস্থান করিয়া থাকে, স্বভাবতঃ ইহাদের গুণ রুক্ষ, লঘু, শীতল, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, অতিশয় চপল এবং ইহাদের আধিক্যজন্য বিষমাগ্নি ও ক্রুর, কোষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বায়ু সমুদয় স্বভাবে থাকিলে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তুল্যরূপে উর্দ্ধাধোশ্বাস-নিশ্বাস, পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এবং মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত করে ও রসাদি ধাতুগণকে সমান ভাবে রাখে এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা দ্বারা শরীরের হিত সাধণ করে। ও স্থান বিশেষে কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণ, উদান, ব্যান সমান এবং অপান নামে কথিত হইয়াছে।

পঞ্চবিধ বায়ুর লক্ষণ।

৪৫। উক্ত পঞ্চবিধ বায়ুর মধ্যে প্রথমতঃ প্রাণবায়ুটি মস্তকে গমণ করে, বক্ষঃস্থলে এবং কণ্ঠদেশে বিচরণ করে। বুদ্ধি, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, এবং মনের স্থিরতা সম্পাদন করে। এতদ্ব্যতীত থুতুফেলা, হাঁচি ও উদ্গারতুলা,

এবং শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি কার্য্য সমুদয় সম্পাদন করে ও অন্নাদি অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য সকল উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়। উদান বায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল, উক্ত বায়ু নাসিকা মধ্যে, নাভিস্থলে এবং গলদেশে, বিচরণ করে ও বাক্য, চেষ্টা, উৎসাহ, বল, বর্ণ, এবং স্মৃতি প্রভৃতি কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ব্যানবায়ুর স্থান হৃদয়;—উক্ত বায়ু সমস্ত শরীরে বিচরণ করে ও অতিবেগে গমন করে এবং নয়ন পক্ষ (পলক) তোলা, ফেলা ও ইহা ব্যতীতও অন্যান্য প্রায় সমুদয় কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সমান বায়ু জঠরাগ্নির সমীপে অবস্থান করে, ঊর্দ্ধ, অধো এবং তির্য্যক ভাবে কোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে ও আমাশয় মধ্যে ভুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করে এবং পাক কার্য্য সম্পন্ন করে ও ভাগ, ত্যাগ এবং ধারণ করে। অর্থাৎ মুত্রত্তপুরিষ ভাগান্তে পরিত্যাগ করে ও সার ভাগ ধারণ করিয়া থাকে। অপান বায়ু গুহ্য দেশে অবস্থিতি করে; শ্রোনিদেশে তলপেটে (বস্তিতে) মেঢ়ে এবং উরুদ্বয়ে বিচরণ করে শুক্র ঋতুরক্ত মুত্র, বিষ্ঠা ওগর্ভস্থ সন্তান প্রভৃতিকে বহির্গত করিয়া থাকে।

বায়ু বৃদ্ধির লক্ষণ।

৪৬। বায়ু বৃদ্ধি হইলে শরীরের দৌর্ব্বল্য, সৌন্দর্য্যের হানি, উষ্ণদ্রব্যে ইচ্ছা এবং কম্প হইয়া থাকে, ও কষ্টে মুত্র নির্গত হইতে থাকে, মলের শুষ্কতা জন্মে এবং বল, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যনাশ হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত বহু অনর্থক বাক্য, মস্তকের শুন্যতা এবং অনোৎসাহ হইয়া থাকে।

বায়ু ক্ষীণের লক্ষণ।

৪৭। বায়ু ক্ষীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে শরীরের অবসাদ, বাক্যের অল্পতা, শ্রমজনক কার্য্যে বিরতি, ভ্রম এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি হইয়া থাকে।

ক্লেশভীরু হইয়া থাকে এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর বিড়াল, যক্ষ এবং উল্লুকের ন্যায় তাহার স্বভাব হইয়া থাকে যে হেতু ইহারাও পিত্ত প্রকৃতি।

পিত্ত লক্ষণ।

৪৯। নাভিদেশে, আমাশয়ে, ঘর্ম্মে, লসিকাতে, রক্তেতে, রসেতে, চক্ষুতে এবং ত্বকেতে পিত্ত অবস্থান করিয়া থাকে, তন্মধ্যে নাভিদেশই পিত্ত বিশেষরূপে অবস্থান করে। ইহার স্বাভাবিক গুণ, স্নিগ্ধ, অবিলম্বে কার্য্য সম্পন্ন কারিত্ব, উষ্ণ, লঘু, দুর্গন্ধযুক্ত, অস্থিরত্ব এবং তরল হইয়া থাকে। উক্ত স্থানস্থিত পিত্ত ভুক্ত দ্রব্য সমস্তরূপে পাক করে, শরীরস্থ উষ্মা রক্ষা করে। এবং চক্ষুতে বলদান করত দর্শন শক্তির উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, অভ্যাস শক্তি, বুদ্ধি, স্মরণ, ত্বকের মসৃণতা এবং দৃঢ়তা দ্বারা শরীরের হিতসাধন করিয়া থাকে, এই পিত্ত, স্থানবিশেষে কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক এবং ভ্রাজক নামে কথিত হইয়াছে।

পঞ্চবিধ পিত্তের লক্ষণ।

৫০। উক্ত পঞ্চবিধ পিত্তের মধ্যে প্রথম পাচক পিত্তটি পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে অবস্থান করে, ইহা পঞ্চভূতাত্মক হইলেও অগ্নি গুণের আধিক্য হেতু পাকাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এবং অন্নের সারভাগ মলভাগ, এবং জলভাগকে, পৃথক করে ও রঞ্জকাদি চতুর্ব্বিধ পিত্তের বলদান করত উপকার সাধন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় রঞ্জক পিত্তটি আমাশয় মধ্যে অবস্থান করে, ও রসের রংকরে অর্থাৎ রসকে লালবর্ণ করিয়া রক্তে পরিণত করিয়া থাকে। তৃতীয় সাধক পিত্ত হৃদয়ে

অবস্থান করে ও বুদ্ধি, মেধা, স্মরণশক্তি অভিমান, অহঙ্কার, এবং ঈর্ষা প্রভৃতি দ্বারা অভিপ্রায় মত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। চতুর্থ আলোচক পিত্তটি চক্ষুতে অবস্থান করে ও কৃষ্ণ গৌর, লোহিত এবং পীত প্রভৃতি রূপ (বর্ণ) সকল বিবেচনা দ্বারা স্থিরতর করিয়া থাকে। পঞ্চম ভ্রাজক পিত্তটি ত্বকেতে অবস্থান করে ও ত্বকের দীপ্তি (প্রভা) সম্পাদন করিয়া থাকে।

পিত্ত বৃদ্ধির লক্ষণ।

৫১। পিত্তবৃদ্ধি হইলে মল, মূত্র, চক্ষু এবং ত্বকের হরিদ্রাবর্ণ হয়। ও অত্যন্ত ক্ষুধা, পিপাসা, শরীরের জ্বালা এবং অল্প নিদ্রা হইয়া থাকে।

পিত্ত ক্ষীণের লক্ষণ।

৫২। উক্ত পিত্ত, ক্ষীণ হইলে, উদরাগ্নির মান্দ্য শরীরের উত্তাপ এবং দীপ্তির (প্রভা) হ্রাস হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা প্রকৃতির লক্ষণ।

৫৩। শ্লেষ্মা জলের স্বরূপ; শ্লেষ্মা প্রকৃতি মনুষ্য শান্তমূর্ত্তি হইয়া থাকে। তাহার সন্ধি এবং অস্থি সকল গূঢ়, মাংস অরুক্ষ, ও নিবিড় হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে বা কোনও প্রকার মানসিক দুঃখেতে, অথবা শরীর সম্বন্ধীয় কোন ক্লেশেতে পীড়িত হয় না ও বুদ্ধিমান, সত্ত্ব গুণাবলম্বি এবং সত্য প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে এবং তাহার গাত্রের বর্ণ প্রিয়ঙ্গু পুষ্প, দূর্ব্বা, স্বকাণ্ড শাণিত অস্ত্র, গোরোচনা, পদ্মপুষ্প, অথবা সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে। এবং তাহার বাহুযুগল দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, মাংস জড়িত, কপাল বিস্তৃত, কেশ ঘন, ও নীলবর্ণ হইয়া থাকে। তাহার অঙ্গ সকল (কর, চরণাদি) সরল, অঙ্গুল্যাদি সমান, এবং সুন্দররূপ

সুগঠিত হইয়া থাকে। এবং তাহার শুক্র, রমন শক্তি, রসধাতু, শুক্র, পুত্র, এবং ভৃত্য অধিক হইয়া থাকে। সে ধর্মজ্ঞানী এবং মিষ্টভাষী হইয়া থাকে। তাহার বৈরিতা ভাব গুপ্তরূপে চিরদিন থাকে, এবং সে মদমত্ত করীর ন্যায় গমন করে ও জলধি, মৃদঙ্গ, এবং মৃগেন্দ্র ধ্বনির ন্যায় তাহার শব্দ হইয়া থাকে এবং সে স্মৃতিমান, উদ্যোগশীল, ও নম্রশীল হইয়া থাকে। বাল্যকালেও ক্রন্দন করে না; বিশেষতঃ বাল্য, যৌবন, কোন কালেও শারীরিক কষ্টেও ক্রন্দন করে না। এবং বিষয়েতে বাসনা হইলেও তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য হয় না; এবং সে তিক্ত, কষায় এবং কটুরসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা করে। সেই রূপ উষ্ণ এবং রুক্ষ দ্রব্য ভোজনে অভিলাষ করিয়া থাকে এবং অল্প পরিমিত ভোজন করে তথাপি বলবান হইয়া থাকে; তাহার চক্ষুদ্বয় শীতল, দীর্ঘাকার, বড়, শেষকোনে রক্ত বর্ণ-শ্বেতাংশ, কৃষ্ণাংশ উত্তম রূপে সুব্যক্ত এবং নয়ন পক্ষ (ভোমা) ঘন হইয়া থাকে, সে অল্প বাক্য কহে। পান, ভোজন, ক্রোধ এবং কার্য্য সমুদয় অল্প করিয়া থাকে, এবং পরিণামদর্শি, দাতা, ভক্তিমান, গম্ভীর, ঐশ্বর্য্যশালী, ও দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে, ও সে ব্যক্তি উদার স্বভাব বিশিষ্ট, ক্ষমাবান, এবং ভৃত্যবর্গে সেবিত হইয়া থাকে ও সে নিদ্রা যাইতে ভাল-বাসে, ও দীর্ঘ সূত্রী হইয়া থাকে, সে প্রত্যুপকার পর, সরল স্বভাব বিশিষ্ট, প্রাজ্ঞ, সৌভাগ্যযুক্ত, লজ্জাবান, এবং গুরুজনের ভক্ত হইয়া থাকে, তাহার সৌহৃদ্য সম্বন্ধ স্থির ভাবে চিরকাল থাকে, ও সে ব্যক্তি স্বপ্নে, পদ্মপুষ্পে শোভিত ও জলপক্ষী যুক্ত জলাশয় এবং মেঘ মণ্ডল সকল দর্শন করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, গরুড়, হংস, হস্তী, সিংহ, ঘোটক, গো এবং বৃষ প্রভৃতির সদৃশ স্বভাব বিশিষ্ট, হইয়া থাকে, যে হেতু ইহারাও শ্লেষ্মা প্রকৃতি।

শ্লেষ্মার লক্ষণ।

৫৪। হৃদয়েতে, কণ্ঠেতে, শিরেতে, ক্লোমেতে, অঙ্গুল্যাদি সর্ব্ব সন্ধিতে আমাশয়েতে, রসেতে মেদেতে, নাসিকাতে, এবং জিহ্বাতে, শ্লেষ্মা

অবস্থান করিয়া থাকে, তন্মধ্যে হৃদয়েতেই শ্লেষ্মা বিশেষ রূপে অবস্থান করে। ইহার স্বাভাবিক গুণ, স্নিগ্ধ, শীতল, ভার, বিলম্বে কার্য্য কারিত্ব নরম, পিচ্ছিল, এবং স্থির, এতদ্ব্যতীত উক্ত স্বভাব স্থিত শ্লেষ্মা সন্ধি সকলকে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং শরীরস্থ মাংস, মেদাদির পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে ও স্থান বিশেষে, কার্য্য সম্পন্ন করে বলিয়া, অবলম্বক, ক্লেদন, বোধন, তর্পক এবং শ্লেষক নামে কথিত হইয়াছে।

পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার লক্ষণ।

৫৫। উক্ত পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার মধ্যে প্রথম অবলম্বক-শ্লেষ্মাটি বক্ষঃস্থলে অবস্থান করে, ও পৃষ্ঠদণ্ডের অস্থি সকলকে সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকে, এবং অন্নরস কর্ত্তৃক বলিষ্ঠ হইয়া স্বীয় শক্তিদানে, হৃদয়ের কার্য্য সকল সম্পাদন করে ও জলীয় কার্য্য দ্বারা অন্যান্য স্থানের শ্লেষ্মা সকলের, সাহায্য দান করিয়া থাকে। দ্বিতীয় ক্লেদন শ্লেষ্মাটি আমাশয় মধ্যে অবস্থান করে এবং ভুক্ত অন্নাদিকে (মধুর রসে) আর্দ্র করত পাক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তৃতীয় বোধন শ্লেষ্মাটি, জিহ্বায় অবস্থান করে, এবং মধুরাদি ষড়রসের বোধ করিয়া থাকে। চতুর্থ তর্পক শ্লেষ্মাটি মস্তকে অবস্থান করে। এবং ইন্দ্রিয়গণকে যথাসাধ্য বলদান করতঃ উপকার সাধন করিয়া থাকে। পঞ্চম শ্লেষক শ্লেষ্মাটি, সকল সন্ধিস্থানে অবস্থান করে, এবং দৃঢ়রূপে জড়াইয়া সন্ধির উপকার সাধন করিয়া থাকে।

শ্লেষ্মা বৃদ্ধির লক্ষণ।

৫৬। উক্ত শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে, অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। মুখ, নাসিকা দিয়া জল পড়ে এবং আলস্য হয়, ও অঙ্গের গুরুতা জন্মে,

এতদ্ব্যতীত ত্বকের শুক্লবর্ণ, অভ্যন্তরে শীতল বোধ, শরীরের শিথিলতা হয়। এবং শ্বাস কাশ, ও অতি নিদ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা ক্ষীণের লক্ষণ।

৫৭। শ্লেষ্ম ক্ষীণ হইলে, কফাশয় প্রভৃতি শ্লেষ্মা সকলের স্থান, শূন্যতা, বক্ষঃস্থলে বেদনা, এবং সন্ধি সকলের শিথিলতা হইয়া থাকে।

পিত্ত শ্লেষ্মা প্রকৃতি।

৫৮। পিত্ত এবং শ্লেষ্মা উভয়বিধ, প্রকৃতির লক্ষণ একত্রে মিলিত হইলে তাহাকে পিত্তশ্লেষ্ম প্রকৃতি বলিয়া থাকে।

বাত শ্লেষ্মা প্রকৃতি।

৫৯। বায়ু এবং শ্লেষ্মা উভয় বিধ প্রকৃতির লক্ষন একত্রে মিলিত হইলে তাহাকে বাতশ্লেষ্মা প্রকৃতি কহে।

বাত পিত্ত প্রকৃতির লক্ষণ।

৬০। বায়ু এবং পিত্ত উভয়বিধ, প্রকৃতির লক্ষণ একত্রে মিলিত হইলে তাহাকে বাতপিত্ত প্রকৃতি কহে।

সর্ব্ব দোষজ প্রকৃতির লক্ষণ

৬১। বায়ু, পিত্ত এবং কফ, এই ত্রিবিধ প্রকৃতির লক্ষণ একত্রে মিলিত হইলে তাহাকে সর্ব্বদোষজা প্রকৃতি অর্থাৎ সন্নিপাত কহে। এই সকল মধ্যে এবং সর্ব্বদোষজা প্রকৃতি নিন্দনীয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দোষ সকলের বৃদ্ধি ক্ষয়ের কারণ।

৬২। বায়ু, পিত্ত, কফ, এই দোষত্রয়ের বৃদ্ধি ক্ষয়ের কারণ কেবল দ্রব্যগুণ কর্ম্ম, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে বাতাদিগণের সমানত্ব আছে তাহাতে দোষ ত্রয়ের বৃদ্ধি এবং যাহাতে অসমানত্ব আছে তাহাতে দোষ ত্রয়ের ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য মধুর, অম্ল লবণ কটু, তিক্ত এবং কষায় এই ছয়প্রকার রস ইহারা পাঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যে আশ্রিত, এবং কষায় হইতে মধুর পর্য্যন্ত ছয়প্রকার রস পর পর (শরীরের) বলদায়ক, তাহার মধ্যে মধুর, অম্ল এবং লবণ এই আদ্য তিনটি বাতঘ্ন, অপর তিক্ত, কটু এবং কষায়, এই তিনটি কফঘ্ন এবং কষায়, তিক্ত এবং মধুর এই অবশিষ্ট তিনটি পিত্তঘ্ন। ও তদ্বিপরীত গুণযুক্ত কটু, তিক্ত কষায়, তিনটি বায়ুকে, কষায়, তিক্ত, মধুর তিনটি কফকে এবং অম্ল লবণ কটু তিনটি পিত্তকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই রস সমূহের আশ্রিত ষষ্ঠ-প্রকার দ্রব্যও তিনপ্রকার গুণবিশিষ্ট, যথা তৈলাদি দ্বারা কুপিত বায়ুর, মধুরাদি দ্রব্যে কুপিত শ্লেষ্মার, এবং ঘৃতাদি মাধুর্য্য দ্রব্যে কুপিত পিত্তের উপসম করিয়া থাকে, এবং উক্ত দ্রব্য মধ্যে যে সকল দ্রব্য সুস্থশরীরে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, মুনিগণ তাহাকে স্বাস্থ্যহিত কহিয়া থাকেন।

মধুর রসের বৃত্তান্ত।

৬৩। উক্ত ষষ্ঠ প্রকার রসের মধ্যে প্রথমোক্ত মধুররসটি ভূমি ও জল উভয়ের আধিক্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা (অর্থাৎ দুগ্ধ প্রভৃতি) জন্ম হইতে দেহের হিতকারী, উক্ত হেতু রসাদি ধাতুগণের বল প্রদান করিয়া থাকে এবং বালক, বৃদ্ধ, ক্ষতরোগী এবং ক্ষীণদেহাদিগের বল প্রদান করিয়া থাকে ও বর্ণ কেশের প্রসন্নতা (নির্ম্মলতা ইন্দ্রিয়গণের শক্তি প্রদান এবং জীবনাধার ওজকে পোষণ করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত মাংস বৃদ্ধি, স্বর

পরিষ্কার এবং স্তন্যদুগ্ধ (চ) পানে বালকদিগের তৃপ্তি সংযোগ করিয়া থাকে ও আয়ুবৃদ্ধি, জীবন রক্ষা, স্নিগ্ধ, বায়ু পিত্তের উপশম এবং বিষদোষ নষ্ট করিয়া থাকে, ইহা জল ও ভূমির আধিক্য বশতঃ গুরুত্ব গুন বিশিষ্ট, উক্ত মধুর রস অতিরিক্ত সেবন করিলে মেদ ও শ্লেষ্মা উভয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ও কায়ার স্থূলত্ব, অগ্নিনাশ এবং সংন্যাস (মূর্চ্ছারোগ বিশেষ) প্রভৃতি উৎপত্তি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রমেহ ও গণ্ডার্ব্বুদাদি রোগ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অম্লরসের বৃত্তান্ত।

৬৪। দ্বিতীয় অম্লরসটি অগ্নি ও ভূমির আধিক্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহ অগ্নির উদ্দীপনকারী স্নিগ্ধ, হৃদয়ের হিতজনক, মুখপ্রিয়, পাক কারক এবং রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শে শীতল, তৃপ্তিকারক, ক্লেদ কারক, লঘু, কফ পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতির বৃদ্ধি এবং বায়ুর অনুলোম করিয়া থাকে, উক্ত অম্লরস অতিরিক্ত সেবন করিলে শরীরের শিথিলত্ব, চক্ষুরোগ, চর্ম্মরোগ, শোথ, ভ্রম, ব্রণরোগ, পাণ্ডুরোগ, বিষফোটক, তৃষ্ণারোগ এবং জ্বর হইয়া থাকে।

লবণ রসের বৃত্তান্ত।

৬৫। তৃতীয় লবণরসটি জল ও অগ্নি উভয়ের আধিক্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা আমাশয়স্থিত ভুক্ত অন্নাদির স্তব্ধতা ও জড়তা নষ্ট করিয়া থাকে, মূত্র, বিষ্ঠা, (মলাদির) বদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্নতা করে, ইহ অতি তীক্ষ্ণ, শীতল, অগ্নি ও ঘর্ম্মকারক, এবং রুচি উৎপন্ন করিয়া থাকে, ও গ্রন্থি আদিসন্ধি সকল ছিন্নতা করে,। উক্ত লবণরস, অপরিমিত

(চ) স্ত্রীলোক দিগের স্তন্যদুগ্ধ স্বীয় স্বীয় হস্তের দুই অঞ্জলি পরিমাণ হইয়া থাকে।

সেবন করিলে বাতরক্ত, মস্তকোপরি টাক, কেশের শুক্লত্ব, ললিত মাংস, তৃষ্ণা, কুষ্ঠরোগ, বিষরোগ, বিসর্পরোগ, উৎপন্ন এবং বল বীর্য্যের হানি হইয়া থাকে।

তিক্তরসের বৃত্তান্ত।

৬৬। চতুর্থ তিক্ত রসটি অগ্নি ও বায়ু উভয়ের আধিক্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা জিহ্বার অপ্রিয়কর, ও অরুচি জনক হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উক্ত রস, কৃমি, তৃষ্ণা, বিষরোগ, কুষ্ঠরোগ, মূর্চ্ছারোগ, জ্বর, বমনের উদ্বেগ, গাত্রদাহ এবং কুপিত পিত্ত ও দুষ্ট শ্লেষ্মা প্রভৃতি জয় করিয়া থাকে। এবং ক্লেদ, মেদ ধাতু, বসা, মজ্জা, মূত্র এবং পুরিষ শুষ্ক করিয়া থাকে, ও লঘুত্ব, মেধাজনক, শীত বীর্য্য ও রুক্ষজনক হইয়া থাকে ও স্তন্যদুগ্ধ এবং কণ্ঠনলী বিশুদ্ধ করে। ইহা অতিরিক্ত সেবন করিলে রসাদি ধাতুগণকে ক্ষয় করে, ও বায়ুজনিত রোগ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে।

কটুরসের বৃত্তান্ত।

৬৭। পঞ্চম কটুরসটি আকাশ ও বায়ুর আধিক্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা গলার মধ্যে পরিষ্কার রাখে, ও শ্লেষ্মা পিত্ত উভয় জনিত (উদর্দ্দ) চর্ম্ম ক্ষতরোগ, বায়ুজনিত বাত পুরিষ বদ্ধজন্য অজীর্ণ বিশেষ, অলসক রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং শোথরোগ, নষ্ট করিয়া থাকে ও ক্ষত মধ্যস্থিত পচা মাংসের উচ্চতা থাকিলে সমতা এবং শরীরের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে, মেদও ঘর্ম্ম প্রভৃতি ক্লেদাদির ক্ষয় করিয়া থাকে ও ইহা অগ্নির উদ্দিপ্ত কারক, পাচক, রুচিজনক, এবং আমাশয়স্থিত ভুক্ত অন্নাদি পাকের নিমিত্ত শোষণ ও কর্ষণ করিয়া থাকে ও তদ্বারা পাককার্য্য সম্পন্ন, বদ্ধমলবিচ্ছিন্ন, নাসিকাদি শ্রোতঃ পথের প্রসারিত এবং

কফদোষ নষ্ট করিয়া থাকে। এই কটুরস অধিক পরিমাণ সেবন করিলে তৃষ্ণা, শুক্রধাতু এবং বলের হানি হইয়া থাকে এতদ্ব্যতীত মূর্চ্ছা রোগ, শরীর সঙ্কোচ, কম্পন এবং কটী পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কষায় রসের বৃত্তান্ত।

৬৮। ষষ্ঠ কষায় রসটি পৃথিবী ও বায়ুর আধিক্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা পিত্ত কফ উভয় গুন নষ্ট করিয়া থাকে ও গুরত্ব গুন বিশিষ্ট এবং দূষিত রক্ত নষ্ট করে। ও ব্রণাদিকে পীড়া দিয়া ক্লেদ নির্গত করে এবং ক্ষত স্থানে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন করিয়া থাকে ও শীত বীর্য্য, ঘর্ম্মাদি, ক্লেদ ও মেদ ধাতুকে সংশোধন করে, আম বহির্নির্গমনের প্রতিরোধ এবং মল সংগ্রহ করে ও শরীরের রুক্ষতা এবং ত্বকের প্রসন্নতা সম্পাদন করে, ইহা অধিক পরিমাণ সেবন করিলে উদর স্তব্ধ ও স্ফীত, বক্ষঃস্থলে বেদনা, তৃষ্ণা, শরীরের কৃশতা, পুরুষত্বের হানি, নাসিকাদি স্রোতঃ গণের অবরুদ্ধ এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালা প্রভৃতি গলরোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রসের বিপাক।

৬৯। এই মধুরাদি দ্রব্য সমুদয় যাহা আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক হইয়া উক্ত রসাদির সদৃশ যে একটি রসান্তর উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিপাক কহে। এই বিপাক আবার তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। মধুর ও লবণ রস এই উভয়বিধ রস, মধুর রসে পাক হওয়াতে ইহাদের বিপাক মধুর হইয়া থাকে, অম্লরস, পাক হইয়া অম্লরসে পরিনত হওয়ায় ইহাদের বিপাক অম্ল হইয়া থাকে ও তিক্ত, কটু এবং কষায় রস, কটু রসে পাক হওয়াতে ইহাদের বিপাক প্রায় কটু হইয়া থাকে। তবে আদা প্রভৃতি কটু রস কএকটি মধুররসে পাক হইয়া মধুর বিপাক হও-

য়াতে কটুবিপাকের স্থানে প্রায় শব্দ কল্পিত হইয়াছে। তন্ত্রকারকগণ বলেন এই বিপাক হইতে উষ্ণ ও শীত ভেদে দুই প্রকার বীর্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার এই বীর্য্যদ্বয় হইতে একপ্রকার প্রভাব (শক্তি) উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এইরস, বিপাক, বীর্য্য এবং প্রভাব চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কেহ বলিষ্ঠ হয়, সে অন্য দুর্ব্বলকে পরাভব করিয়া স্বয়ং কারণত্ব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ গুণ সংযোগ হইলে এই দুয়ের মধ্যে যে গুণটি প্রবল হয় সে দুর্ব্বলটিকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং কারণের স্বরূপ হইয়া থাকে। উক্ত হেতু রস, বিপাক, বীর্য্য এবং প্রভাব ইহাদের পরস্পর বলের সমানত্ব অবস্থায় বিপাক, রসকে, বীর্য্য, রস বিপাক উভয়কে, প্রভাব, রস, বিপাক, বীর্য্য, তিনকে পরাভূত করিয়া থাকে। এ সমস্ত কার্য্যগুলি রসাদির স্বভাব সিদ্ধ শক্তিমাত্র, উক্ত রস, বিপাক, বীর্য্য, সমান অবস্থায় থাকা সত্বেও স্বকৃত কর্ম্মের ফলদৃষ্ট না হইয়া যদি বিপরীত ফলদৃষ্ট হয় অর্থাৎ রস, বিপাক, বীর্য্য, মধুর অবস্থায় পিত্তনাশ কর্ম্ম সম্ভব সত্ত্বেও যদি পিত্ত বৃদ্ধি করে তবে সে কার্য্য প্রভাবানুসারে হয় বলিয়া স্থির করিতে হইবে এই রস সমূহ স্বীয় শক্তি অনুসারে যদিও সকলেই প্রধান, তথাপি রসাদি অপেক্ষা দ্রব্যই শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু রসের আশ্রয় স্থান দ্রব্য উক্ত দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক যেহেতু জলরূপ ভূতের সাহায্যে পৃথিবীরূপ ভূতের উপবিভাগে দ্রব্য সমুদয় জন্মে ও অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ রূপ ভূতের পৃথক পৃথক গুণ হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকে উক্তভূত সকলের গুণের আধিক্য বশতঃ দ্রব্য সকলের পৃথক পৃথক অর্থাৎ পার্থিব, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য, নাভস্ ইত্যাদি নাম হইয়া থাকে। উক্ত হেতু রস সমূহ একপ্রকার না হইয়া গুন কর্ম্মভেদে বহু প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা ব্যবহার করিলে, বহুদোষযুক্ত এই ভূতময় দেহে বাতাদি দোষ সকলের গুণের সহিত রসের সমানত্ব, অসমানত্ব থাকা প্রযুক্ত রোগ সকলও এক দোষ যুক্ত না হইরা, অনেক দোষযুক্ত হইয়া দেহ নষ্ট করিয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

রোগ বিবরণ

৭০। দোষ ত্রয় (বায়ু, পিত্ত, কফ) কুপিত জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিজ ও পতন, হনন এবং আঘাতাদি এই উপঘাত জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে আগন্তু কহে। উক্ত নিজ এবং আগন্তু বিভাগানুসারে দুই প্রকার রোগ হইয়া থাকে। এই রোগদ্বয়কে মুনিগণ নিজাগন্তু কহিয়া থাকেন। তন্মধ্যে উক্ত নিজ অর্থাৎ দোষ জন্য রোগ উক্ত সকল দোষের সমান গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য গুণ কর্ম্ম দ্বারা দোষ ত্রয়ের বিকৃতি করিয়া পরে শারীর মাশ্রিত ধাতু মলাদি বস্তু সমস্ত দূষিত করতঃ রোগ উৎপন্ন করেণ এবং আগন্তু অর্থাৎ অনুপস্থিতের উপস্থিত রোগ হঠাৎ আঘাতাদিদ্বারা অগ্রেই শারীর মাশ্রিত ধাতু মলাদি বস্তু সমস্ত বিকৃত করিয়া পরে দোষত্রয় দূষিত করতঃ রোগ উৎপন্ন করে। এই হেতু দোষত্রয়ের সঞ্চিত ও কুপিত জন্য নিজ রোগ উৎপন্ন এবং অঘাতাদি দ্বারা যথন কার তখনই দোষত্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আগন্তু রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে ধাতু মলাদির বিকৃতি কারণ বশতঃ নিজ রোগ অপেক্ষ আগন্তু রোগ অতি প্রবল হইয়া উঠে। এবং উক্ত নিজ ও আগন্তু রোগ বৃদ্ধি পাইবার সময় জলের বেগের ন্যায় হঠাৎ বৃদ্ধি, ও নিবৃত্তি হইবার সময় অল্পে অল্পে নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

দোষ ত্রয়ের বৃদ্ধির লক্ষণ।

৭১। শরীর স্থিত রক্তে, রক্ত, মাংসে, মাংস, মেদে, মেদ, মৃদু অস্থিতে, মৃদু অস্থি, শুক্রে, শুক্র; অপক্ক গর্ভে, গর্ভ; এবং জলে রস যে প্রকার বৃদ্ধি হয় দৌড়ান, ক্রমণ, এবং সন্তরণ এই ত্রিবিধকায়িক কর্ম্ম দ্বারা, ও অতি-

রিক্ত বাক্য, অধ্যায়ন, এবং গীত এই ত্রিবিধ বাচিক কর্ম্মদ্বারা, চিন্তা, শোক এবং ভয় এই ত্রিবিধ মানসিক কর্ম্মদ্বারাও সেইরূপ বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তদ্রূপ ক্রোধ, ঈর্ষা এই দ্বিবিধ সন্তাপের দ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এবং শয়ন, ভোজন ও আলস্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা সেই রূপ শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত কটু, তিক্ত এবং কষায় রসদ্বারা বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ও অম্ল, লবণ, কটু রসদ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এবং কষায়, তিক্ত, মধুর রসদ্বারা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া থাকে (তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) সেই প্রকার রক্ত পানদ্বারা রক্ত বৃদ্ধি, মাংস ভক্ষণ দ্বারা মাংস বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ পান দ্বারা রস (শ্লেষ্মা) বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে হেতু রক্ত, রক্তের, মাংস, মাংসের এবং দুগ্ধ, রসের সমান গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দোষাদির বিবরণ।

৭২। উক্ত দোষাদির বৃদ্ধির কথা যাহা বলা হইল তাহা সঞ্চয় এবং প্রকোপ ভেদে দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কেবল উপসম এক মাত্র। উক্ত দোষ ত্রয় সমান অবস্থায় সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া থাকিলেও স্থান ও কর্ম্ম সমুদয় পৃথক পৃথক। প্রাগুক্ত সঞ্চয় এবং প্রকোপ এই দুই প্রকার বৃদ্ধির মধ্যে কেবল প্রভেদ এই যে স্বস্থানস্থ, অর্থাৎ স্বস্থানে থাকিয়া বৃদ্ধি হইলে সঞ্চয় ও স্থানচ্যুত অর্থাৎ স্থানান্তরে যাইয়া বৃদ্ধি হইলে প্রকোপ কহে। এবং স্বীয় স্থানে স্বভাবে থাকিলে সম বুঝাইবে। বায়ুর গুণ স্বভাবতঃ রুক্ষ, লঘু, শীত, খর, সূক্ষ্ম ও গমনশীল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অতএব উক্ত ষষ্ঠ প্রকার রুক্ষাদি গুণ যদি উষ্ণ গুণের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে সঞ্চয়, শীত গুণের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রকোপ, এবং শীত উষ্ণ উভয় গুণের সহিত সংযুক্ত হইলে বায়ুর সম করিয়া থাকে। সেই রূপ পিত্তের তীক্ষ্ণাদি গুণ সকল যদি শীত গুণের সহিত সংযুক্ত হয়

তাহা হইলে সঞ্চয়, উষ্ণ গুনের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রকোপ ; এবং শীত উষ্ণ উভয় গুণের সহিত সংযুক্ত হইলে পিত্তের সম করিয়া থাকে। তদ্রূপ শ্লেষ্মার স্নিগ্ধাদি গুণ সকল যদি শীতগুনের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে সঞ্চয়, উষ্ণ গুনের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে প্রকোপ, এবং রুক্ষাদি উষ্ণ গুণের সহিত সংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার সম করিয়া থাকে। সেই প্রকার ঋতু যোগেও দোষাদির সঞ্চয়, প্রকোপ এবং সম প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহাই বিশেষ রূপে বলিতেছি।

ঋতুর বিবরণ।

৭৩। দুই দুই মাসে এক একটি ঋতু হইয়া থাকে, এইরূপ ক্রমে সম্বৎসরে ছয়টি ঋতু কথিত আছে। উক্ত ছয় প্রকার ঋতুর মধ্যে মাঘ ফাল্গুনে শিশির। চৈত্র বৈশাখে বসন্ত। জৈষ্ঠ আষাড়ে গ্রীষ্ম। এই ঋতু ত্রয়ে সূর্য্য দেব উত্তর দিকে গমন করিয়া প্রাণিগনকে বল দান করেন এই কালকে উত্তরায়ণ কহে। এবং শ্রাবণ ভাদ্রে বর্ষা। আশ্বীন কার্ত্তিকে শরৎ। ও অগ্রহায়ণ পৌষে হেমন্ত ঋতু হইয়া থাকে। (ন) এই ঋতু ত্রয়ে সূর্য্য দেব দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া প্রাণিগনের, প্রতিদিন বল হরণ করেন। ইহাকে দক্ষিণায়ণ কহে। এই ঋতু সকলের লঘু, রুক্ষ ও শীত উষ্ণাদি স্বভাবতঃ শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায় গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরত ঋতুতে ক্রমে বায়ুর সঞ্চয়, প্রকোপ এবং সম ও বর্ষা শরৎ এবং হেমন্ত ঋতুতে পিত্তের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং সম, এবং শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, প্রকোপ

(ন) ঋতু। মাসৈ দ্বিসংখ্যৈ মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়ৃতবঃ স্মৃতাঃ। শিশিরোঽথ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মোবর্ষা শরদ্ধিমাঃ। শিশিরাদ্যৈ স্ত্রিভিস্তৈস্তু বিদ্যা দয়ন মুত্তরং। আদানঞ্চ তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলং।

এবং সম প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ও তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দিবা রাত্রের মধ্যে ছয় প্রকার ঋতু নির্দ্দিষ্ট আছে তম্মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণ দশদণ্ড বসন্ত, মধ্যাহ্ন দশদণ্ড গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ দশ দণ্ড বর্ষা, সন্ধ্যার পরে রাত্র দশদণ্ড পর্য্যন্ত শিশির, তৎপরে আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত দশদণ্ড শরৎ, এবং শরতের পর প্রভাত পর্য্যন্ত দশদণ্ড হেমন্ত ঋতু হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত সম্বৎসরিক ঋতুর সঞ্চয় প্রকোপ, এবং সম প্রভৃতির বিধান মতে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক গণ এই দিবা ঋতুর পরীক্ষা দ্বারা অসম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন মতে অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ ফাল্গুন এই চারি মাসে শীত; চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ আষাড় এই চারি মাসে গ্রীষ্ম; শ্রাবণ, ভার্দ্র ও আশ্বীন কার্ত্তিক এই চারিমাসে বর্ষা, এই রূপ নিয়মক্রমে সম্বৎসরে তিনটি ঋতু কথিত আছে। তম্মধ্যে গ্রীষ্মঋতু কাল স্বভাবে যেরূপ লঘু রুক্ষাদি উষ্ণগুণযুক্ত হয়, তদ্রূপ যব, গম ও তণ্ডুল প্রভৃতি ভক্ষ দ্রব্য সমুদয়ও এবং বায়ু ও শরীরও সেইরূপ লঘু রুক্ষাদি, উষ্ণ গুনযুক্ত হইয়া থাকে। পরস্পরের এইরূপ সমানগুন জন্য প্রকোপ না হইয়া বায়ুর সঞ্চয় হইয় থাকে। বর্ষা ঋতুতে কাল স্বভাবে শীতলত্ব হেতু জল ও যব, গম ও তণ্ডুলাদি ভক্ষ দ্রব্য সমুদয় অম্লরসে পাক হওয়ায় প্রকোপ না হইয়া পিত্তের সঞ্চয় হইয়া থাকে। এবং শিশির ঋতুতে কাল স্বভাবে স্নিগ্ধ গুনযুক্ত হেতু জল ও যব, গম ও তণ্ডুলাদি ভক্ষ দ্রব্য সমুদয় এবং বায়ু ও শরীর স্নিগ্ধ গুনযুক্ত হওয়ায় প্রকোপ না হইয়া কফের সঞ্চয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনাদির ব্যতীক্রম জন্য সকল কালেই দোষাদির সঞ্চয়, প্রকোপ এবং সম হইয়া থাকে।

অতি যোগাদির বৃত্তান্ত।

৭৪। মনুষ্যগণের যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়; সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সেই কার্য্য যদি অতিরিক্ত বা অতি অল্প হয়; অথবা

এক কালীন না হয়, তাহা হইলে দোষত্রয় কুপিত হইয়া থাকে। এবং শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই কাল ত্রয়ের স্বীয় স্বীয় লক্ষণের যদি অতিরিক্ত বা অতি অল্প হয় অথবা এক কালীন না হয় (শীতকালে বর্ষা বা বর্ষাকালে শীত) তাহা হইলে দোষ ত্রয় কুপিত হইয়া থাকে। সেই রূপ কায়িক কর্ম্ম যদি অতিরিক্ত বা অতি অল্প হয় অথবা এক কালীন না হয় এবং হিংসা চুরি ও পরস্ত্রী গমন করা হয়, তাহা হইলে দোষত্রয় কুপিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ভুক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে বাক্য পরস্পরের বিচ্ছেদ জনক বাক্য, কর্কশ বাক্য, এবং বহু অনর্থক বাক্য, এই চারি প্রকার বাচিক এবং রাগ, দ্বেষ, ভয় ও নানাবিধ চিন্তা; পর দ্রব্যে লোভ, যথার্থ বিষয়ে অযথার্থ জ্ঞান, এই ছয় প্রকার মানসিক কর্ম্ম দ্বারা দোষ ত্রয় কুপিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ত্বক এই শাখা সমূহে বা স্রোতঃ সকলের আধার স্থান কোষ্ঠে, অথবা অস্থি সন্ধিতে, উক্ত কুপিত দোষত্রয় কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে রক্ত প্রভৃতি সপ্ত শাখাতে আঁচিল, ব্যঙ্গ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, গাত্রপিড়কা এবং আবু প্রভৃতি বাহ্য রোগ। তদ্ব্যতীত বহির্ভাগ স্থিত অর্শ গুল্ম এবং শোথ প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং কোষ্ঠেতে ছর্দ্দি, অতিসার, কাস, শ্বাস উদরি, জ্বর, এতদ্ব্যতীত অন্তর্ভাগস্থিত শোথ অর্শ গুল্ম, বিষর্প চর্ম্ম-ক্ষতরোগ) এবং বেদনা যুক্ত গোলাকার শোথ বিশেষ বিদ্রধি নামক রোগ সকল; তদ্ভিন্ন মস্তকে হৃদয়ে, বস্তিতে, মর্ম্মস্থানে অস্থিতে এবং সন্ধিস্থানে যে সকল শিরা স্নায়ু এবং কণ্ডরা প্রভৃতি নিবদ্ধ আছে। তাহাতে যক্ষ পক্ষ ঘাত অর্দ্দিত, (মুখবাঁকা) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মস্তক বস্তি এবং মর্ম্মস্থান প্রভৃতির (শির বেদনা) রোগ সকল ও সন্ধি অস্থি হৃদয়, পৃষ্ঠ এবং ত্রিক দেশ (ঘাড়ের নিচে) প্রভৃতি স্থানে বেদনা অর্থাৎ শূল রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

—

দোষাদির আশ্রয় আশ্রিত কথন।

৭৫। বায়ু, অস্থি সকলে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, পিত্ত, স্বেদ রক্ত উভয়ের আশ্রিত এবং শ্লেষ্মা, রস, মাংস, মেদ, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি ধাতু, বিষ্ঠা, মূত্র, লসিকা এবং পিচুটি প্রভৃতি এই সকল মল গণের আশ্রিত, এইরূপ পরস্পর ইহাদের আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ থাকা হেতু ঔষধে বা ভোজনীয় দ্রব্যে, কিম্বা ব্যায়ামে অথবা স্নানাদি আরোহণে যাহাতে আশ্রিতের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয় তাহাতেই আশ্রয়ের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইয়া থাকে। যেরূপ অম্লাদি সেবন জন্য পিত্ত, রক্ত উভয়ের বৃদ্ধি, ও তীক্তাদি সেবন জন্য ক্ষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ দোষ ও মলগণ আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়াতে পরস্পরের বৃদ্ধি ক্ষয় স্থির করিতে হইবে। কেবল অস্থি ও বায়ু ইহারা পরস্পর বৃদ্ধি ক্ষয়ে যুক্ত হয় না অর্থাৎ যাহাতে অস্থির বৃদ্ধি তাহাতে বায়ুর ক্ষয় এবং যাহাতে বায়ুর বৃদ্ধি তাহাতে অস্থির ক্ষয় হইয়া থাকে। যেহেতু অস্থি ব্যতীত দোষ, ধাতু ও মলাদিগণ ভোজন দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া শ্লেষ্মার অনুগামী ও লঙ্ঘন দ্বারা ক্ষয় হইয়া বায়ুর অনুগামী হয়। উক্ত হেতু বৃদ্ধি জনিত রোগ সকলকে লঙ্ঘনে দ্বারা ও ক্ষয় জনিত রোগ সকলকে ভোজনে দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কেবল বায়ু বৃদ্ধি ক্ষয়ের চিকিৎসা ইহার বিপরীত অর্থাৎ ভোজন দ্বারা বৃদ্ধির এবং লঙ্ঘন দ্বারা ক্ষয়ের চিকিৎসা বিধেয়।

রুচি বিষয়ক কথন।

৭৬। দোষগণের বৃদ্ধি ক্ষয় উপস্থিত হইলে যে পুরুষ যে অন্নের প্রতি অভিলাষ ও অনভিলাষ করে; উক্ত অভিলষিত ও অনভিলষিত অন্নের মধ্যে অভিলষিত অন্ন যদি বৃদ্ধির বিরুদ্ধ এবং ক্ষয়ের অবিরুদ্ধ ও অনভিলষিত অন্ন, বৃদ্ধির অবিরুদ্ধ এবং ক্ষয়ের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উক্ত

(বৃদ্ধিক্ষয়ের) বিরুদ্ধ অন্ন পরিত্যাগ করিয়া, অবিরুদ্ধ অন্ন ব্যবহার করত উক্ত পুরুষ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়কে জয় করিবে। যে হেতু বৃদ্ধি ক্ষয় জনিত দোষগণ আপন আপন গুণের সমান গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য গুণ কর্ম্মে, রুচি উৎপন্ন করে তাহা অজ্ঞেরা লক্ষ করেনা।

দোষাদির বৃদ্ধি ক্ষয়ের বৃত্তান্ত।

৭৭। বৃদ্ধি ও ক্ষীণ দোষ সকল নিজ, নিজ, বল অনুসারে চিহ্ন সমুদয় প্রকাশ ও ত্যাগ এই উভয়বিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে। স্বীয় অবস্থান্বিত দোষ সকল উচ্ছাসাদি নিজ, নিজ, কর্ম্ম সমুদয় সম্পন্ন করে, অতএব উক্ত দোষ সকল স্বীয়ভাবে অবস্থান কেবল শরীরের বৃদ্ধির নিমিত্ত ও সেই দোষ সকল পুনর্ব্বৃদ্ধি বা ক্ষয় কেবল দেহ নাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে। উক্ত হেতু হিতকর আহার আচরণে দ্বারা বৃদ্ধি ক্ষয় হইতে দোষ সকলকে রক্ষা করিবে। যে হেতু দুষ্ট ভাবাপন্ন দোষ সকল যখন নিয়তই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে তখন তাহাদিগকে পালন করা বিজ্ঞের অবশ্যই কর্ত্তব্য। অপথ্য আহার ও আচরণাদি পরিত্যাগ করিয়া বিধিমত আহার ও আচরণাদি যদি করা হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধি না হইয়া দোষগণ স্থির ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। যে রূপ স্তম্ভ কর্তৃক গৃহ ধারণ হয়, সেই রূপ সুপথ্য দ্রব্য ভোজন, উত্তম রূপ সুনিদ্রা এবং ঋতু কালে স্ত্রী সংসর্গ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা দেহ ধারণ হইয়া থাকে।

আহারের নিয়ম।

৭৮। ভোজনোচিত সময়ে উপস্থিত অতিথি, বালক ও গুরুজন, স্ত্রী, ভৃত্য, পালিত সুখ শারিকা পক্ষী সকল এবং গবাশ্বাদি পশু প্রভৃতি ও আহা-

য়ের নিমিত্ত আশ্রিত যে সকল ব্যক্তি তাহাদের ভোজনের প্রতি তত্ত্বাবেক্ষণ করত আত্ম শরীর বিবেচনা করিয়া হস্ত পদ ধৌত এবং মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্বয়ং শুচি হইয়া পিতৃগণের অর্চ্চনা করত, অতি সুখকর, পবিত্র, হিতকর এবং লঘু ও ঘৃতাদি যুক্ত ঈষৎ উষ্ণ, আস্বাদনে মধুর প্রায় (সু অম্ল) এবং মধুরাদি ষড়বিধ উপকরনের সহ, মনের অনুকুল গন্ধ স্পর্শাদিযুক্ত সুপক্ক, সুদ্ধাচার, অথচ ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিবেশিত অন্ন, দেবগণকে নিবেদন করিয়া বুভুক্ষিত ব্যক্তি ভোজনগত চিত্ত হইয়া আত্মীয় গণের সহিত, একত্রে নিভৃত স্থানে বসিয়া, অন্নের নিন্দা না করিয়া, অতি দ্রুত বা বিলম্ব না হয় এমতে ভোজন করিবে। ও ভোজনের পূর্ব্বে পদ্মের মৃণাল, ইক্ষুরস, রম্ভা, আম্র, তাল, মোদক, পিষ্টক তদ্ভিন্ন শীতল ও গুরুত্বগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য এবং মিষ্ট, মন্দ ও স্থিরত্ব গুণযুক্ত দ্রব্য সকল ভোজন করিবে। তদ্বিপরিত গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ লঘুরুক্ষাদি দ্রব্য সকল ভোজনান্তে ভোজন করিবে। ও ভোজনের মধ্য সময়ে অধিক পরিমান অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট দ্রব্য সকল ভোজন করিবে। উক্ত ভোজন এরূপ নিয়মে করা কর্ত্তব্য, আমাশয় কল্পনা দ্বারা চারি অংশে বিভাগ করিয়া অন্ন দ্বারা দুই অংশ ও জলদ্বারা একাংশ পুরণ করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশটি বাতাদির আশ্রয়ের নিমিত্ত খালি রাখিবে। উক্ত আহারিয় দ্রব্যমধ্যে কতকগুলি দ্রব্য বিরূদ্ধ যোগ আছে অর্থাৎ দুই দুইটি বা তিন তিনটি একত্রে ভোজন করিলে ভোক্তার অহিত সাধন করিয়া থাকে তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদোক্ত পণ্ডিতগণ উক্ত বিরূদ্ধ যোগ অর্থাৎ (তণ্ডুল, ভুরা, দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত মধু ইত্যাদি) পথ্য এবং কুপথ্য দ্রব্য মিশ্রিত ভক্ষণকে "সমসন কহিয়া থাকেন। এবং ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার ভক্ষণকরা তাহার নাম অধ্যশন। ও ভোজনের নিত্য নিয়মিত সময় অতীত বা অতিরিক্ত কিম্বা অল্প পরিমিত ভোজন করাকে বিষমাশন কহিয়া থাকেন। এই তিন প্রকার ভোজন হইতে অজীর্ণাদি মহাঘোর, মারক, বিবিধ ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিদ্রা কথন।

৭১। অকাল নিদ্রা, অতি নিদ্রা, অনিদ্রা এবং কাল নিদ্রা, এই নিদ্রা চারিটিকে ক্রমে নিদ্রার মিথ্যা যোগ, অতিযোগ, হিন যোগ এবং কাল নিদ্রাকে মৃত্যুরূপা বলিয়া মুনিগণ স্থির করিয়াছেন। তন্মধ্যে অকাল নিদ্রাদ্বারা চিত্ত বিকার ও পুরুষত্বের হানি তদ্ভিন্ন মোহ (ভ্রম রোগ) জ্বর, শরীরের অবসাদ, পীনস, শিরঃপীড়া, শোথ, বমনের উদ্বেগ, মলপথ সকলের অবরোধ এবং অগ্নি মান্দ্য প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিনিদ্রা (সুনিদ্রা) দ্বারা দীর্ঘজীবি, পুরুষত্বের উন্নতি, সুস্থতা এবং শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে। অনিদ্রা দ্বারা বল হানি, শরীরের কৃশতা এবং আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন গাভাঙ্গা মস্তক ভার, জৃম্ভন, শরীরের জড়তা, গ্লানী, ভ্রম, মন্দাগ্নি, তন্দ্রা ও অন্যান্য বহুবিধ বাতজ রোগ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং কালনিদ্রা দ্বারা অজ্ঞানতা ও মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, পুরুষত্ব, ক্লীবত্ব, জ্ঞান, অজ্ঞান, আয়ু মৃত্যু এ সমস্তই নিদ্রায়ত্ত। আবার গ্রীষ্মকালে কালস্বভাব জনিত বায়ুর সঞ্চয় হয়, এবং বায়ু ও সূর্য্য স্বীয় স্বীয় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যপথ অবলম্বন করত পৃথিবীর রস এবং প্রাণীগণের বল হরণ করেন, তজ্জন্য রুক্ষতা ও রাত্রে অল্পতা প্রযুক্ত সুন্দর রূপ নিদ্রা না হওয়ায় বায়ুর সমতা সাধনের নিমিত্ত সাধারণের পক্ষে দিবসে শয়ন (নিদ্রা) হিতকর, বর্ষাদি কালে, কফ পিত্ত কর হইয়া থাকে। তবে যাহারা বহু বাক্য কহে ও সর্ব্বদা অশ্বাদি যানে আরোহন করে ও মদ্যপানে এবং স্ত্রীসংসর্গে আসক্ত থাকে, এবং মস্তকাদি দ্বারা গুরুভারাদি বহন ও সতত ব্যায়াম করিয়া থাকে তাহাদের পক্ষে এবং ক্রোধ শোক ও ভয়ে যাহারা অতিশয় ক্লান্ত, শ্বাশ, হিক্কা, এবং অতিসার রোগে পীড়িত এবং বালবৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ, ক্ষত, তৃষ্ণান্বিত, শূল রোগাক্রান্ত, অজীর্ণ রোগগ্রস্থ, উন্মত্ত এবং হনন্ পতন বা লগুড়াদি দ্বারা আহত তাহাদের পক্ষে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, সকল কালেই দিবা নিদ্রা হিতকর হইয়া

থাকে। যে হেতু এই সকল ব্যক্তিগণের দিবা নিদ্রা জন্য রস রক্তাদি ধাতু সমস্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্লেষ্মা দ্বারা দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে। অন্যথা কফাধিক্য ও স্থূল কায় এবং স্নেহ (ঘৃতাদি) ভোজীদিগের পক্ষে দিবা নিদ্রা অবৈধ। অনন্তর বিষ পীড়িত ও কণ্ঠ রোগীরদিবা রাত্র সকল কালই সমান অর্থাৎকি দিবা কি রাত্র তাহাদের পক্ষে নিদ্রা একেবারেই অকর্ত্তব্য। কিন্তু স্বভাবতঃ দিবা নিদ্রায় শরীরস্থ মেদ ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনিদ্রা ও বসিয়া নিদ্রার বিবরণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে নিশা নিদ্রা বঞ্চিত ব্যক্তির শরীরে রুক্ষতা জন্মে, ও বসিয়া নিদ্রায় অর্থাৎ ঝিম নিতে রুক্ষ বা শীতল কোনরূপ ফলোৎপন্নই হয় না।

সুখ নিদ্রার বিবরণ।

৮০। প্রিয়তমার বাহুযুগলের আলিঙ্গন, চিত্তের স্থিরত্ব, কৃতকার্য্য সম্পাদন, ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং সৌগন্ধ প্রভৃতি মনের অনুকূল বিষয় সকল ইহারা নিদ্রা সুখপ্রদান করিয়া থাকে। এবং যাহারা নিয়মানুসারে কেবল ঋতুকালে স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করে ও যাহাদের স্ত্রীসংসর্গ করিতে এককালীন ইচ্ছা জন্মেনা এবং যাহাদের বিষয় বাসনায় চিত্ত একেবারে অনাশক্ত ও সতত সন্তুষ্ট, তাহাদের নিদ্রা নিয়মকাল অন্যথা করে না।

স্ত্রীসংসর্গের নিয়ম।

৮১। সংসর্গ ইচ্ছুক পুরুষেরা পর্ব্বাদি সায়িনী (কাইত বা উবুড়) ও প্রণয় রহিতা, প্রিয়কার্য্যের অন্যথাচরণ বিশিষ্টা, এবং রজঃস্বলা স্ত্রীগণকে

সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। এবং যোনি রোগাক্রান্তা অথবা সংকীর্ণ যোনি বিশিষ্টা (ত) ও অতিশয় স্থূলকায়া বা অতিশয় ক্ষীণকায়া কিম্বা সদ্যপ্রসবিনী অথবা গর্ভিনী, পরস্ত্রী, ব্রাহ্মণী অথবা তপস্বিনী দিগকে ত্যাগ করিবে। সেইরূপ ছাগ, মেষ ও অশ্বাদির যোনি এবং গুহ্য, মুখ, হস্ত প্রভৃতি ও অঙ্গগুলি পরিত্যাগ করিবে। এবং গুরুতর ভোজন করিয়া স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। তদ্ভিন্ন যাহাদের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, বা ক্ষুধায় পীড়িত, কিম্বা হস্তপদাদি উপযুক্তরূপে অরক্ষিত অথবা তৃষ্ণান্বিত এবং মলমূত্রের বেগার্ত্ত ও রোগগ্রস্থ তাহাদের স্ত্রীসংসর্গ অবৈধ। এবং ষোলবৎসরের ন্যূন বয়ক্রম বালক ও সত্তর বৎসরের অধিক বয়ক্রম বৃদ্ধ (থ) ইহারা সতত স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ দিবা-ভাগে, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এবং সংক্রান্তিদিবসে, গুরুগৃহে, দেবালয়ে, রাজভবনে, বাস্তুবৃক্ষতলে, শ্মশানে, বধস্থানে, প্রাঙ্গনে, জলে এবং চৌমাথা পথে স্ত্রীসংসর্গ করিবেনা। এবং মস্তক ও হৃদয় দ্বারা তাড়ণ (আঘাত) করিবেনা। প্রাগুক্ত ব্রহ্মচর্য্যাব্রত অর্থাৎ ঋতুকাল সাপেক্ষ করিতে যে ব্যক্তিরা অসমর্থ হয়, তাযারা অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ফাল্গুন এই চারিমাসে বীর্য্যবৃদ্ধিকর (চর্ব্বি ইত্যাদি) ঔষধদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে ও চৈত্র বৈশাখ আশ্বিন কার্ত্তিক এই চারি মাসে তিন দিবস অন্যন্তরে, ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এই চারিমাসে পক্ষান্তরে (স্ত্রী) সংসর্গ করিবে। তদনন্তর সুশীতল বায়ুসেবন করত স্নান ও চন্দনাদি সৌগন্ধি দ্রব্য গাত্রে অনুলেপন করিলে এবং খণ্ড খাদ্য (লাড্ডু প্রভৃতি) শীতল জল, দুগ্ধ, মাংস রস, মুগাদির যুষ, প্রসন্না নামক সুরা বা রসি নামক মদ্য সেবন করিয়া নিদ্রা যাইবে ইহাতে উক্তব্যক্তিগণের বিগত বল শরীরে শীঘ্রই পুনরাগমন করে। ও তাহারা স্মৃতিবান, মেধাবী

(ত) সংকীর্ন যোনি। সাড়ে তিন বা তিন অঙ্গুলি হইলে প্রসস্থ আড়াই অঙ্গুলিকে সংকীর্ণ কহে।

(থ) বালবৃদ্ধ। বয়স্থা ষোড়শা দ্বালং তত্র ধাত্বিন্দ্রিয়ৌ জসাংবৃদ্ধিরা সপ্ততে উর্দ্ধং তত্রা হ বৃদ্ধিঃ পরংক্ষয়ঃ।

আয়ুষ্মান, নীরোগ, পুষ্ট, ইন্দ্রিয়ক্ষম, বলিষ্ঠ ও যশস্বী হইয়া থাকে। এবং তাহাদের শরীরে অল্পজ্বর প্রবেশ করে ইহার অন্যথা হইলে স্ত্রীগমন শীল জনদিগের ভ্রম, শরীরের অবসন্নতা, উরুদ্বয়ের শক্তিনাশ, বল এবং রস-রক্তাদি ধাতু ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ক্ষয় হইয়া থাকে। এবং তাহারা অকালে কাল কবলে নিপতিত হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ুর লক্ষণ।

৮২। প্রাগুক্ত নানাবিধ কারণ বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া সন্ধিস্থানে হননবৎ পীড়া, অঙ্গের প্রসারিত সূচ্যাদি বেধনের ন্যায় যন্ত্রণা, ত্বকাদির স্পর্শজ্ঞান রহিত, অঙ্গের শুলানি, ও ছেদনের ন্যায় পীড়া, বিদারণের ন্যায় বেদনা, মুত্র পুরিষের অবরোধ, অঙ্গমর্দ্দ, শিরাদির সঙ্কোচ, গা পাকদেওয়া রোমহর্ষ, তৃষ্ণা, কম্প, ত্বকের কর্কশতা, অস্থি মধ্যে ছিদ্র, শরীর শুষ্ক, ও স্পন্দন, ওচালিত করণ, এবং লতাদি দ্বারা গাত্রবেষ্টনের ন্যায় জ্ঞান, অঙ্গের শুষ্কতা, মুখে কষায় রসের আস্বাদ, হয় এবং শ্যাবারুণ বর্ণ সমুদয় গাত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই বায়ু রোগে স্নেহদ্রব্য ব্যবহার ও স্বেদ প্রদান এবং মৃদু উপায় দ্বারা বমন বিরেচন করাইবে। ও মিষ্ট, লবণ এবং উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিতে দিবে এবং স্নেহদ্রব্য দ্বারা অঙ্গমর্দ্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন এবং অস্ত্রাদি দ্বারা ভয়োৎপাদন ও বলা প্রভৃতির কাথদ্বারা পরিসেক করাইবে। এবং পিষ্টকৃত ও গুড়কৃত মদ্যপান এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ হয় এমত দ্রব্য সকল পান ও ভোজন করাইবে, এবং নিয়মানুসারে বস্তিপ্রয়োগ ও শয্যা, আহার ও ব্যায়ামে দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করাইবে। এবং চিতা (পঞ্চকোল) প্রভৃতি অগ্নিকারক ও শুণ্ঠি

সন্ধবাদি জীর্ণ কারক এবং বহুপ্রকার স্নেহ (তৈল ঘৃতাদি) বস্তুদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য সকল ও অধিক মেদযুক্ত পশু মাংসের কাথ প্রভৃতি পান ভোজন এবং তৈলের দ্বারা পিচুকারী প্রয়োগ করাইবে।

কুপিত পিত্তের লক্ষণ।

৮৩। পিত্ত (দ) কুপিত হইলে অঙ্গদাহ, উত্তাপ, ব্রণাদি উৎপন্ন, এবং শরীর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ঘর্ম্ম ও ক্লেদনিঃস্মরণ, পুঁজ ও লসিকাদি স্রাব, মাংস সড়া (পচা) শরীরের অবশাদ, মূর্চ্ছা, মত্ততা এবং মুখে কটু ও অম্লরসের আস্বাদ হয়, এতদ্ভিন্ন পাণ্ডু ও অরুণবর্ণ ব্যতীত নীল পীতাদি সমুদয় বর্ণই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই পিত্তরোগে ঘৃত পান এবং মধুরাদি (সুশীল) মিষ্ট দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করাইবে এবং স্বাদু তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে, এবং স্বাদু তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ঔষধ সেবন করাইবে। এবং সৌগন্ধি, শীতল অথচ মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করাইবে,এবং কণ্ঠদেশে মুক্তার মালা, বক্ষঃদেশে মণিমরকত এবং রত্নাদির হার ধারণ ও কর্পূর চন্দন পুনঃ পুন অঙ্গে অনুলেপন করাইবে, রজনীর প্রথমাংসে চন্দ্র কিরণে বসাইয়া রাখিবে ও হর্ম্মাদি ধবল গৃহে (বৈঠকখানায়) অবস্থান করিতে দিবে, এবং তাল লয় সংযুক্ত সুললিত গীত শ্রবণ করাইবে ও তাল বৃন্তাদি দ্বারা অঙ্গে মন্দ মন্দ বাত প্রদান করিবে এবং শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার যন্ত্রনা না হয় এমত ব্যবহার করাইবে, ও সুখদানে সমর্থ এমত মিত্র এবং অব্যক্ত মনোহর বাক্য যুক্ত পুত্র এবং ইচ্ছার অনুবর্ত্তনশীলা ভার্য্যাদ্বারা সর্ব্বদা প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করাইবে এবং আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত

[দ] প্রকৃতিস্থ পিত্ত। স্বীয় স্বীয় হস্তের পাঁচ অঞ্জলি পরিমাণ হইয়া থাকে।

গুণবতী স্ত্রীকে সতত নিকটস্থা এবং শীতল জলের ফোয়ারা সংযুক্ত গৃহে বাস করাইবে ও পুষ্পোদ্যান অভ্যন্তরস্থিত প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত বন্ধন ঘাটের সহ স্বচ্ছ জলযুক্ত দিঘী বা পুষ্করিনীর মধ্যস্থিত গৃহে (জলটুঙ্গিতে) এবং বহু পরিমিত নির্ম্মল জলযুক্ত বিপুল জলাশয়ের বালুকাময় তীর ভুমির উপকুলস্থ তৃণাচ্ছাদিত গৃহে কিম্বা পদ্মপুষ্পে শোভিত নির্ম্মল জলাশয়ের উপত্যকা ভূমির উপরিভাগে বহুবিধ বৃক্ষ সমাকুল প্রদেশস্থিত গৃহে অবস্থান করাইবে এবং রোগীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া তদনু রূপ কার্য্য নিষ্পন্ন ও দুগ্ধ ঘৃত প্রয়োগ এবং বিরেচনাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। (ধ)।

কুপিত শ্লেষ্মার লক্ষণ।

৮৪। শ্লেষ্মা (ন) কুপিত হইলে শরীর অরুক্ষ, ত্বকের কঠিনতা, ও শীতত্ব তদ্ব্যতীত শরীরে কণ্ডু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং স্রোত পথের অবরোধ, প্রলেপ, ও আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা অঙ্গাবরণের ন্যায় জ্ঞান, শোথ, অজীর্ণ, গাত্র শুক্লবর্ণ, মুখের মিষ্টত্ব ও লবণত্ব এবং দীর্ঘ সূত্রতা প্রভৃতি লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই শ্লেষ্মা রোগে তীক্ষ্ণ দ্রব্যের বমন ও বিরেচন করাইবে এবং রুক্ষ ও অল্প, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ এবং কটু, তিক্ত ও কষায় প্রভৃতি ভোজনীয় দ্রব্য

(ধ) পাঠকগণ; এরূপ চিকিৎসায় ফল লাভ করা রাজা ভিন্ন অন্যের পক্ষে সুকঠিন; তবে তদনুকরণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সকলেই ফল লাভ করিতে পারেন।

(ন) প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মা। স্বীয় স্বীয় হস্তের ছয় অঞ্জলি পরিমাণ হইয়া থাকে।

সকল ব্যবহার করাইবে এবং বহুকালস্থিত পুরাতন মদ্যপান, ইচ্ছানুরূপ স্ত্রীসম্ভোগ, ও নিদ্রার অবরোধ করাইবে এবং অনশন, কুস্তি এবং দৌড়ন প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে এবং চিন্তা বিষয়ক কার্য্য, রূক্ষ (শুঁট) দ্রব্য মর্দ্দন ও বমন করাইবে এবং মধু ও মুগাদির যুষপান ও গুলঞ্চ প্রভৃতি মেদোঘ্ন ঔষধ সকল সেবন করাইবে এবং তীক্ষ্ণ ধূমপান, উপবাস ও উষ্ণ কষায়ের কুলকুচা করিতে দিবে, এতদ্ব্যতীত ও শয়ন, ভোজন ও তাপগ্রহন প্রভৃতি এই বিষয় গুলিতে কষ্ট প্রদান করাইবে। যে হেতু ইহারা স্নেহদান (শ্লেষ্মাক্ষয়) করিয়া থাকে। উক্ত দোষত্রয়ের চিকিৎসা সহ এই বিস্তীর্ণ রোগ লক্ষণ যে সমস্ত বলা হইল, সেই সমস্ত লক্ষ। দর্শন স্পর্শন এবং প্রশ্নাদি দ্বারামু হুর্মুহুঃ রোগীকে দেখিয়া বিভাগজ্ঞ বৈদ্যগণ সম্যকরূপে অবগত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ শাস্ত্র দর্শন বা দর্শন দ্বারা রত্নাদির (হীরা মনি মানিক্যাদির) উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতার বিশেষ জ্ঞান হয় না তদ্বিষয়ে যে রূপ উভয়েরই আবশ্যক চিকিৎসা কর্ম্মেও সেই রূপ উভয়েরই আবশ্যক হইয়া থাকে।

রোগোৎপত্তির বৃত্তান্ত।

৮৫। দোষজ, পাপজ এবং দোষকর্ম্মজ এই ত্রিবিধ রোগের মধ্যে দোষজ অর্থাৎ ইহজন্মের অপচার, পাপজ অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের অপরাধ এবং দোষ কর্ম্মজ অর্থাৎ ইহজন্মের অপচার ও পূর্ব্বজন্মের অপরাধ এই তিনপ্রকার কারণ হইতে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত তিন প্রকার রোগের মধ্যে অপচার জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে দোষজন্য, বিনা হেতুতে যে রোগ উৎপন্নহয় তাহাকে অপরাধ জন্য, এবং অল্প হেতুতে অতি প্রবল হইয়া যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত পণ্ডিতগণ দোষাপরাধ উভয় জন্য কহিয়া থাকেন।

রোগ উপদ্রব উভয় বৃত্তান্ত।

৮৩। রোগের বিষয় যাহা বলা হইল তাহা স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভেদে দুইপ্রকার, তন্মধ্যে পূর্ব্বে যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহা স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন এবং পরে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন। এই স্বাধীন ও পরাধীন রোগমধ্যে প্রথমোক্ত স্বাধীনটি রোগাখ্যা, দ্বিতীয় পরাধীনটি উপদ্রব বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত হেতু স্বাধীন রোগের চিকিৎসা গুরু, উপদ্রবের চিকিৎসা লঘু, যেহেতু প্রধান রোগের উপশমে অধীন রোগের উপশম হইয়া থাকে। অতএব অগ্রে রোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য; যদি উপদ্রবের উপশম না হয় তাহা হইলে পৃথক রূপে উপদ্রবের উপশমের নিমিত্ত চিকিৎসা করিবে কেননা রোগী (প) রোগে অতিশয় ক্লিষ্ট হয়, তাহার উপর উপদ্রব অধিক পীড়াকর হইয়া উঠে। এই রূপে প্রাগুক্ত অপচারাদি রোগ ত্রয়েরও চিকিৎসা কর্ত্তব্য কেননা দোষজন্য রোগটি আপন আপন (বাতাদি) গুণের বিপরীত দ্রব্য গুণকর্ম্ম দ্বারা, পূর্ব্বাপরাধ জনিত রোগটি বিধিমত যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা এবং দোষাপরাধ উভয় জনিত রোগটি বিপরীত দ্রব্য-গুণ কর্ম্ম ও যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে।

(প) রোগী। যিনি ধনবান চিকিৎসকের আজ্ঞানুবর্ত্তী রোগাদির বিষয় বলিতে ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন তিনিই চতুর্গুণ যুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভুক্ত অন্নাদির পাক কথন।

৮৭। রোগাদির বিষয় যাহা বলা হইল তাহা কেবল জঠরাগ্নির দোষেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেননা সপ্ত প্রকার ধাতু, জীবনের উপায় স্বরূপ ওজ, দৈহিক মানসিক ও কালকৃত বল, এবং দেহস্থ জীবাত্মার বাহ্যরূপ স্বরূপ বর্ণ (বিদ্যুৎ) ও শরীর এবং শরীরস্থ বস্তু সমস্ত যে ভুক্তান্ন পোষণ করিয়া থাকে। সে অন্নের প্রতি জঠরাগ্নিই এক মাত্র হেতু উক্ত জঠরাগ্নির দ্বারা সুন্দর রূপ (অন্ন) পরিপাক না হইলে রসাদি উৎপন্ন হয় না। অতএব নিয়মিত কালে যে অন্ন ভোজন করা যায় তাহা প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আমাশয় মধ্যে নীত হইয়া দ্রব পদার্থ দ্বারা খণ্ড খণ্ড ও স্নেহবস্তু দ্বারা নরম হইয়া উক্ত আমাশয় মধ্যে স্থিত হইলে পাকস্থলিস্থিত জল তণ্ডুল উভয় বস্তুকে, বাহ্যাগ্নি যে প্রকার পাক করে, সমান বায়ুদ্বারা জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া আমাশয়স্থিত মৃদু অন্নকে সেই প্রকার পাক করিয়া থাকে। পরিপাক কালে উক্ত অন্ন মধুরাদি ষড়বিধ রসান্বিত হইলেও অগ্রে মধুরতা প্রাপ্ত হয়, পরে ফেনার ন্যায় হইয়া কফ বৃদ্ধি করে, তৎপরে অর্দ্ধেক পাক হইয়াছে এমত কালে অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, পরে আমাশয়স্থিত পিত্ত, উপযুক্ত মত ক্ষরণ হইয়া উক্ত অর্দ্ধ পক্কাবস্থা অন্নকে গ্রহণী মধ্যে আনয়ন করে। উক্ত অন্ন পুনরায় অগ্নি (পাচকপিত্ত) দ্বারা শোষিত ও পরিপক্ক এবং পিণ্ডীকৃত ও কটুরস প্রাপ্ত হইয়া বায়ু বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তদনন্তর দেহগত ভূমি সম্বন্ধীয় অগ্নি, দেহগত বায়ু সম্বন্ধীয় অগ্নি এবং দেহগত আকাশ সম্বন্ধীয় অগ্নি, ইহারা আপন আপন গুণের সমান গুণ বিশিষ্ট ভুক্ত বস্তুকে পাক করিয়া থাকে। উক্ত ভুক্ত বস্তুগুলি পরিপাক হইয়া ভূমি সম্বন্ধীয় গুণ, দেহগত ভূমিগুণকে, জল সম্বন্ধীয় গুণ দেহগত জলগুণকে, অগ্নি সম্বন্ধীয় গুণ দেহগত অগ্নিগুণকে, বায়ু সম্বন্ধীয় গুণ,

দেহগত বায়ুগুণকে এবং আকাশ সম্বন্ধীয় গুণ, দেহগত আকাশগুণকে, পৃথক পৃথক রূপে পোষণ করিয়া থাকে। এবং উক্ত ভুক্তান্ন পাকান্তে যথাক্রমে সার ও মল দুইটি ভাগ হইয়া থাকে। এবং উক্ত সার ও মল ভাগের মধ্যে অন্নের দ্রব মলমুত্র ও ঘন মল পুরিষ এবং সার সংজ্ঞাটি প্রসাদ বলিয়া কথিত হইয়াছে, উক্ত সার ভাগটি আবার রস ধাতুর অগ্নি দ্বারা পাক হইয়া রস ও রসের মল কফ (শ্লেষ্মা) দুইটি ভাগ হইয়া থাকে। উক্ত রস আবার রক্ত ধাতুর অগ্নিদ্বারা পাক হইয়া রক্ত ও রক্তের মল পিত্ত, দুইটি ভাগ হইয়া থাকে। রক্ত আবার মাংস ধাতুর অগ্নিদ্বারা পাক হইয়া মাংস ও মাংসের মল কমল দুইটি ভাগ হইয়া থাকে। উক্ত মাংস আবার মেদ ধাতুব অগ্নিদ্বারা পাক হইয়া মেদ ও মেদের মল ঘর্ম্ম দুইটি ভাগ হইয়া থাকে উক্ত মেদ আবার অস্থি ধাতুর অগ্নি দ্বারা পাক হইয়া অস্থি ও অস্থির মল নখরোম দুইটি ভাগ হইয়া থাকে। উক্ত অস্থি আবার মজ্জা ধাতুর অগ্নি দ্বারা পাক হইয়া মজ্জা ও মজ্জার মল স্নেহ (ত্বকেব স্নিগ্ধবস্তু) দুইটি ভাগ হইয়া থাকে। উক্ত মজ্জা আবার শুক্রধাতুর অগ্নি দ্বারা পাক হইয়া শুক্র ও শুক্রের মল ওজ (তেজ) দুইটি ভাগ হইয়া থাকে। এই শুক্র ও ওজ উভয়ের মধ্যে শুক্রধাতু হইতে গর্ভোৎপন্ন হয়। এবং ওজ হইতে শরীর ধারণ হইয়া থাকে। কিন্তু মুনিগণ বলেন উক্ত ওজ আবার দুই প্রকার, সার ও মল; তন্মধ্যে সারটি অষ্ট বিন্দু পরিমিত, মল ওজটি অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত, ইহা বিস্তৃত রূপে পরে বলা যাইবে। এই প্রকার ওজ সার ও মলে বিভক্ত হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থান করে। উক্ত শুক্র ও ওজ প্রভৃতি ধাতু ও মলগণ পরস্পর পরস্পরের স্নেহের (বলের) সহায়তায় স্থিত হইয়া থাকে। উক্ত শুক্র প্রভৃতি ধাতুগণ পোষক পোষ্য (পূর্ব্ব ধাতু পোষক, পর ধাতু পোষ্য) উভয় বিধ সম্বন্ধ নিবন্ধ থাকাতে পূর্ব্ব ধাতু পরধাতুর পোষণের নিমিত্ত নিরন্তর চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং পোষক পোষ্য কর্ত্তৃক ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার পূর্ব্বপোষক তৎক্ষণাৎ তাহাকে পোষণ করিয়া থাকে।

ইহা কেবল শুদ্ধ ব্যান বায়ুর কার্য্য, যেহেতু প্রেরণ কার্য্য নিযুক্ত উক্ত বায়ু শরীরস্থ রস নিরন্তর ঊর্দ্ধাধো, তির্য্যক, শরীরের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া থাকে এবং উক্তরস প্রেরণ হইবার কালে স্রোতঃ পথের স্বীয় বিশুদ্ধতা গতির অভাব প্রযুক্ত অঙ্গের যে স্থানে অবরুদ্ধ হয় সেই রুদ্ধ স্থানে আকাশ দেশে বারিদ বর্ষন বৎ ব্যাধি উৎপন্ন করে।

শুক্র উৎপত্তির নিয়ম।

৮৮। ভুক্তান্ন পাক হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়ম ক্রমে শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত শুক্র কোন মতে অহোরাত্রে, কোন মতে ষষ্ঠ দিবসে এবং কোন মতে ত্রিংশৎ দিবসে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শুক্র বর্দ্ধক ভৈষজ্যাদি দ্রব্য প্রভাবে সদ্যই (তৎক্ষণাৎ) শুক্রাদি উৎপন্ন করায়, ইহা অতি শ্রেষ্ঠ শুক্র এবং অন্য প্রকার ঔষধ অর্থাৎ যব গম এবং শালি তণ্ডুলাদি প্রভাবে ও প্রায় অহোরাত্রের মধ্যে কার্য্য করে। ইহা অধম শুক্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গ্রহণীর বিবরণ।

৮৯। চরক মুনি বলেন, যে অগ্নিদ্বারা ভুক্তান্ন পাক হইয়া থাকে, সেই অগ্নিই ধাতু ; মল ও দোষগনের পাক কার্য্য সম্পন্ন করে, উক্ত হেতু এই পাচকাখ্যা পিত্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত অগ্নির আশ্রয় রূপা নাড়ী ভুক্ত অন্ন গ্রহণ করাতে গ্রহণী নামে খ্যাত হইয়াছে। সেই গ্রহণী আবার পিত্ত (পাচক পিত্ত) ধারণ করাতে শুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে কলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে উক্ত গ্রহনী আয়ু, আরোগ্য, বীর্য্য, শক্তি,

ও ভূম্যাদি পঞ্চপ্রকার ভূতের এবং রসাদি সপ্ত প্রকার ধাতুর অগ্নি (উষ্মা) ও দেহাদি সকলের পুষ্টির নিমিত্ত পক্কাশয়ের দ্বারদেশে হুড়কার ন্যায় অবস্থান করত যে পর্য্যন্ত আমাশয়স্থ ভুক্তান্ন পাক কার্য্য সম্পন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বীয় বলে ভুক্ত দ্বার (আমাশয় দ্বার) রুদ্ধ করিয়া রাখে, পাককার্য্য সুন্দররূপ সমাধা হইলে পক্কাশয়ে প্রেরণ করে। দুর্ব্বলা হইলে অপক্ক ভুক্ত অন্নই নিম্নে অর্থাৎ পক্কাশয়ে পরিত্যাগ করে, তাহার কারণ উক্ত গ্রহণী (নাড়ী) অগ্নির (পাচক পিত্তের) বলে, ও অগ্নি গ্রহণীর বলে অবস্থান করিয়া থাকে, এইরূপ পরস্পর পরস্পরের বল সাহায্যে অবস্থান করাতে অগ্নি দূষিত হেতু গ্রহণী দুষ্টা হইয়া রোগ কারিণী হইয়া থাকে।

পাচক পিত্তের বিবরণ।

৯০। অন্ন, ভূত (ভূম্যাদি ভূত) এবং ধাতু সম্বন্ধীয় যে তিন প্রকার অগ্নির কর্ম্ম কথিত হইল তন্মধ্যে অন্নের পাচকাগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু উক্ত পাচকাগ্নি ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নি প্রভৃতির মূল স্বরূপ, এই পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হইতে ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নি প্রভৃতির বৃদ্ধি এবং ক্ষয় হইতে ইহাদের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব এই মূলস্বরূপ পাচকাগ্নিকে মুণিগণোক্ত বিধি (তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) অনুসারে সুপথ্য অন্ন পানরূপ তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা সর্ব্বদা পালন করিবে। কারণ পাচকাগ্নির স্থিতিতেই আয়ু ও বল স্থিতি হইয়া থাকে। এবং এই পাচকাগ্নি আহার ব্যবহারের ব্যতিক্রম জন্য কালক্রমে চারি প্রকার গতিতে পরিণত হইয়া থাকে। উক্ত অগ্নি সমীপস্থ সমান বায়ু স্বীয় স্থানে অবস্থান করিলে অগ্নিও সমান ভাবে থাকে। বিপথগামী হইলে বিষমাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং পিত্তের সহিত মিলিত হইলে তীক্ষ্ণাগ্নিও শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে মন্দাগ্নি হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ (সম,

বিষম, তীক্ষ্ণ, মান্দ্য) অগ্নির মধ্যে যে অগ্নি উপযুক্ত মত ভুক্তান্ন সুন্দররূপে পরিপাক করে তাহাকে সম; যে অগ্নি উপযুক্ত মত ভুক্তান্ন কখন বা শীঘ্র অথবা বিলম্বে পাক করে তাহাকে বিষম, ও যে অগ্নি অনুপযুক্ত অথচ অধিক পরিমান ভুক্তান্ন অবিলম্বে পাক করে তাহাকে তীক্ষ্ণ, এবং যে অগ্নি উপযুক্ত মত ভুক্তান্ন মুখ শোষ, উদর স্ফীত, আধ্যান শব্দ ও ভার করিয়া কালান্তরে পাক করে তাহাকে মান্দ্য কহিয়া থাকে। এবং অগ্নি এক কালে নষ্ট হইলে মৃত্যু, স্বীয় ভাবে স্থিত হইলে নীরোগ, এবং বিকৃত (বিষম তীক্ষ্ণ মান্দ্য) হইলে রোগ হইয়া থাকে। উক্ত হেতু জীবগণের অগ্নিই একমাত্র মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সমা প্রকৃতির বিবরণ।

৯১। অন্যান্য প্রকৃতি উৎপত্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সংপ্রতি সমা প্রকৃতির কথা বিশেষরূপে বলিতেছি। মনুষ্যগণের জন্মকালে মাতার শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত এবং কফ, এই দোষগণ যদি স্বভাবে থাকে তাহা হইলে সমা প্রকৃতি উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমা প্রকৃতি ব্যক্তিগণের কচ (চুল) অতি স্নিগ্ধ, নরম, সূক্ষ্ম, বহু মূল যুক্ত ও স্থির এবং তাহাদের ললাট উচ্চ ও মাংসল এবং কপাল অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় আকার হইয়া থাকে। এই সমা প্রকৃতি ব্যক্তি গণের কর্ণদ্বয় পশ্চাদভাগে যে স্থানের যে ভাগ তদনুসারে উচ্চ, নীচ মাংসল এবং বড় হইয়া থাকে। তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণ শুক্লাদি বর্ণ সমুদয় যথা নিয়মে প্রকাশিত, ও স্নায়ু শিরা সমুহে নিবদ্ধ, এবং পক্ষ্ম (পাতা) ঘন ভুমা যুক্ত হইয়া থাকে। তাহাদের নাসাগ্র উন্নত, স্থুল, অথচ সরল, উপযুক্ত মত ছিদ্র যুক্ত ও আয়ত (দীর্ঘ) উচ্ছাশ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, এবং ওষ্ঠ যুগল রক্তিমাকার ও নিম্নভাগেনত, এবং বৃহৎ ও সমান গঠিত

এবং আস্য বিবর বড় ও দন্ত পংক্তি সমান সুন্দর রূপ সুদৃশ্য, ঘন, শ্বেত-বর্ণ, সরু এবং স্নিগ্ধাদি গুণযুক্ত হইয়া থাকে এবং জিহ্বা অতিশয় বৃহৎ, রক্তবর্ণ, হালকি (লকলকে) এবং খুতনি মাংসে জড়িত ও বড়, এবং স্কন্ধদ্বয় উচ্চ, অথচ স্থূল, এবং উদর দক্ষিণ ভাগে চাপা ও নাভি গভীর এবং তাঁহাদের নখ উচ্চ, রক্তবর্ণ অথচ কিঞ্চিৎ তাম্রবর্ণের ন্যায় আভা-যুক্ত, হাল্‌কি ও স্নিগ্ধগুণ যুক্ত এবং মাংসে জড়িত ও অঙ্গুলি সকল দীর্ঘ, ছিদ্ররহিত (নেপা) স্থূল এবং বিস্তৃত, এবং পৃষ্ঠ দণ্ড মহৎ ও অদৃশ্য, সন্ধিও তদ্রূপ অদৃশ্য ও কঠিন, এবং কণ্ঠধ্বনী অচঞ্চল (ধীর) ও পশ্চাদ্ধ্বনী বিশিষ্ট, এবং বর্ণ অরূক্ষ ও প্রভা অচল, (বিনষ্ট প্রভা) এবং তাহারা ধৈর্য্য শীল, বিপদেও তাহাদের প্রকৃতির বিকৃতি হয় না; সমা প্রকৃতি ব্যক্তি গণের শরীর গর্ভ মধ্যে উত্তরোত্তর উত্তম ও নীরোগ হইয়া থাকে এবং তাহাদের চিত্ত কর্ত্তব্যাবধারণে আচার ও আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান, এবং শিল্প শাস্ত্রাদি বিষয়ে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ শুভ হইয়া থাকে, এই প্রকার গুণ সম্পন্ন শরীরে শতবর্ষ আয়ু ও ঐশ্বর্য্য এবং সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু বাস করিয়া থাকে।

সত্ত্বাদি গুণের বিবরণ।

৯২। জীবগণ জন্মকালে পূর্ব্বজন্মের (শুভাশুভ) কর্ম্মানুসারে সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, উক্ত হেতু মন, সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সত্ত্বাদি গুণ সমুদয়, সকল ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে আশ্রয় করে না, ন্যূনাধিক্য রূপে অবস্থান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ বা অধিক সত্ত্ব গুণাবলম্বি, কেহ বা অধিক রজ গুণাবলম্বি, কেহ বা অধিক তমগুণাবলম্বি হইয়া থাকে। উক্ত হেতু সত্ত্বগুণ হইতে শুচি, আস্তিকতা, শুক্লবস্তুতে ইচ্ছা, স্বধর্ম্মে রুচি এবং স্মৃতি, রজ গুণ হইতে

বহু ভাষিত্ব (বাচালতা), অভিমান, অমর্ষতা, অহঙ্কার এবং মৎস্বরতা (পরশ্রীতে কাতর) এবং তম গুণ হইতে আশঙ্কা, অজ্ঞানতা, নিদ্রা, অনুৎসাহ এবং বিমর্ষতা, প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধাতু বিবরণ।

৯৩। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সপ্তপ্রকার ধাতু দ্বারা দেহ রক্ষা হইয়া থাকে। যে হেতু ইহারা তৃপ্তি, বল, আশ্লেষ (জড়তা) স্নিগ্ধতা, ধৈর্য্যতা, পূর্ত্তি (পূরণ) এবং গর্ভোৎপাদন এইসপ্ত প্রকার উৎকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে রসধাতু হইতে শরীরের তৃপ্তি সাধন, রক্ত ধাতু হইতে বলোৎপাদন, মাংস ধাতু হইতে আশ্লেষণ, (লেপন) মেদ ধাতু হইতে স্নিগ্ধত্ব সম্পাদন, মজ্জা ধাতু হইতে পূরণ (অস্থির ছিদ্র) এবং শুক্র ধাতু হইতে গর্ভোৎপাদন হইয়াথাকে।

ধাতু বৃদ্ধির লক্ষণ।

৯৪। প্রাগুক্ত রস ধাতুর বৃদ্ধিতে শ্লেষ্মাবৃদ্ধির তুল্যরূপ (শ্লেষ্মাবৃদ্ধির স্থানে বলা হইয়াছে) কার্য্য হইয়া থাকে। রক্ত ধাতুর বৃদ্ধিতে বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, গুল্ম, উপকুস, কামলা, ব্যঙ্গ, মন্দাগ্নি, মূর্চ্ছা, এবং ত্বক নেত্র ও মূত্র প্রভৃতির রক্ত বর্ণ হইয়া থাকে। (ক) মাংস ধাতুর বৃদ্ধিতে গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, ও গ্রন্থিরোগ এবং

(ক) বিসর্প। চর্ম্মক্ষত রোগ বিশেষ। বিদ্রধি। বেদনাযুক্ত গোলাকার শোথ বিশেষ। বাত রক্ত। রক্ত দূষিত জন্য রক্তরোগের

কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে অধিমাংসনামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত গণ্ড উরু এবং উদরের বৃদ্ধিও হইয়া থাকে (ব) মেদ ধাতুর বৃদ্ধিতে অল্প ব্যায়াম ও গমনাদি কার্য্যে শ্রম ও শ্বাস উৎপন্ন হয়, এবং উদর, নিতম্ব ও স্তনদ্বয় নড়িতে থাকে। অস্থি ধাতুর বৃদ্ধিতে অধিক পরিমান অস্থি ও গজদন্ত প্রভৃতি অধিক দন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। মজ্জা ধাতুর বৃদ্ধিতে নেত্র, অঙ্গ উভয়ের ভার হয় ও অঙ্গুলি সমূহের সন্ধিস্থানে গোড়া মোটা আগাসরু কষ্টসাধ্য ব্রন সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুক্রধাতুর বৃদ্ধিতে স্ত্রীগণের প্রতি অত্যন্ত ইচ্ছা হয় এবং অশ্মরি নামক (পাথরি) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ভ)

ধাতু ক্ষীণের লক্ষণ।

৯৫। ধাতুগণের স্বভাব চিহ্ন এবং বৃদ্ধির কারণ সকল বলা হইল এক্ষণে ক্ষয়ের কারণ বলিতেছি, রসধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরের রুক্ষতা, গ্লানি, ভ্রম, শ্বাস এবং শ্রবণ শক্তির হানি হইয়া থাকে রক্ত ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অম্লরসে ও শীতল বস্তুতে এবং ভক্ষণীয় দ্রব্যে ইচ্ছা

ন্যায় আকার বিশেষ। উপকুশ। দন্তের চারিপার্শ্বে বেদনা বিশেষ। ব্যাঙ্গ চক্ষুর চারিপার্শ্বে কর্জ্জল রেখার ন্যায় দাগ বিশেষ।

(ব) গ্রন্থিরোগ। সন্ধিস্থান জাতরোগ বিশেষ। গণ্ড। গাল। অধিমাংস। কণ্ঠাদিতে শ্বেতবর্ণ মাংস বৃদ্ধি হয়।

(ভ) অস্থি ৩৬০ খানি ও শুক্র অৰ্দ্ধাঞ্জলির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সংপ্রতি রস ৯। রক্ত ৮। মাংস জল ১০। মাংসোদ্ভব বসা ৩। মাংস প্রভব মেদ ২। এবং মজ্জা স্বীয় স্বীয় হস্তের এক অঞ্জলি (আঁজলা খাত) পরিমাণ হয়, প্রয়োজন বোধে বলা হইল।

হইয়া থাকে এবং শিরা সমূহের শিথিলতা ও অঙ্গের রুক্ষতা জন্মিয়া থাকে। মাংস ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে চক্ষুর গ্লানি জন্মে এবং গাল ও চক্ষু শুষ্ক, ও সন্ধিস্থানে বেদনা হইয়া থাকে। মেদ ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কটিদেশ সঙ্কুচিত (অবসন্ন) প্লীহার বৃদ্ধি এবং দেহ ক্ষীণ হইয়া থাকে। অস্থিধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অস্থি সকলে বেদনা হয়, ও দন্ত কেশ এবং নখ পড়িয়া যায়, মজ্জা ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অস্থি মধ্য শূন্য, ভ্রম ও তম দর্শন প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং শুক্র ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে (স্ত্রীসংসর্গ) বিলম্বে শুক্র বহির্গত, কিম্বা রক্ত নির্গত অথবা অণ্ডকোশে অতিশয় বেদনা হয় এবং মেঢ্র দ্বারে যেন ধুম বাহির হইতে থাকে।

ওজ লক্ষণ

৯৬। এই সমস্ত ধাতুগণের তেজ স্বরূপ যে একটি পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার নাম ওজ। উক্ত ওজ সার ও মল রূপে দুইটি আক্ষা হওয়ায় প্রয়োজন মতে সারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সংপ্রতি মল ওজের কথা বিশেষরূপে বলিতেছি। ওজ যদিও শুক্রের মল বলিয়া কথিত হইয়াছে কিন্তু রসাদি ধাতুগণের তেজ স্বরূপ অর্থাৎ সারভূত, এই ওজ শুক্র হইতে উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করিয়া ও শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকায় সর্ব্বতো ভাবে জীবন রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং ওজ জীবনের আধার স্বরূপ, স্নিগ্ধ ও ভূমি জল উভয় গুণের আধিক্যযুক্ত, এবং শুদ্ধ (ম) ঈষৎ লোহিত ও পিতবর্ণের ন্যায় আভাযুক্ত হইয়া থাকে,

(ম) শুদ্ধ। কেহ শুদ্ধকে শুক্ল বর্ণ কহিয়া থাকেন, সুতরাং ওজ (তেজ) শুক্ল, রক্ত, পীত, মিশ্রিত বর্ণ যুক্ত।

ইহার বিনাশে নিশ্চই বিনাশ, ও ইহার স্থিতিতে প্রাণিগণের স্থিতি হইয়া থাকে এই ওজদ্বারা শরীর সম্বন্ধীয় বিবিধ পদার্থ নিস্পন্ন হইয়া থাকে, তজ্জন্য এই তেজ ময় বস্তুকে মুণিগণ ওজ বলিয়া থাকেন।

কোপ, বুভুক্ষা, চিন্তা, শোক এবং ভারাদি বহন রূপ শ্রমাদি দ্বার উক্ত ওজ ক্ষয় হইয়া থাকে, ওজ ক্ষয় হইলে মনুষ্য সকল সর্ব্বদা ভীত ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে এবং তাহাদের চিত্ত চিন্তায় নিয়ত আকুলিত ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল ব্যথিত ও ছায়ার বিকৃতি (য) এবং চিত্ত অস্থির ও শরীর স্নেহ রহিত এবং ক্ষীণ হইয়া থাকে (র) তদনন্তর উক্ত ওজ আবার বৃদ্ধি হইলে অঙ্গের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলোদয় হইয়া থাকে।

মল বিবরণ।

৯৭। পুরিষ মুত্র এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি মলগণ ধাতুগণের ন্যায় সর্ব্বদা শরীরের হিত সাধন করিয়া থাকে। যে হেতু পুরিষ, দেহ সম্বন্ধীয়

(য) ছায়ার বিকৃতি। মস্তক শূন্যদেহ একচক্ষু, এক নাসিকা এক কর্ণ, ভগ্ন হস্ত, এক পদ, শরীর ছিদ্র যুক্ত দীর্ঘ ও খর্ব্ব প্রভৃতি ছায়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(র) ওজ ক্ষীণে পুষ্টি সাধন। জীবই, কাকলা, ক্ষীর কাকলা, মেদা, মহামেদা, মাসানি, মুগানি, ঋষভক্, জীরক, মন্তল, এই জীবনীয় গণ ও ভুই কুমড়া, সোদালি, বিচিটী, স্বেতগাধা পুর্ণিমা, দেবদারু, মাসানি, মুগানি, আলকুসি, জীবন, পঞ্চমুল হ্রস্ব পঞ্চমুল এবং হংসপদ এই বিদার্য্যাদিগণ। ও ঘৃত সর্করা দুগ্ধ এবং মাংসের কাথ প্রভৃতি দ্রব্য সমুদয় ভক্ষণেও ওজ ক্ষয় নিবারণ হইয়া থাকে ইহা জীবনের বিশেষ হিত কর।

পদার্থ সমুদয় রক্ষা ও মুত্র অভ্যন্তরস্থিত ক্লেদ সমুদয় নিঃস্মরণ এবং ঘর্ম্ম কেশাদি রোম সমূহ স্বীয় স্বীয় স্থানে রক্ষা করিয়া থাকে (ল)

মল বৃদ্ধির লক্ষণ।

৯৮। মলগণের স্বাভাবিক গুণের কথা যাহা বলা হইল, তদপেক্ষা অধিক বা ক্ষয় হইলে রোগ লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু পূরিষ বৃদ্ধি হইলে উদর স্ফীত, উদরের শব্দ, উদর গুরুত্ব এবং উদরের বেদনা। মুত্র বৃদ্ধি হইলে বস্তিদেশে (মুত্রাশয়ে) অতিশয় ব্যথা ও মুত্র ত্যাগ করণে অকরণ জ্ঞান। ঘর্ম্ম বৃদ্ধি হইলে অতিশয় ঘর্ম্ম বহির্গত শরীরের দুর্গন্ধ ও কণ্ড লক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঘ্রাণ, কর্ণ, ও নেত্র প্রভৃতির পিচুটি আদি এই দুষিকা মলগণ বৃদ্ধি হইলে আপন আপন পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় ও স্বীয় স্বীয় স্থান সকলের গুরুতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

মল ক্ষীণের লক্ষণ।

৯৯। উক্ত মলগণ মধ্যে পূরিষ ক্ষয় হইলে বায়ু, শব্দসহ অন্ত্র (নাড়ী বিশেষ আঁতড়ি) বেষ্টন করিয়া কুক্ষি মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং হৃদপার্শ্ব উভয় স্থলে পীড়ন করত ঊর্দ্ধদেশে গমন করে। মুত্র ক্ষয় হইলে অল্প পরিমিত মুত্র নির্গত, বা মুত্র নির্গত হইতে যন্ত্রণা, কিম্বা

(ল) পুরিষ। স্বীয় স্বীয় হস্তের ৭ অঞ্জলি—পরিমাণ পক্কাশয়ে; মুত্র ৪ অঞ্জলি পরিমাণ বস্তিতে অবস্থান করে।

মূত্রের বিবর্ণতা, অথবা সরক্ত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। মর্ম্ম ক্ষয় হইলে রোমের পতন, বা স্তব্ধতা (রোমকূপ বদ্ধ) অথবা ত্বক স্ফাটিত অর্থাৎ চির চির হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পিচুটি প্রভৃতি ভুষিকা মলগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ঘ্রাণ, কর্ণ এবং নেত্র প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় পথ সকলের শুষ্কতা, বেদনা, শূন্যতা এবং লাঘবতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এই মলগণের বৃদ্ধি ক্ষয়ের কথা যাহা বলা হইল তন্মধ্যে বৃদ্ধি অপেক্ষা ক্ষয়ই দেহের অধিক পীড়াকর হইয়া থাকে (ব)।

ধাতু সার কথন।

১০০। প্রাগুক্ত রস রক্তাদি ধাতুগণের মধ্য ভাগে, জরায়ুবৎ সূক্ষ্ম চর্ম্মদ্বারা আচ্ছন্ন ধাত্বাগ্নি দ্বারা পরিপক্ব ক্লেদ, কাষ্ঠের সারভাগের ন্যায় যে দৃঢ় হইয়া থাকে তাহাকে কলা কহে। উক্ত কলা আবার সার সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। মনুষ্যদিগের ত্বক রক্তাদি ধাতুগণের উক্ত সারের অন্তভাগ লইয়া মানসিক বলের পরিমাণ জানিবার জন্য অপর একটি মনসার কথিত হইয়াছে। অতএব উক্ত সাতটি সার এই মন সারের সহ আটটি মাত্র সার উল্লেখিত হইয়াছে এই সকল সার পরস্পর ক্রমে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সকল সারযুক্ত না হইলে তাহাদের, লোকে অসার কহিয়া থাকে। যাহারা সকল সারযুক্ত তাহারা মর্য্যাদান্বিত, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে আশাবান, দুঃখ সহনশীল, সদ্বুদ্ধিযুক্ত, এবং স্থিরচিত্ত

(ব) এই দোষ ধাতু ও মলগণের বৃদ্ধি ক্ষয় জানিবার অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। তবে ইহাদের স্বাভাবিক গুণকর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া বিপরীত গুণকর্ম্মের ক্ষয় দ্বারা বৃদ্ধির ও বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষয় হয় বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যাহারা সত্ত্বগুণাধিক সত্ত্বসারযুক্ত (এই সত্ত্ব রজঃ তম গুণাবলম্বীদিগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) তাহারা স্বীয় গুণানুসারে উৎসুক না হইয়া সুখ ও ব্যাকুল না হইয়া দুঃখ ভোগ করে। রজঃগুণাধিক সত্ত্বসারেরা অন্য কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া সুখ ও আশ্বাসিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এবং তমগুণাধিক সত্ত্ব সারেরা উৎসুখ হইয়া সুখ ও ক্লেশ পর হইয়া দুঃখ ভোগ করে। অর্থাৎ সুখেতে অতিশয় আনন্দ ও দুঃখেতে অতিশয় নিরানন্দ হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে কেবল সত্ত্ব সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কেন না দান, শীলতা, দয়া সত্য কথা, যথাকালে (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) স্ত্রী সংসর্গ প্রত্যুপকার, রসায়ণ ঔষধ প্রয়োগ, এবং বন্ধুত্ব এই দানাদিগণ সকল, সত্ত্ব সার ব্যক্তিদিগের পুণ্য ও আয়ু বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিজ্ঞান বিষয়ে সমস্ত কথা এক প্রকার বলা হইল এক্ষণে লোকে সংসারে রোগ বিবর্জ্জিত হইয়া যে রূপে সুখে বাস করিতে পারে তদ্বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি।

স্বাস্থ্যের কারণ।

১০১। শিশির ঋতুতে শীত, বসন্ত ঋতুতে নাতি শীতোষ্ণ, গ্রীষ্ম ঋতুতে উষ্ণ, বর্ষা ঋতুতে বর্ষণ, শরৎ ঋতুতে নির্ম্মল মেঘ, এবং হেমন্ত ঋতুতে হিম, অল্প বা এক বারে না হইয়া উপযুক্ত মত হইলে এই অনুকুল কাল সকল স্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে।

সেই রূপ পরিষ্কৃত গৃহ, মলা রহিত শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্র, সৌগন্ধি বস্তুর আঘ্রাণ, বন্ধুবর্গের সহিত সংমিলন, আত্মীয় গনের সহিত একত্রে বাস, স্বজন বর্গের সহিত সৌহৃদ্য, শব্দ সকলের মধুরতা, পুত্র ও ভৃত্য বর্গের শিষ্টতা, এবং প্রিয়তমার শুশ্রূষা, অল্প বা একবারে না হইয়া উপযুক্ত মত হইলে প্রিয়তম এই বিষয় গুলি স্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে।

তদ্রূপ যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, দেব অর্চ্চনা, সন্ধ্যা ও বেদ মাতা গায়ত্রির উপাসনা, পবিত্রতা, ঔষধ গ্রহণ, পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, তিথি নক্ষত্র গ্রহাদির পূজা, গুরুজনের পদধূলি ধারণ ও আশির্ব্বাদ গ্রহণ, ভক্ষ ও পানীয় বস্তুর বিচার, তিথি নিসিদ্ধ ভক্ষ বস্তু ত্যাগ, অতিথি সেবা, এবং স্বজন বর্গে—পালন, হিন্দু দিগের এই ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম গুলি স্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে।

সেইরূপ মুসলমান দিগের মহম্মদীয় ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম গুলি এবং ম্লেচ্ছ দিগের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম গুলিও তৎ তৎ ধর্ম্মানুরাগি দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে।

সেই প্রকার বদ্ধ মল ও কুপিত পিত্তের উপসম (সময় ক্রমে বমন বিরেচন গ্রহন) পরিমিত ভোজন এবং নিয়মিত সময় (যাহার যে অভ্যাস) স্নান, ভোজন ও শয়ন এই সুখানুবন্ধি কর্ম্ম গুলি স্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে। তন্দ্রা রহিত চিন্তা রহিত চিত্ত, মদারহিত (খলতা বা কপটতা রহিত) বুদ্ধি এই সকল ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি দিগের সতত স্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে (শ)।

নীরোগ বিবরন।

১০২। যে ব্যক্তি অতি কঠিন বা গুরু কিম্বা শুষ্ককারক অথবা বিরুদ্ধ ভক্ষ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া লঘু, উষ্ণ, জীর্ণকারক এবং বিরুদ্ধ যোগরহিত হিতকর দ্রব্য সকল সতত আহার করে এই হিত কর আহারের দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি ধূলি, ধুম, কোয়াসা, শীত, রৌদ্র, অগ্নির উত্তাপ ও শ্রমাদি পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র (নির্ম্মল) স্থানে বা বহু দ্বার ও বহু গবাক্ষ সংযুক্ত বায়ু সঞ্চারিত গৃহে বাস করে কিম্বা শিশিরাদি রহিত নাতি শীতোষ্ণ কালে ব্যায়াম করে অথবা প্রখর তপন তাপ বা অগ্নির উত্তাপ এবং অতিরিক্ত পথ ভ্রমণাদি শ্রম পরিত্যাগ করে এবং উষ্ণকালে শীত প্রধান দেশে শীতকালে উষ্ণ প্রধান দেশে বাস করে বা স্বস্থানে

(শ) [illegible] ভুক্তং যথা মনোজ্ঞা ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি। সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদাচ বুদ্ধির্ভবন্তি ধীরস্য সদা সুখায়।

থাকিয়াই শীতোষ্ণ বর্ষাদি হইতে আপন শরীর রক্ষা করে এই হিত বেহার সেবনে দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি অগ্রেই শুভ ও অশুভ কার্য্য বিচার করিয়া পরে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এই ভাবি দৃষ্ট কার্য্যের দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি বাক, পানি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের আকাঙ্ক্ষা রহিত হয় এই সকল ইন্দ্রিয় দমনে দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি দীন, দুঃখী প্রার্থি, ও যাচঞার্থি ব্যক্তি দিগকে বিমুখ না করে অর্থাৎ সাধ্যানুসারে আশা পূর্ণ করে এই দাতৃত্ব শক্তি দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র কীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীকে আত্মবৎ দর্শন করে। এই সম দর্শনে দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি ভুলিয়াও কখন মিথ্যা বাক্য কহে না অর্থাৎ স্বার্থের হানি হইলেও সর্ব্বদা সত্য কহিয়া থাকে এই সত্য বাক্যে দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি সাধ্য থাকিলেও দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে সতত ক্ষমা প্রদর্শন করে এই ক্ষমা গুণে দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে।

এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধ দিগকে সতত উপাসনা করে এই প্রীতকর উপাসনা দ্বারা সে ব্যক্তি অরোগী হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই সকল ব্যক্তি অরোগ শরীরে সদাসুখে বাস করিয়া থাকে (য)।

(য)। নিত্যং হিতাহার বিহার সেবী সমীক্ষকারী বিষয়ে ষ্বসক্তঃ। দাতাসমঃ সত্যপরঃ ক্ষমা বানাপ্তোপসেবী ভবত্যহ রোগঃ॥

অদৈব যুক্তকালে অরোগ বিবরণ।

১০৩। তদ্রূপ যে অপ্রাপ্য বিষয় পাইবার যত্ন না করে ও প্রাপ্য বিষয় পাইবার জন্য সতত অযত্ন না করে। এবং চক্ষু লোভ হইতে, কর্ণ কটু বাক্যাদি হইতে, নাসিকা নিন্দিত শ্রেয় বস্তু হইতে, জিহ্বা কটু কষায় হইতে, ত্বক সুখস্পর্শাদি হইতে, মুখ দুর্ব্বাক্য হইতে, করদ্বয় পর দ্রব্য হইতে, গুহ্য অপক্ব পুরিষাদি হইতে, চরণদ্বয় উত্তাপি হইতে, উপস্থ কামাদি হইতে, এবং মন, হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধাদি হইতে, যে দূরে রাখিয়াছে অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয় সকল যে জয় করিয়াছে (স) তাঁহার তৎকালে যদ্যপি প্রতিকুলে দুরদৃষ্ট (পূর্ব্ব জন্মের অশুভ কর্ম্মের ফল) নাথাকে তাহা হইলে কখন তাহার রোগ হয় না অর্থাৎ সে সর্ব্বদা অরোগী হইয়া থাকে (হ)।

(স)। জয়শব্দে এস্থলে সাধুগণ বলেন ইন্দ্রিয়গণ অন্য কার্য্যে নাথাকিয়া কেবল ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে জয় বুঝাইবে।

(হ)। অর্থেষ্বলভ্যেষ্বকৃত প্রযত্নং কৃতাদরং নিত্য মুপায় বৎসু। জিতেন্দ্রিয়ং নানুতপন্তি রোগাস্তৎ কালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবং॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

পুস্তক সম্পূর্ণ।

রসরত্নেশ্বর ।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত, বিবেচিত, পরীক্ষিত ও

প্রকাশিত ।

(কলিকাতা নং ৮ নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট
হইতে প্রকাশিত ।)

কলিকাতা ।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে
শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা মুদ্রিত

নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট নং ৮ ।

১৮৮৭

বিজ্ঞাপন।

আমার এই রসায়ন গ্রন্থখানির ঔষধ সকল আশু ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত। অন্যান্য মতের ঔষধে উপকার না পাইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই উপকার পাইবেন এরূপ আমার বিশ্বাস, এ সকল উৎকৃষ্ট যোগ প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর হইতে সংগৃহীত। সাধারণের অপর চিকিৎসক-গণের উপকারার্থ প্রকাশ করিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি যশের কারণ ও কীর্ত্তিপ্রদ হউক।

এই সকল ঔষধের অনুপান আমার "অনুপানবিধি" নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত আছে, তাহা দেখিয়া রোগের অনুযায়িক অনুপান স্থির করিয়া লইবেন। ইতি

কলিকাতা
নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট নং ৮ } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

বিষ ও ধাতু আদি আমার লিখিত ব্যবস্থা মতে শোধন করিয়া এই সমুদায় ঔষধে প্রয়োগ করিবেন। অশোধিত প্রাণনাশক, নানা রোগোৎপন্ন কারক।

শোধনাদি প্রকরণ সত্বর
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবেক ।

অকারাদি ক্রমে সূচীপত্র।

অকারাদি ক্রমে সুচীপত্র।

সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

ইতি সূচীপত্র।

রসরত্নেশ্বরে

ঔষধ প্রকরণ ।

রোগাধিকার।

সম্পূর্ণ।

রসরত্নেশ্বর।

ঔষধ প্রকরণ।

বিরেচকে ॥ ১ ॥

১। ক্ষেত্রপাল বটী।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ প্রত্যেকে এক ভাগ জয়পাল বীজ নয় ভাগ হরীতকীর দুই, আমলকীর এক, বহেড়ার দুই ও ভৃঙ্গরাজের রসে তিন বার ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটী করিবে। শীতল জল অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

রোগ বিশেষে কোন ঔষধে দাস্ত না হইলে ইহা সেবনে অবশ্য ভেদ হইয়া থাকে।

নবজ্বরে ॥২॥

১। জগন্নাথ বটী।

পারদ ১এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, হিঙ্গুল দুই ভাগ, তামা এক ভাগ ক্রমশঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কটকী ও মুতা প্রত্যেকে এক ভাগ, দন্তী ক্বাথে এক, ঘৃতকুমারীর রসে দুই ও নিমপাতার রসে এক বার ভাবনা দিয়া এক কুঁচ পরিমিত বটী করিবে। বায়ু প্রাধান্যে

মুত্তার রস মধু, পিত্তে পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস মধু ও কফে মধু অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

সন্নিপাত জ্বরে ॥৩॥

১। মহানন্দী রস।

পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল প্রত্যেকে এক ভাগ, রসসিন্দুর দুই ভাগ, লৌহ তিন ভাগ, তাঁবা এক ভাগ, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, জয়পাল একান্নটী, মরিচ, শুঁঠ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শ্বেতকুঁচ, পিপুল প্রত্যেকে দুই ভাগ শিউলিপাতার রসে তিন, আদার রসে এক, জয়ন্তীপাতার রসে দুই, ভৃঙ্গরাজের রসে তিন ও বাসক পাতার রসে দুই বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করত মধু অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

২। কালভৈরবাঞ্জন।

অঞ্জন।

হিঙ্, তুঁতে, কর্পূর সমভাগ পিপুল ক্বাথে এক ও জায়পালের রসে এক বার ভাবনা দিয়া বটী করিয়া রাখিবে। জলে ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উপদ্রব সহ সন্নিপাত নাশ হয় ॥২॥

৩। চিন্তানল।

নাস।

রসসিন্দুর, খর্পর, তাঁবা, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ চিতার রসে এক, আকন্দ দুগ্ধে দুই ও রশুনের রসে এক বার ভাবনা দিয়া বাতি মত করিয়া রাখিবে। জলে ঘষিয়া নাশ দিলে তন্দ্রা, প্রলাপ আদি নাশ হইয়া সংজ্ঞা লাভ ও সন্নিপাত জ্বরের শান্তি হয় ॥৩॥

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ॥৪॥

১। মণিকেতু যোগ।

লৌহ, পারদ, গন্ধক, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ কর্পূর দ্বিগুণ, জায়ফল, জৈত্রী, পিপুলের দানা, লবঙ্গ, সোহাগা, মরিচ প্রত্যেকে তিন ভাগ আদার রসে দুই, জয়ন্তী পাতার রসে এক, মুতার রসে দুই, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রসে এক ও ঘৃতকুমারীর রসে এক বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে ॥১॥

জ্বরাতিসারে ॥৫॥

১। মাণিক্যাদি।

রসসিন্দুর, হিঙ্গুল, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ সোহাগা, লৌহ, যবক্ষার দ্বিগুণ, পঞ্চলবণ অর্দ্ধ ভাগ, অভ্র, সিদ্ধিপাতা, হিঙ্ প্রত্যেকে চতুর্থাংশ জম্বীর নেবুর রসে সাত, মুতার রসে দুই, ছাগদুগ্ধে তিন, গীমার রসে চার, বেলশুঁঠ ক্বাথে পাঁচ, পানের রসে এক, ধনে,বালা, সাদাজীরা, কালজীরা, যোয়ান, শুল্‌ফা, ধাইফুল, কুড়চী, দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে ॥১॥

অতিসারে ॥৬॥

১। স্থিরসৌদামিনী।

হিঙ্গুল, কর্পূর, রসসিন্দুর, পারদ ও রৌপ্য সমভাগ আফিম দ্বিগুণ বড়এলাচ ভস্ম চতুর্গুণ, জৈত্রী অর্দ্ধ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য প্রথমে রৌপ্য ও পারদে মিশ্রিত করত গন্ধক দ্বারা কজ্জলী করিয়া অন্যান্য ঔষধ মিশ্রিত করিবে। পরে মুকার রস ও ছাগদুগ্ধের তিন, নিসিন্দা পাতার

রসে এক, বেলশুঁঠ ক্বাথে সাত, ইন্দ্রযব, তেজপাতা, তালপাতা, মরিচ, জামের ছাল, তেঁতুল ছাল, দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ॥১॥

গ্রহণী রোগে ॥৭॥

১। রাজরাজেশ্বর বটী।

মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগার খই, অভ্র প্রত্যেকে এক ভাগ, আফিম দুই ভাগ, রসসিন্দুর অর্দ্ধ ভাগ, মেষশৃঙ্গ ভস্ম তিন ভাগ, জায়ফল, আমেরকেশি প্রত্যেকে সার্দ্ধ এক ভাগ এই সমুদায় নিয়মানুসারে খল করত, মুতার রস, জামের পাতার রস, দাড়িম পাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, গীমাশাকের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন এবং বেলশুঁঠ, সাদাজীরা, অশ্বগন্ধা, কুড়চী, ইন্দ্রযব, ধনে, পাণিফল, লবঙ্গ, সিদ্ধি পাতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে দুই বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী করিবে ॥১॥

অর্শে ॥৮॥

১। লক্ষ্মীনারায়ণ চূর্ণ।

পারা, গন্ধক, মনঃশিলা, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ, সোহাগা, তাম্র, স্বর্ণ, ভেলা ও রৌপ্যমাক্ষিক প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, শিলাজতু ও বংশলোচন দ্বিগুণ, হিরাকস অষ্টমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শর্করা, লবঙ্গ, জায়ফল প্রত্যেকে ত্রিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া ঘৃতকুমারির সাঁস, মুতার রস ও শ্বেতপুনর্নবার রসে তিন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গজপিপ্পলী, আতইচ, তেউড়ী ও বিড়ঙ্গ ইহা-

দের প্রত্যেকের কাথে এক বার, মান ও ওলের কাথে সাতবার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

অগ্নিমান্দ্যে ॥৯॥

১। হেমচন্দ্র রস।

পারা, গন্ধক, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, সামুদ্র লবণ, অভ্র, সোহাগার খই প্রত্যেকে এক ভাগ, রৌপ্য অৰ্দ্ধ ভাগ ক্রমশঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক সিদ্ধি পাতার রসে তিন, জম্বীর নেবুর রসে সাত, মুতার রসে দুই, যোয়ান ভিজান জলে পাঁচ, জীরা ভিজান জলে তিন, ভৃঙ্গরাজের রসে এক, তুলসী পাতার রসে এক, কাগুজীনেবুর রসে তিন ও ত্রিফলার কাথে এক বার ভাবনা দিয়া অৰ্দ্ধ কঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করত অনুপান যোজনা করিয়া সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, শূল, গুল্ম, উদাবৰ্ত্ত, আনাহ, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উদর বেদনা, উদর স্ফীত ইত্যাদি বিবিধ প্রকার অজীর্ণ দোষ নিবারণ হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কণাদ মুনি কৃত পরীক্ষিত।

ক্রিমিরোগে ॥১০॥

১। পূর্ণ শশি।

পারা, গন্ধক, লৌহ, কুঁচিলা, শিলাজতু ও হিরাকস সমভাগ, বিষ, তাম্র, রসাঞ্জন, বঙ্গ, সোহাগা চতুর্থাংশ। অভ্র, মনঃশিলা, হরিতাল পঞ্চমাংশ, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, লাক্ষা ও কুষ্ঠ দ্বিগুণ। বিড়ঙ্গ, পিপুলের দানা, মরিচ, যোয়ান ও শুঁঠ প্রত্যেকে চতুগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া শালিঞ্চার রস, ঘোষালতার রস, পটোলের রস, ছাগ

দুগ্ধ, মুতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, বেলপাতার রস, তুলসী পাতার রস ও আদার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, হরীতকী,আমলকী, বহেড়া, ধাইফুল, হরিদ্রা,দারুহরিদ্রা, যোয়ান, নিমফল, বালা, ইন্দ্রযব ও ইন্দুরকানি ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

পাণ্ডুরোগে ॥১১॥

১। বেণীমাধবযোগ।

পারা, গন্ধক, মণ্ডুর প্রত্যেকে সমভাগ। বিষ চতুর্থাংশ। অভ্র, রৌপ্যমাক্ষিক, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেকে দ্বিগুণ। মোচরস, পিপুল, মরিচ, চিনি, বড়এলাচ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া গুড়ূচীর রস, ছাগদুগ্ধ, ধূতুরা পাতার রস, শালিঞ্চাশাকের রস, ইক্ষু রস, পটোলের রস, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস,বাকস পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত সাত বার। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, জয়পাল বীজ,দন্তী, তেউড়ী, চিতা, পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার, তেজপাতা, দেবদারু, চই, তালমূলী, গোধূম, যব, কাকমাচী, ইন্দ্রবারুণী, পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে।

রক্তপিত্ত রোগে ॥১২॥

১। মাণিকচন্দ্র রস।

পারা, গন্ধক,লৌহ,গৈরিক প্রত্যেকে সমভাগ। তাম্র, বঙ্গ ও হরিতাল চতুর্থাংশ স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক,

শিলাজতু, রসসিন্দূর, রসাঞ্জন ও সৌরভ্রষ্টমৃত্তিকা দ্বিগুণ। পিপুলের দানা, চিনি, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, দারুচিনি,ছোট এলাচ প্রত্যেকে চতুর্গুণ। গুলঞ্চের রস, শতমূলীর রস, মুতার রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, বাকস পাতার রস, কুষ্মাণ্ডের রস, কার্পাস ফুলের রস, মধু ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার। পদ্মকেশর, তেজপাতা, নীলোৎপল, জীরা, দ্রাক্ষা, চন্দন, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী করিবে।

রাজযক্ষ্মা রোগে ॥১৩॥

১। চন্দ্রশেখর বটী।

পারা,গন্ধক, স্বর্ণ ও রৌপ্য সমভাগ। রসসিন্দুর, গৈরিক, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক চতুর্গুণ, তাম্র, বঙ্গ ও হরিতাল অষ্টমাংশ। শিলাজতু দ্বিগুণ। লৌহ সার্দ্ধ এক ভাগ। অশ্বগন্ধা, পিপুলের দানা, মরিচ, বংশলোচন, দারুচিনি, লবঙ্গ, জৈত্রী, এলবালুক, বড়এলাচ, জায়ফল ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রস, নিসিন্দার রস, জয়ন্তীপাতার রস, বাকস পাতার রস, কাগুজীনেবুর রস, পানের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, ঘৃতকুমারীর শাঁস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, শতমূলীর রস, টাবানেবুর রস ও করবীর রস ইহাদের রসে দুই বার,রাস্না,হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জীরা, তালমাখনা, বেড়েলা, শূকশিম্বী, যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া সিজের আঠায় এক দিন খল করত কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

কাস রোগে ॥১৪॥

১। হেমাঙ্গিনী।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও কর্পূর সমভাগ। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, খর্পর ও অভ্র দ্বিগুণ। হরিতাল, হিঙ্গুল, স্বর্ণ ও তাম্র প্রত্যেকে অষ্টমাংশ। মনঃশিলা ও প্রবাল ষোড়শাংশ। মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, দারুচিনি, বড়এলাচ বংশলোচন ও নাগকেশর প্রত্যেকে চতুর্গুণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস, গুড়-চীর রস, বাকসপাতার রস, শতমূলীর রস, আদার রস, মুতার রস, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস ও ছাগদুগ্ধ ইহাদের প্রত্যে-কের তিন তিন বার, চিতার, সিদ্ধিপাতা, নিসিন্দা, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, যষ্টিমধু, তালপত্র, তেজপাতা, কণ্টকারী, ধাইফুল, পুনর্নবা ও সাদাজীরা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

শ্বাস রোগে ॥১৫॥

১। চন্দ্রাবলি রস।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য-মাক্ষিক, শঙ্খভস্ম ও অভ্র দ্বিগুণ। বড়এলাচ ও শিলাজতু ত্রিগুণ। তাম্র, প্রবাল ও মনঃশিলা চতুর্থাংশ। সোহাগা ও বঙ্গ চার অংশের এক অংশ। পরে পরে খল করিয়া ছাগদুগ্ধে সাত বার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, পিপুলমূল ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ পাঁচ বার। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে কাথে তিন তিন বার, বাকসের মূল, পত্র ও ছালের কাথে দুই বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

স্বরভেদ রোগে ॥১৬॥

১। ত্রিলোকচন্দ্র বটী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, জায়ফল, বিষ ও সোহাগা চতুর্থাংশ। পিপুলের দানা ও বংশলোচন আট ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রসে সাত বার, চই, মরিচ, চিতা, শুঁঠ ও তালিশপত্র ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অরোচক রোগে ॥১৭॥

১। অনঙ্গমঞ্জরী রস।

পারা, গন্ধক ও বিষ সমভাগ, সোহাগা চতুর্থাংশ, অভ্র তৃতীয়াংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, হীরক ভস্ম এক কুঁচ ক্রমশঃ খল করিয়া টাবানেবু, জম্বীরনেবু ও ছোলঙ্গ-নেবুর ক্বাথে সাত বার, মুতা, লবঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সাদাজীরা, কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ বার, অম্লদাড়িমের রসে সাত বার, আমরুলের রসে তিন বার, পুরাতন কুল ও পুরাতন তেঁতুলের সত্ত্বে এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

ছর্দ্দি রোগে ॥১৮॥ (বমন)

১। রাজরাজেন্দ্র বটী।

রসাঞ্জন এক ভাগ, রসসিন্দুর পাঁচ ভাগ, শুঁঠ, পিপুলের দানা ও মরিচ প্রত্যেকে দুই ভাগ, জীরা ভাজা চূর্ণ পাঁচ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া হরীতকী ও কণ্টকারীর ক্বাথে একুশ বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

তৃষ্ণা রোগে ॥১৯॥

১। লক্ষ্মীকান্ত রস।

পারা ও বঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, হরিতাল ও তাম্র চতুর্থাংশ, তুঁতে অষ্টমাংশ, ছোট এলাচ ও নাগকেশর সমভাগ একত্রে খল করিয়া বটের ঝুরি, জামের পাতা, আমের ছাল ইহাদের ক্বাথে তিন বার, পিপুল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথে পাঁচ বার, চন্দন ভিজান জলে সাত বার ও মধুতে এক বার খল করিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

মূর্চ্ছা রোগে ॥২০॥

১। মায়াসুন্দরী।

স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক সমভাগ, রসসিন্দুর চতুর্গুণ, পিপুলের দানা দ্বিগুণ, মধুতে খল করিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

মদাত্যয় রোগে ॥২১॥

১। গোপীনাথ বটী।

রসসিন্দুর এক ভাগ, হিঙ্গু চতুর্থাংশ, বড়এলাচ, সৌবর্চ্চল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দারুচিনি চতুর্গুণ ক্রমশঃ খল করিয়া জোয়ান, চই, সাদাজীরা ও কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

দাহ রোগে ॥২২॥

১। পদ্মাবতী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, তাম্র চতুর্থাংশ, লৌহ অর্দ্ধাংশ, গৈরিক ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা দ্বিগুণ, শুঁঠ, পিপুল ও

মরিচ চতুর্গুণ, জম্বীরনেবুর রসে তিন বার, পানের রসে এক বার ও আদার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটীপ্রস্তুত করিবে।

উন্মাদ রোগে ॥২৩॥

১। আশুতোষ গুটী।

পারা, গন্ধক, অভ্র ও রসাঞ্জন সমভাগ, বিষ, সমুদ্র-ফেণ, সৌবীরাঞ্জন ও ধুস্তুর বীজ চতুর্থাংশ, কুঁচিলা, মুক্তা, হরিতাল ও মনঃশিলা অষ্টমাংশ, হীরাভস্ম এক কুঁচ, স্বর্ণ দুই আনা, রসসিন্দূর ও শিলাজতু সমভাগ, কস্তুরী এক আনা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া মুতা, ভৃঙ্গরাজ, দেবদারু, কণ্টকারী, ক্ষীরণমূল ও ক্ষেত-প্যাপড়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার, চিরতা, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথে তিন বার, ঘৃতকুমা-রীর শাঁসে সাত বার ও সীজের আঠায় এক বার খল করিয়া মরিচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

অপস্মার রোগে ॥২৪॥

১। মহামায়ামৃত রস।

লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও গন্ধক-প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র, রসাঞ্জন ও মনঃশিলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, শিলাজতু সকলের সমান, কস্তুরী ও বিষ যোড়-শাংশ, গোক্ষুর, নাগকেশর, বচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রসে তিন, সীজের আঠায় এক, দশমূল ও চিতার ক্বাথে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

বাতব্যাধি রোগে ॥২৫॥

১। হীরানন্দী।

পারা, গন্ধক, লৌহ, পঞ্চলবণ, রৌপ্যমাক্ষিক ও রৌপ্য সমভাগ, হরিতাল, স্বর্ণ, সোহাগা, তুঁতে, কাংস, হিঙ্গুল প্রত্যেকে দ্বাদশাংশ, রসসিন্দুর ও অভ্র সকলের সমান, সমুদ্রফেণ ও রসাঞ্জন অষ্টমাংশ. হীরক স্বর্ণের চতুর্থাংশ একত্রে খল করত. মিশাইয়া পিপুলের দানা, মরিচ, পঞ্চলবণ, জৈত্রী, জায়ফল, বচ প্রত্যেকে সমস্ত ঔষধের ষোল ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া নেবুর রস, দাড়িমের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, আকন্দপাতার রস, নিসিন্দার রস, আদার রস, মুতার রস, পানের রস ও মনসা পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন বার, হরীতকী, ধনে, গণিয়ারী, বহেড়া, ভুমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, সিদ্ধি, চিতা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকী ও জয়পাল ইহাদের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

অস্পর্শবাত রোগে ॥২৬॥

১। যোগ ভৈরবী।

স্বর্ণ. মুক্তা, লৌহ ও হরিতাল প্রত্যেকে এক ভাগ, অভ্র ত্রিগুণ, ভাণ্ড চতুর্থাংশ, সকলের সমান রসসিন্দুর ক্রমশঃ খল করিয়া ঘৃতকুমারীর শাঁসে সাত বার ও গুড়ের রসে তিন বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

শ্লেষ্মা রোগে ॥২৭॥

১। যোগচিন্তামণি।

পারা, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্যমাক্ষিক, শিলাজতু, মনঃ-

শিলা, বঙ্গ, কর্পূর ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেকে এক ভাগ, বিষ, প্রবাল, হিঙ্গু ও সিদ্ধি বীজ চতুর্থাংশ, পঞ্চলবণ, গৈরিক, যবক্ষার, স্ফাটিক ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ, ভেলা ও কঙ্কুষ্ঠ অষ্টমাংশ, সোহাগা,তাম্র ও সীসা স্বর্ণাদির ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, শুঁঠ,পিপুল, মরিচ, কট্ফল,জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেকে দ্বিগুণ,ক্রমশঃ খল করিয়া, নিসিন্দার রস, আকন্দ পাতার রস, আদার রস, চিতার রস, বাকসের রস ও তুলসী পাতার রস ইহাদের ক্বাথে প্রত্যেকে তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, জোয়ান, চই, সাদাজীরা,কালজীরা, পুষ্করমূল, গজপিপ্পলী, ইন্দ্রযব, সোমরাজী, কণ্টকারী, বেলমূলের ছাল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে দুই দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

পিত্তরোগে ॥২৮॥

১। শিবচন্দ্রামৃত রস।

রৌপ্যভস্ম, প্রবাল,লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও মনঃশিলা প্রত্যেকে এক ভাগ,অভ্র,গৈরিক ও শঙ্খভস্ম দ্বিগুণ, গন্ধক ও স্ফটিক অর্দ্ধাংশ, হিঙ্গুল চতুর্থাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গকলিকা ও জৈত্রী প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া যষ্টিমধু, জটামাংসী ও তালিশ পত্র ইহাদের ক্বাথে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ তিন তিন বার, গুড়ূচীর ক্বাথে সাত বার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকের ভিজান জলে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

বাতরক্ত রোগে ॥ ২৯॥

১। নন্দানন্দ বটী।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ, বিষ চতুর্থাংশ, ধুস্তুর বীজ, তুঁতে ও হরিতাল অষ্টমাংশ, অভ্র ও ভেলা অর্দ্ধাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও পলাশ ক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস, টাবানেবুর রস ও চিতার রস প্রত্যেকে তিন তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, সোমরাজ, পুনর্নবা, দেবদারু ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া মটর পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

উরুস্তম্ভ রোগে ॥৩০॥

১। তারকেশ্বর।

পারা, গন্ধক ও কুঁচ প্রত্যেকে সমভাগ, হিঙ্ ও ধুস্তুর বীজ অষ্টমাংশ, সৈন্ধব লবণ ও শিলাজতু দ্বিগুণ, শুঁঠ ও পিপুল চতুর্গুণ, বেল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণি-য়ারি, চাকুলে, কণ্টকারী, গোক্ষুর, জয়ন্তী, কাকমাচী ও জয়পাল প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

আমবাত রোগে ॥৩১॥

১। যোগতরঙ্গিণী।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, লৌহ ও তুঁতে প্রত্যেকে সম-ভাগ। হিঙ্গুল অষ্টমাংশ, অভ্র দ্বিগুণ, তাম্র ষোড়শাংশ, সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধাংশ একত্রে খল করিয়া পিপুল, পিপুল মূল, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাচ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ত্রিগুণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তেজপাতা, দেবদারু, জোয়ান, রাস্না,

ধনে, দন্তী, গজপিপ্পলী, মান, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার। মুতার রসে দুই বার, গুলঞ্চের রসে চার বার ভাবনা দিয়া তেঁতুল ক্ষার গন্ধকের সমান মিশ্রিত করিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

শূলরোগে ॥৩২॥

১। দক্ষরাজ বটী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেকে সমভাগ, বিষ অষ্টমাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, শঙ্খভস্ম ও যবক্ষার দ্বিগুণ। রসসিন্দুর সকলের সমান, হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম, হিরাকস, তুঁতে, মনঃশিলা পঞ্চমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সামুদ্রলবণ, ছোটএলাচ, দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেকে চতুর্গুণ, আদার রস, শতমূলীর রস, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, মুথার রস, টাবানেবুর রস, ধুতুরা পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক বার, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুর রস ও বাকস পাতার রস ইহাদের রসে তিন তিন বার, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতা, অশ্বগন্ধা, চন্দন, বালা, শঠী ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

উদাবর্ত্ত রোগে ॥৩৩॥

ধনিদর্পহারী।

পারা, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে চতুর্গুণ, আমরুলের রস, আকন্দ পাতার রস ও থানকুনীর রসে তিন তিন বার, হরীতকী,

আমলকী,বহেড়া ও জয়পাল ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

গুল্মরোগে ॥ ৩৪॥

১। কালানল রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, তুঁতে, কাংস, হরিতাল, মনঃশিলা ও হিঙ্গুল চতুর্থাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক,কড়িভস্ম ও শঙ্খভস্ম অর্দ্ধাংশ, হিঙ্গু ষোড়শাংশ, মনঃশিলা পঞ্চমাংশ, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ভৃঙ্গরাজের রস, ঘৃতকুমারীর শাঁস, পানের রস, আকন্দ পাতার শাঁস, পটোলের রস, হাতিশুঁড়ার রস ও মুতার রস ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া কটকী, গজপিপ্পলী,বচ, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, আপাঙ্গ, দাড়িমছাল, জোয়ান, কালজীরা ও বালা ইহাদের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

হৃদ্রোগে ॥৩৫॥

১। খলচূড়ামণি।

পারা, গন্ধক ও স্বর্ণ সমভাগ, তাম্র ও হিরাকস অষ্টমাংশ, অভ্র দ্বিগুণ, হরীতকী,আমলকী, বহেড়া ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার, দ্রাক্ষার ক্বাথে পাঁচ বার, অর্জুনছালের রসে এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ॥৩৬॥

১। ঘনঘটাম্র।

পারা, গন্ধক ও স্ফাটিকা প্রত্যেকে সমভাগ, লৌহ,

অভ্র, সীসা ও বঙ্গ অর্দ্ধাংশ, হরিতাল চতুর্থাংশ। যবক্ষার, ও শিলাজতু দ্বিগুণ। প্রবাল পঞ্চমাংশ। রসসিন্দূর সার্দ্ধ এক ভাগ। তুঁতে ষোড়শাংশ। শর্করা সকলের অষ্টম ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া দুর্ব্বার রসে এক বিংশতি বার, যষ্টিমধু, শাল্মলীমূলের ছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, ধাইফুল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মূত্রাঘাত রোগে ॥৩৭॥

১। ছিন্নমস্তা।

স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ ও অভ্র সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধাংশ, প্রবাল ষোড়শাংশ, সকলের সমান রসসিন্দূর, লবণ স্বর্ণের তৃতীয়াংশ, নাগকেশর, ছোটএলাচ ও মরিচ দ্বিগুণ, ঘৃতকুমারীর শাঁস, মুতার রস ও যজ্ঞডুমুরের পাতার রস প্রত্যেকের সাত সাত বার, দুগ্ধ, মধু ও তণ্ডুলোদকে এক বার, রেণুক, বিড়ঙ্গ, আমলকী ও পিপুলমূলের ক্বাথ প্রত্যেকের তিন তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অশ্মরী রোগে ॥৩৮॥

১। ঝঞ্ঝাবাতঘাতিনী।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, তাম্র ও তুঁতে ষোড়শাংশ, হিরাকস আট ভাগের এক ভাগ, শিলাজতু সকলের সমান, গোক্ষুর ও মরিচ সমভাগ, ছাগদুগ্ধ, মধু ও টাবানেবুর রসে এক এক বার, ক্ষেতপাপড়া, কুলত্থকলায়

ও জীরার ক্বাথে তিন বার, শ্বেতপুনর্নবা, ইন্দ্রবারুণী ও বৃহতী ফলের ক্বাথে দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

প্রমেহ রোগে ॥৩৭॥

১। চুণ্ডিরাজ বটী।

পারা, গন্ধক, মুক্তা, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ ও লৌহ সমভাগ, প্রবাল, মনঃশিলা, তাম্র ও রসাঞ্জন ষোড়শাংশ, কর্পূর স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক রৌপ্যমাক্ষিক তিন ভাগের এক ভাগ, কড়িভস্ম দ্বিগুণ, রসসিন্দুর সকলের সমান, দারুচিনি, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জায়ফল, ছোটএলাচ ও জৈত্রী সকলের চার ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া গুলঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, মুতা ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক বার, বটের আঠা, ঘৃতকুমারীর শাঁস, মধু ও মেষদুগ্ধে দুই দুই বার, সাদাজীরা, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, নাগরমুতা, খেজুর, তালমাখনা, পান, রেণুক, খস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, কণ্টকারী, তেজপাতা, দেবদারু, দাড়িম ছাল, শিমুলমুল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

সোমরোগে।

১। ডামর গুটী।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, হরিতাল, বঙ্গ, প্রবাল, রসাঞ্জন ও সীসা প্রত্যেকে অষ্টমাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষির দ্বিগুণ, পিপুল, পিপুলেরদানা, মরিচ, বড়এলাচ, দারুচিনি ও

গোক্ষুর সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া মুতার রস, ছাগদুগ্ধ, ঘৃতকুমারীর শাঁস ও দাড়িমের রস ইহাদের প্রত্যেকের কাথে সাত সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, তেজপাতা,সাদাজীরা, কালজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খস, শ্বেতচন্দন, কদম্বছাল ও অগুরু ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

স্থৌল্যে ॥৪১॥ (অর্থাৎ মেদরোগে)

ফকীরালি।

পারা,গন্ধক ও লৌহ সমভাগ,তাম্র ও হরিতাল ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, উদ্ভিদলবণ ও সৌবর্চ্চল লবণ প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ,পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া আকন্দ পাতার রস ও আকন্দের আঠায় এক বিংশতি বার খল করিয়া মুগ প্রমাণ বটী করিবে।

উদরী রোগে ॥৪২॥

বাতোদরে—১। ষাঁড়েশ্বর রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ,ভেলার আঠা,কঙ্কুষ্ঠ ও তাম্র প্রত্যেকে অষ্টমাংশ, বিষ ষোড়শাংশ,যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, শুলঞ্চের, রস, নিসিন্দাপাতার রস, চিতার রস, টাবালেবুর রস, ভৃঙ্গরাজের রস,এরণ্ডমূলের রস,মেষ দুগ্ধ,গাভিদুগ্ধ ও মধু প্রত্যেকের তিন তিন বার, কালজীরা, শুঁঠ, তালমূলী, জোয়ান ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের কাথে দুই দুই বার, ঘৃত ও গোমুত্রে এক বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে।

জলোদরে—নিশুম্ভঘাতিনী রস ॥২॥

পারা, গন্ধক, তামা ও মনঃশিলা সমভাগ, সীসা ও সোহাগা অর্দ্ধাংশ, লৌহ ও অভ্র দ্বিগুণ, সৈন্ধবলবণ সকলের সমান, যবক্ষার সমানের তৃতীয়াংশ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চের পালো ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ ক্রমশঃ খল করিয়া সীজের আঠা, টাবালেবুর রস, নিসিন্দার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও এরণ্ড তৈল ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার, কালজীরা, জয়ন্তী, তেউড়ী, জয়পাল, হরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান উষ্ণজল, শীতল জল ত্যাগ, দাস্ত হইলে ঘোল পথ্য—।

স্ত্রীলোকের জলোদরে—বজ্রবিহারিণী রস ॥৩॥

বঙ্গ, গন্ধক ও তুঁতে সমভাগ, তাম্র চতুর্থাংশ, মুক্তার ঝিনুক ভস্ম সকলের অর্দ্ধাংশ, রসসিন্দূর সকলের সমান, জয়পাল সকলের দ্বিগুণ, পিপুল পঞ্চমাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া সীজের দুগ্ধে একুশ বার, গোমূত্রে সাত বার, পুনর্নবা ও সোনার কাথে তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

সর্ব্বোদরে—পাশুপত বটী ॥৪॥

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ও কঙ্কুষ্ঠ দ্বিগুণ, তাম্র, তেলা অর্দ্ধাংশ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেকে সকলের সমানাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া, মুতার রস, চিতার রস ও আদার রসে সাত বার, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী ও

বহেড়া প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

প্লীহারোগে ॥৪৩॥

১। ইন্দুমতি।

কড়িভস্ম, গন্ধক, পারদ, হিঙ্, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তা প্রত্যেকে সমভাগ, সোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, লৌহ ও শিলাজতু প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, সাচিক্ষার, সামুদ্রলবণ, অপামার্গ ক্ষার, তেঁতুলেরখোলা ভস্ম প্রত্যেকে চতুর্থাংশের এক অংশ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস, মুতার রস, শিমুলের রস, ছাগদুগ্ধ, কুষ্মাণ্ডের ডাঁটার রস, জম্বীরনেবুর রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সাদাজীরা, কালজীরা, গজপিপ্পলী, পুরাতন তেঁতুল ও তালজটা ইহাদের ক্বাথে প্রত্যেকের তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুগ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

শোথরোগে ॥৪৪॥

১। ঈশানী।

স্বর্ণ, তাম্র, হিঙ্, লৌহ, বঙ্গ ও গন্ধক সমভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, গৈরিক, স্ফাটিক, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও সাচিক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ, রসসিন্দুর সকলের সমান, শুঁঠ ভস্ম সমানের পঞ্চমাংশ, মূলা ভস্ম, জায়ফল, লবঙ্গ, সুপাড়ী ভস্ম, বিড়ঙ্গ ও পিপুলমূল প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ, গোমূত্র, আকন্দের আটা, মুতার রস ও ঘৃত প্রত্যেকে তিন তিন বার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আপাঙ্, দন্তী,

কট্‌কী, শ্বেতপুনর্নবা, চিতা, তেউড়ী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, আতইচ ও পলাশ প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অর্ব্বুদ রোগে ॥৪৫॥

১। উমাসুন্দরী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, পিপুল চতুর্গুণ, পানের রস, নটেশাকের রস, পুনর্নবার রস ও গোমূত্র প্রত্যেকের এক বিংশতি বার ও মধু দিয়া এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

শ্লীপদ রোগে ॥৪৬॥

১। ঋষীশ্বর যোগ।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, হরিতাল ও তুঁতে ষোড়শাংশ, শঙ্খ, কড়িভস্ম ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে সমানাংশের অর্দ্ধাংশ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, বচ ও ছোটএলাচ প্রত্যেকে সকলের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ ক্রমশঃ খল করিয়া বেলপাতার রসে তিন বার, শ্বেতপুনর্নবা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, শঠী ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী করিবে।

ভগন্দর রোগে ॥৪৭॥

১। ভগবতী।

পারা, গন্ধক ও তামা সমভাগ, লৌহ দ্বিগুণ, সকলের সমান স্বর্ণমাক্ষিক একত্রে খল করিয়া কাগজী নেবুর রসে সাত বার ও ঘৃতকুমারীর রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

কুষ্ঠ রোগে ॥৪৮॥

১। কুষ্ঠানল যোগ।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও স্বর্ণ সমভাগ, শিলাজতু চতুর্গুণ, পলাশভস্ম, ভেলার আঠা, শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও রস-সিন্দুর সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ও খদির চূর্ণ সমানের তৃতীয়াংশ মিশাইয়া ছাগ-দুগ্ধ, গোমূত্র, ভৃঙ্গরাজের রস, পানের রস, জম্বীর নেবুর রস ও ঘৃতকুমারীর সাঁস ইহাদের প্রত্যেকের সাত বার, আকন্দের আঠা, সীজের আঠা, মহিষ ঘৃত ও সজিনাপাতার রস প্রত্যেকের তিন বার, নিমপাতার রস, নিমের ফুলের রস, নিমের ফলের রস, নিমের ছালের রস প্রত্যেকের পাঁচ বার, নিমেরমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পুন-র্নবা, ধনে, দ্রাক্ষা ও নীলঝিণ্টী ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অম্লপিত্ত রোগে ॥৪৯॥

১। মেহাদ্রি।

পারা, গন্ধক, মণ্ডূর ও অভ্র প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণ-মাক্ষিক, রৌপ্য, প্রবাল ও তাম্র ষোড়শাংশ, পিপুল, মরিচ, বচ, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচ ও তেজপাতা সকলের সমান, ভৃঙ্গরাজের রস, আদার রস, তালমূলীর রস, শতমূলীর রস, মুতার রস ও চিতার রস ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ বার, পিপুলমূল, শুল্‌ফা, অপামার্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, চই, যোয়ান, সাদাজীরা ও কাল-জীরা প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে ॥৫০॥

১। ত্রিপুরভৈরবী।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, অভ্র ও রসসিন্দুর দ্বিগুণ, তেজপাতা, বড়এলাচ ও দারুচিনি সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া গুড়ূচীর রস, নিমপাতার রস, নিসিন্দাপাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত বার, খয়ের কাঠ, ছাতিয়ানমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বাকস, অনন্তমূল ও চিরতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

মসূরিকা রোগে ॥৫১॥

১। শীতলেশ্বরী।

পারদ ও রুদ্রাক্ষ সমভাগ পিপুল, আমলকী ও দ্বিগুণ গুলঞ্চের রসে সাত বার, দ্রাক্ষা, রাস্না, মহুয়া, ধনে, নাগরমুতা ও খস ইহাদের প্রত্যেকে ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

ক্ষুদ্র রোগে ॥৫২॥

১। জয়াবতী।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও শিলাজতু প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য ও পিত্তল অর্দ্ধাংশ। বংশলোচন ও সৈন্ধব লবণ সকলের সমান, গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস, পলতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, মধু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ বার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, খয়ের কাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ও গোমূত্রে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মুখ রোগে ॥৫৩॥

১। টুণ্টুকী।

স্বর্ণ, গন্ধক, শিলাজতু ও মনঃশিলা সমভাগ, রসসিন্দুর দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া গুলঞ্চের রস, কুষ্মাণ্ডের রস, জাতিপত্রের রস, নিমপাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, পটোলের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন বার, গোমূত্রে সাত বার, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণের জলে দুই বার মৌফুল, শাল্মলীমূল, দ্রাক্ষা, ধনে, চিরতা, অশ্বগন্ধা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

কর্ণ রোগে ॥৫৪॥

১। থানেশ্বর গুটিকা।

গন্ধক, সোহাগা ও কড়িভস্ম প্রত্যেকে সমভাগ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া বাকস পাতার রসে সাত বার, অনন্তমূল, নাগতমুতা, কেলেলতা ও গুল্‌লা ইহাদের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

নাসারোগে ॥৫৫॥

১। মদনমোহন বটী।

পারা, গন্ধক ও সোহাগা সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, দারুচিনি ও ছোট্‌এলাচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া বাকস পাতার রসে সাত বার, কেলেলতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও নাগরমুতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

নেত্র রোগে ॥৫৬॥

১। ত্রিনয়নী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক দ্বিগুণ, পিপুলমূল, বড়এলাচ, শুঁঠ বচ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে সমানের অর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, দেবদারু, শঠী, রক্তচন্দন, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ ও দ্রাক্ষা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার, ঘৃত ও মধুতে দুই বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

শিরোরোগে ॥৫৭॥

১। গঙ্গাধর যোগ।

পারা, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, রসসিন্দূর দ্বিগুণ, তাম্র ও বিষ ষোড়শাংশ, শুঁঠ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুলমূল, ধুস্তুরবীজ ও সিদ্ধিরবীজ প্রত্যেকে সমানের চতুর্থাংশ, আদার রস, সীজের আঠা ও গুলঞ্চের রসে সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপানি, চাকুলে, গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

প্রদর রোগে ॥৫৮॥

১। শ্রীরামসুন্দর বটী।

লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, গৈরিক ও বঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, বংশলোচন, পঞ্চলবণ ও খদির প্রত্যেকে দুই ভাগ, হরিতাল, শঙ্খ ও কপর্দ্দক প্রত্যেকে চতুর্থাংশ, স্ফাটিকা

অর্দ্ধ ভাগ, শুঁঠ, পিপুলেরদানা, বিড়ঙ্গ, মরিচ, ছোট-এলাচ ও লবঙ্গ প্রত্যেকে তিন ভাগ, ঘৃতকুমারির রস, আকন্দ পাতার রস ও মধু দিয়া তিন বার, ত্রিফলার কাথে সাত বার, চই, কুড়, শঠী, দেবদারু, হরিদ্রা, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, তালীশপত্র, জীরা, কালজীরা ও খেজুর ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

যোনিব্যাপদ রোগে ॥৫৯॥

১। বজ্রযোগিনী রস।

স্বর্ণ, পারদ ও রৌপ্য সমভাগ, সৈন্ধবলবণ দ্বিগুণ, যবক্ষার সমানের তৃতীয়াংশ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক সমানের চতুর্থাংশ, বচ, পিপুল, পুরাতন গুড়, মরিচ ও চিনি প্রত্যেকে সমানের চতুর্থাংশ, গুলঞ্চের রস, যজ্ঞডুমুরের রস, নিমপাতার রস, ছাগদুগ্ধ, মধু, মালতীফুলের রস ও দূর্ব্বার রস প্রত্যেকের এক বার, বনযবানী, চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী, বৃহতী, কুড়, দেবদারু, বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, শ্যামালতা, হরিদ্রা, ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে দুই দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

সূতিকা রোগে ॥৬০॥

১। ললাটেশ্বরী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার দ্বিগুণ, সোহাগা ষষ্ঠাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোটএলাচ ও কর্পূর প্রত্যেকে দ্বিগুণ, জম্বীরনেবুর

রস, নিসিন্দাপাতার রস, শতমূলীর রস, বাকসপাতার রস ও পানের রস প্রত্যেকের তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধাইফুল, কুড়চী, ইন্দ্রযব, কাকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, জোয়ান, দারুচিনি, যষ্টিমধু ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার, ছাগদুগ্ধে পাঁচ বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

বালরোগে ॥৬১॥

১। পরমার্থ চিন্তামণি।

পারা, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া পানের রস, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দাপাতার রস ও শ্বেত অপরাজিতার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার ও পুনর্নবার ক্বাথে সাত বার ভাবনা দিয়া সরিষা মত বটী প্রস্তুত করিবে।

বিষ রোগে ॥৬২॥

১। হলাহল যোগ।

লৌহ, স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, তুঁতে ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, মনঃশিলা, হরিতাল ও হিরাকস ষোড়শাংশ, গৈরিক, শঙ্খভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক প্রত্যেকে সমানের অষ্টমাংশ, জৈত্রী দ্বিগুণ, হরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণী, বৃহতী, দাড়িম ও অপামার্গ ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

রসায়নে ॥৬৩॥

১। প্রেমানন্দী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ-

মাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর ও বঙ্গ অর্দ্ধাংশ, শিলাজতু ও রস-সিন্দুর সকলের সমান, তালমাখনা, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোটএলাচ, মোচরস প্রত্যেকে সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া শতমূলীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, বক পুষ্পের রস, ইক্ষুরস, কদলীমূলের রস, মালতীফুলের রস, গুলঞ্চের রস, মুতার রস প্রত্যেকে তিন তিন বার, সাদাজীরা, যোয়ান, বিড়ঙ্গ, তালমূলী ইহাদের প্রত্যেকের কাথে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

ঘর্ম্মনিবারণে ॥৬৪॥

১। ভোলানাথী।

পারা, গন্ধক, রুদ্রাক্ষ, প্রবাল, স্বর্ণ ও মকরধ্বজ প্রত্যেকে সমভাগ, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, আদা প্রত্যেকের তিন তিন বার ভাবনা দিবে, মধু অনুপানে এক মুগ পরিমিত সেবনীয়, ইহাতে সন্নিপাত ও যক্ষ্মাদি জনিত এবং সর্দ্দি গরমী হইয়া বিন্দু বিন্দু বা অতিরিক্ত স্বেদ নিবারণ হয়। ঘর্ম্মরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ভৃগুমুনির কৃত।

বাজীকরণে ॥৬৫॥

১। কামরত্ন।

পারা, গন্ধক, অভ্র ও স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, কর্পূর ও বঙ্গ দ্বিগুণ, বংশলোচন অষ্টগুণ, ছোটএলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, শৈলজ, যোয়ান, নাগকেশর, পিপুলের দানা ও মরিচ প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, মুতার রস, শত-

মূলীর রস, মহিষদুগ্ধ ও মধু প্রত্যেকের তিন তিন বার, গোক্ষুর চাকুলে, ধনে, দ্রাক্ষা, আলকুশী বীজ, কুলেখাড়া বীজ, সিদ্ধি, তেজপাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অশ্বগন্ধা, দন্তী, চই, গেঁঠেলা, শুল্ফা, মৌরী, যষ্টিমধু, দেবদারু, রক্তচন্দন প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

স্তম্ভনে ॥৬৬॥

১। প্রাণতোষিণী।

স্বর্ণ ও আফিম সমভাগ, অশ্বগন্ধা, তালমাখনা, শতাবরী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, নাগেশ্বর, শিমুলমূলের শাঁস প্রত্যেকে দ্বিগুণ সিদ্ধিপাতার রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অজীর্ণে ॥৬৭॥

১। বড়বানল রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও তেঁতুলছাল ভস্ম প্রত্যেকে সমভাগ, তাঁবা, বিষ ও যবক্ষার চতুর্থাংশ, সাচিক্ষার ও সৌবর্চ্চল লবণ দ্বিগুণ, হিঙ্ ষোড়শাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ফুল, অপামার্গ ক্ষার প্রত্যেকে ত্রিগুণ, জম্বীরনেবুর রস, কাগজীনেবুর রস, আদার রস ও চিতার রস প্রত্যেকে সাত বার, কণ্টকারী, দন্তী, তেজপাত, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যোয়াম, সাদাজীরা, কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

বিসূচিকা রোগে ॥৬৮॥

১। প্রাণেশ্বর বটী।

পারা, গন্ধক ও সোহাগা সমভাগ, বিষ চতুর্থাংশ,

কড়ি ভস্ম ও শঙ্খ ভস্ম চতুর্গুণ, মরিচ সকলের সমান, কাগজীনেবু ও জম্বীরবেবুর রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমাণ বটী করিবে।

কামলারোগে ॥৬৯॥

১। সুধাকর বটী।

মণ্ডুর, অভ্র ও শিলাজতু সমভাগ, লৌহ অর্দ্ধ ভাগ, হিঙ্গুল, রৌপ্যমল ও স্বর্ণমাক্ষিক লৌহের চতুর্থাংশ, বহেড়ার শাঁস, পিপুলের দানা, চিনি ও মরিচ সকলের সমান, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, পিপুলমূল, চৈ ও চিতা ইহাদের কাথে দুই বার, পল্‌তার রসে এক বার, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, গজপিপ্পলী ও বেড়েলার কাথে এক বার, আদার রসে দুই বার এবং মধুতে এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

পাণ্ডুশোথে ॥৭০॥

১। শরচ্চন্দ্রোদয়।

পারা, গন্ধক, তাম্র, লৌহ ও অভ্র সমভাগ মণ্ডুর দ্বিগুণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বংশলোচন প্রত্যেকে লৌহের দ্বিগুণ, গোমূত্রে সাত বার, ইন্দ্রযব, কটকী, মানমূল, বচ, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, কালজীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন বার এবং মুতার রসে দুই বার খল করিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

হলীমক রোগে ॥৭১॥

১। যমদগ্নি রস।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, হিঙ্ ও তাম্র যোড়-

শাংশ, কড়িভস্ম অর্দ্ধাংশ, তুঁতে অষ্টমাংশ, যবক্ষার ও সোহাগার খই পঞ্চমাংশ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোঁদাল ও তেউড়ী ইহাদের ক্বাথে সাত বার, ছাগদুগ্ধে তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচের মত বটী প্রস্তুত করিবে।

পরিণাম শূলে ॥৭২॥

১। যজ্ঞেশ্বর বটী।

শঙ্খভস্ম, যবক্ষার, তাম্র ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চতুর্গুণ, মুতার রস, গুলঞ্চের রস, কাগজীনেবুর রস ইহাদের রসে তিন বার, যোয়ান ও শুল্‌ফার ক্বাথে এক বার ভাবনা দিয়া চতুর্থাংশ হিঙ্‌ মিশ্রিত করত মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

যকৃৎ রোগে ॥৭৩॥

১। প্রভাবতী বটী।

মৃগচর্ম্ম ভস্ম, লৌহ, কড়িভস্ম, যবক্ষার ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, তাম্র ও তুঁতে অর্দ্ধাংশ, হিঙ্‌ অষ্টমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুষ্মাণ্ডের ডাঁটা ভস্ম, অপামার্গের ক্ষার, তেঁতুলের খোলা ভস্ম প্রত্যেকে সমানের অর্দ্ধাংশ, গুলঞ্চের রস, মুতার রস, ঘৃতকুমারীর শাঁস, চিতার রস, আকন্দফুলের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, শিমুলছাল, যোয়ান, লবঙ্গ, তালজটা, শিমুল মূলের ছাল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

গুল্ম প্লীহা রোগে ॥৭৪॥

১। ঘোরেশ্বর বটী।

দারমুজ, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক সমভাগ পুট পাকে ভস্ম করিয়া, শুঁঠ,মরিচ, সৌবর্চ্চল লবণ চতুর্গুণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস, ভৃঙ্গরাজের রস, সীজের আঠা, গোমূত্র, ছাগদুগ্ধ, পানের রস, আকন্দপাতার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, জয়পাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যোয়ান, সাদাজীরা, কালজীরা, পলতা, অপামার্গ ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অগ্নিমান্দ্য রোগে ॥৭৫॥

১। ধনঞ্জয় বটী।

স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ ও মৃগচর্ম্ম ভস্ম সমভাগ, কড়িভস্ম, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, যবক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ, হিঙ্‌ সমানের ষোড়শাংশ, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ, বিড়ঙ্গ চতুর্থাংশ, ঘৃতকুমারীর রস ও মুতার রসে সাত সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার, মধু ও গুড়ের রসে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

ব্রধ্ন রোগে ॥৭৬॥

(অর্থাৎ কুঁচ্‌কি হইলে।)

১। ভরদ্বাজ বটী।

পঞ্চলবণ ও যবক্ষার প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ,পিপুল, পিপুলমূল, চই ও বনযবানী প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ, সজি-

নার ছালের রস, চিতার রস, বেলপাতার রস, গুলঞ্চের রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, ভেলার আঠা, কয়েদ-বেল, সোঁদাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ, চই ইহা-দের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

কোষ বৃদ্ধি রোগে ॥৭৭॥

১। অগ্নিবেষ কৃত রস।

সৈন্ধবলবণ, লৌহ, বংশলোচন প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সকলের সমান, চই, বেলপাতা, সোঁদাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অনন্তমূল, চিরতা, গুলঞ্চ, মুতা ও যোয়ান ইহাদের প্রত্যেকের এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

উপদংশ রোগে ॥৭৮॥

১। ভৃঙ্গরাজ বটী।

গন্ধক, তুঁতে ও হিরাকস সমভাগ, খয়ের সকলের সমান, মুতার রস, গুলঞ্চের রস, পলতার রস, কেলে-লতার রস, নিমপাতার রস, বাকসপাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত সাত বার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যে-কের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

২। কর্পূর রস।

শোধিত পারদ উহার সমভাগ গৈরিক, ইঁট, খড়ি, ফট্‌কিরি, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটী, ক্ষারলবণ ও লাল মাটী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বোতলে পূরিয়া বস্ত্র মৃত্তিকার

লেপ দিয়া চার দিন দিবারাত্র জ্বাল দিলে রসকর্পূর সিদ্ধ হয়। বোতলের উপরিভাগে শ্বেত বর্ণ কর্পূরের ন্যায় পদার্থ গ্রহণ করিবে। উহা অনুপান বিশেষে সেবনে অগ্নিদীপ্ত, বিপুল বল, পুষ্টি ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। গরমী রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্বব্যাধি বিনাশকে ॥৭৯॥

১। সিন্দুর রস।

বিশুদ্ধ পারদ চার ভাগ ও দুই ভাগ শোধিত গন্ধক একত্রে খল করত কজ্জলী করিয়া কঠিন বোতলের মধ্যে পুরিয়া চার দিন কঠিন জ্বাল দিলে বোতলের উপরিভাগে উত্থিত সিন্দূরের ন্যায় রস গ্রহণ করিবে। অনুপান বিশেষে সমস্ত রোগে উপকার দর্শে।

২। স্বর্ণসিন্দুর রস।

শোধিত পারা আট তোলা, শোধিত সুবর্ণ এক তোলা একত্রে খল করিবে। পরে দন্ত খড়িকার রসে তদনন্তর রক্তকার্পাস ফুলের রসে খল করিয়া দেড় তোলা গন্ধক দিয়া কজ্জলী করত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বোতলে পূরিয়া জ্বাল দিলে স্বর্ণসিন্দুর রস প্রস্তুত হয়।

৩। ষড়্গুণ বলি জারিত রসসিন্দুর।

রসসিন্দুরের সমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ ছয় বার জ্বাল দিলে প্রস্তুত হয়, অধিক গুণ প্রদায়ক।

মেধাবর্দ্ধকে ॥৮০॥

১। সেকন্দর গুটী।

স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও অভ্র সমভাগ, শতমূলী, বড়এলাচ, কালজীরা ও যোয়ান দ্বিগুণ একত্রে

খল করিয়া গুলঞ্চের রস, মুতার রস, শতমূলীর রস প্রত্যেকের তিন বার, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে সাত বার এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কাথে এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে।

হিক্কা রোগে ॥৮১॥

১। যোগরাজ বটী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, সোহাগার খই, মনঃশিলা, অভ্র, স্বর্ণ, লৌহ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে অৰ্দ্ধাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুলের আঁটির শাঁস প্রত্যেকে চতুর্থাংশ একত্রে মিশ্রিত করিয়া আমলকী, বিড়ঙ্গ, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, বহেড়া, জটামাংসী, বামনহাটী ইহাদের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করত মধু দিয়া লেহনে হিক্কার উপশম হয়।

ভ্রম রোগে ॥৮২॥

১। ভবতারিণী রস।

স্বর্ণ, রৌপ্য, পারা, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু প্রত্যেকে সমভাগ, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতাবরী, ছোট এলাচ, নাগকেশর, আমলকী ইহাদের কাথে তিন বার, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে একুশ বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

ধ্বজভঙ্গে ॥৮৩॥

১। কামেশ্বর রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ, কর্পূর, রৌপ্য, অভ্র, জায়ফল ও জৈত্রী অৰ্দ্ধ ভাগ, সমুদায়ের সমান রসসিন্দুর, পারার অষ্টমাংশ মৃগনাভি, লবঙ্গ, কালজীরা,

বচ, নাগকেশর, দ্রাক্ষা, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর বীজ, সিদ্ধি বীজ, ছোটএলাচ, দারুচিনি প্রত্যেকে তিন ভাগের এক ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রস, ধুতুরা, পান, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও শিমুলের রসে একবিংশতি বার, তালমূলী, তেজপাতা, বেড়েলা, কুলেখাঁড়া, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, মুতা, রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথে পাঁচ বার, কাঁকলা, শৈলজ, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, ধাইফুল ইহাদের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

রজোনিঃসারকে ॥৮৪॥

১। ঘণ্টাকর্ণ যোগ।

হিরাকস ও সোহাগা সমভাগ, মুসব্বর দ্বিগুণ, কুঙ্কুম ও হিঙ্গু অর্দ্ধাংশ, পেঁপের বীজ সকলের সমান নিসিন্দা ও উলটকম্বলের রসে সাত বার, চিতার রসে দুই বার ও গাঁজার বীজের ক্বাথে এক বার ভাবনা দিয়া এক কুঁচ পরিমিত বটী করিবে। ছাগদুগ্ধ, গাভিদুগ্ধ, নিসিন্দার রস বা উলটকম্বলের রস সহ সেবনীয়।

কাস ও অজীর্ণ সংযুক্ত কুইনাইনের আটকান জ্বরে ॥৮৫॥

১। করুণাময় রস।

সহস্র পুট লৌহ, হিঙ্গুলোত্থিত সম্যক্ শোধিত মুখ বিশিষ্ট পারদ ও চক্রপাণি দত্ত মতে শোধিত গন্ধক সমভাগ শোধিত সুবর্ণ পত্র লৌহের চার ভাগের এক ভাগ, শোধিত অছিদ্র মুক্তা বিনা জারিত স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ, প্রবাল ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর লৌহের দ্বিগুণ, বংশলো-

চন, পিপুলের দানা, পঞ্চলবণ, কড়িভস্ম, কর্পূর প্রত্যেকে লৌহের চার ভাগের তিন ভাগ যথাবিধানে মিশ্রিত করিয়া আদার রসে এক বার, মুতার রসে দুই বার, ঘৃত কুমারীর শাঁসে এক বার ও জয়ন্তী পাতার রসে এক বার খলকরত মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান সকালে গুলঞ্চের রস মধু, বৈকালে মুতার রস মধু।

আয়ু, মেধা ও বলবর্দ্ধনে ॥৮৬॥

১। প্রণদা বটী।

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ চতুর্থাংশ, মোচরস, গোক্ষুর, অশ্বগন্ধা, নাগকেশর সকলের সমান, বংশলোচন, শিলাজতু, রৌপ্য ও রৌপ্যমাক্ষিক, মুক্তার দ্বিগুণ, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস, শিমুলমূলের ছালের রস, মুতার রস, গুলঞ্চের রস ও শতমূলীর রসে পাঁচ পাঁচ বার, তালমুলী, বেড়েলা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার অনন্ত মূল ও আম্রকেশির কাথে এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

নাড়ীক্ষীণে ॥৮৭॥

ভীমরস।

মুক্তা, গৈরিক, জায়ফল ও প্রবাল সমভাগ, স্বর্ণ চতুর্থাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক মুক্তার দ্বিগুণ, বংশলোচন প্রবালাদির তৃতীয়াংশ মধুতে পিষিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসরত্নেশ্বর সমাপ্ত।

করিয়া শিরা দুইটি বার অঙ্গুলি পরিমাণে অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই শিরা দুইটিকে বিটপ মর্ম্ম" কহেন। ইহাতে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে। তদপরে বাহুমূলের পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যদেশে উভয় বগলে বার অঙ্গুলি পরিমাণে এক একটি করিয়া শিরা দুইটি অবস্থিতি করে মুনিগণ এই শিরা দুইটিকে কক্ষাধর্ক মর্ম্ম কহেন। ইহার বিঘ্ন ঘটিলে নুলা হইয়া থাকে। অনন্তর উভয় ভ্রূর মধ্যস্থলে, নাসিকার ঊর্দ্ধদেশে দুই অঙ্গুলি পরিমাণে শিরা একটি অবস্থিতি করে; মুনিগণ এই শিরাটিকে স্থপনী মর্ম্ম কহিয়া থাকেন। উক্ত স্থপনী মর্ম্মে শস্ত্র উদ্ধৃত করিতে হইলে প্রাণীগণ সদ্যই জীবন পরিত্যাগ করে।

ধমনী কথন।

৮। মাংস মধ্যে থাকিয়াও মাংসাদির সহিত যাহার অধিক সম্বন্ধ নাই অথচ যাহা টিপিলে উচ্চ হইয়া উঠে এবং স্নিগ্ধ ও সমান ভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেই ধমনী বলে (ক) উক্ত ধমনীর সংখ্যা চব্বিশটি। যেরূপে গাড়ির চাকা চারিদিকের কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা আবৃত থাকে সেইরূপ ধমনী চব্বিশটির দ্বারা নাভি আবৃত থাকে এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তীর্য্যক ভাবে রক্ত বহন হইয়া এই শরীর পালন হইয়া থাকে। অতএব শরীর পালিত ধমনীগণের মধ্যে যে সকল স্থানে জীবন অধিষ্ঠান করে, সেই সকল স্থানগুলি মর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত মর্ম্মগুলির স্থান পরিমাণ ও যে ভাবে অবস্থান করে তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

(ক) ধমনী। গ্রন্থান্তরে বলেন এই ধমনী চব্বিশটি মুখপুচ্ছ এবং হস্তপদ বিশিষ্ট একটি কচ্ছপের ন্যায় আকার ইহা নাভিমূলে স্ত্রীগণের ঊর্দ্ধমুখে এবং পুরুষদিগের অধোমুখে অবস্থিতি করে; উক্ত কচ্ছপ ভেদ হেতুতেই নাড়ীর গতি যাহা পুরুষের দক্ষিণ করে তাহাই স্ত্রীলোকের বাম করে পরীক্ষণীয় হইয়া থাকে।